সাড়া জাগানো গল্প-সংকলন ‘তারাশে’র সরল অনুবাদ

তারা ঝিকিমিকি জ্বলে

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ তাকি উসমানি

মুহাম্মাদ আলী জাওহার অনূদিত

বিচারপতি মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি

(জন্ম : ১৯৪৩; জন্মস্থান : পাকিস্তান)

মুসলিমবিশ্বের অন্যতম আলিম ও প্রখ্যাত ইসলামি ব্যক্তিত্ব মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি। তিনি হাদিস, ফিকহ, তাসাউফ ও অর্থনীতিতে একজন বিশ্বসেরা বিশেষজ্ঞ। বর্তমান বিশ্বের ইসলামি অর্থনীতির প্রধান দিকপাল। ১৯৮০-১৯৮২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শরিয়াহ আদালতের এবং ১৯৮২ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের শরিয়াহ আপিল বেঞ্চের বিচারক।

২০০৪ সালের মার্চে দুবাইয়ে আন্তর্জাতিক ইসলামি অর্থনীতি সংস্থার বার্ষিক অনুষ্ঠানে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিশেষ সম্মাননাপ্রাপ্ত আলিম। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি কর্তৃক কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী। পাকিস্তানে শরয়িভাবে হদ, কিসাস এবং দিয়ত সম্পর্কিত আইন প্রণয়নে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালনকারী। ১৯৬৭ সাল থেকে প্রকাশিত উরদু মাসিক পত্রিকা 'আল-বালাগ' এবং ১৯৯০ সাল থেকে ইংরেজি 'আল-বালাগ ইন্টারন্যাশনাল'-এর প্রধান সম্পাদক।

তাকি উসমানি আরবি, উরদু এবং ইংরেজিভাষায় ষাটের অধিক গ্রন্থের রচয়িতা। তার রচিত অধিকাংশ বই বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

সাড়া জাগানো সেরা শিক্ষণীয় গল্প-সংকলন

তারাশে'র সরল বাংলা অনুবাদ

তারা ঝিকিমিকি জ্বলে

শাইখুল ইসলাম

মুহাম্মাদ তাকি উসমানি

বিচারপতি, শরিয়া আদালত, পাকিস্তান

অনুবাদ ও সম্পাদনা

মুহাম্মাদ আলী জাওহার

উসতাজুল হাদিস, জামিয়া ইসলামিয়া আযমিয়া

দারুল উলূম রামপুরা, বনশ্রী- ঢাকা।

তাজকিয়া পাবলিকেশন

উৎসর্জন—

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শ্বশুর-শাশুড়ির পবিত্র পদ্মহস্তে।

যারা আমার মরুজীবনে মহীরুহ হয়ে আছেন। নিখাদ ভালোবাসা ও অকৃত্রিম স্নেহপরশে তৃষাতুর হৃদয়ের পিপাসা মিটিয়েছেন। নিরাশার বালুচরে আশার পিদিম জ্বেলে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যাবার সাহস যুগিয়েছেন। যাদের মাঝে খুঁজে পাই শূন্যতার পূর্ণতা। ভালোবাসার এ বটবৃক্ষদ্বয় ছায়া হয়ে থাকুক জনম জনম...!

—জাওহার

সূচিপত্র

নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	অনুবাদকের কথা	১৪
২	মুখবন্ধ	১৫
৩	নবীজির রসিকতা	১৭
৪	বৃদ্ধারা জান্নাতে যাবে না	১৭
৫	আল্লাহর কী কুদরত	১৮
৬	এক অদ্ভুত তালাক	১৯
৭	স্মৃতিশক্তি ও স্মৃতিবিভ্রম	২০
৮	আমরা উভয়ে জান্নাতি	২০
৯	যেমন আশা তেমন ফল	২১
১০	একটি কাকতালীয় ঘটনা	২১
১১	জীবন রক্ষা পেল যেভাবে	২৩
১২	নামের প্রভাব	২৪
১৩	আম্মাজান আয়িশা রা.-এর উট	২৪
১৪	মিথ্যা নবী	২৪
১৫	চন্দ্রমাস সম্পর্কিত দুর্লভ তথ্য	২৫

১৬	জ্বরের প্রতিদান	২৫
১৭	সর্বশেষ সাহাবি	২৬
১৮	অব্যর্থ দুআ	২৬
১৯	হাদিসের মর্যাদা	২৭
২০	সুনিপুণ যুদ্ধকৌশল	২৮
২১	কুরআনে নবীজির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আলোচনা	২৯
২২	কুরআন খতমের পর দুআ	৩০
২৩	লোভী আশআব	৩১
২৪	পিতা সন্তানকে কীভাবে নির্দেশ দেবেন	৩২
২৫	উটের পথচলায় সংগীতের প্রভাব	৩২
২৬	মৃত্যুর সময়ও কুরআন তিলাওয়াত	৩৩
২৭	মুমিনের বিচক্ষণতা	৩৪
২৮	মূল্যবান উপদেশ	৩৫
২৯	নিজ কঠোরতা প্রসঙ্গে উমার ইবনুল খাত্তাব	৩৬
৩০	আল্লাহর পথে কুদরতি নুসরত	৩৭
৩১	আত্মার পরিশুদ্ধি	৩৮
৩২	মাতৃদুগ্ধ আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত	৩৯
৩৩	যুদ্ধ-নীতিতে ইসলামের অনুপম আদর্শ	৪০
৩৪	জনগণের প্রতি মুআবিয়া রা.-এর দায়িত্ববোধ	৪১
৩৫	মুসলিম রাষ্ট্রের আয়	৪২
৩৬	বড়দের ভুল	৪২
৩৭	বড়াইয়ের পরিণাম	৪৩
৩৮	নীলনদের নামে উমরের খোলা চিঠি	৪৩
৩৯	দুনিয়া-বিমুখতা	৪৫
৪০	সকল উত্তর কুরআনের ভাষায়	৪৬

৪১	চমৎকার প্রার্থনা!	৫২
৪২	এক কালজয়ী বৃদ্ধের কাহিনি	৫৩
৪৩	স্বার্থত্যাগ	৫৭
৪৪	দামি কথা	৫৯
৪৫	নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ করা চাই	৫৯
৪৬	ঘা-ফোঁড়া নিরাময়ের এক অদ্ভুত চিকিৎসা!	৬০
৪৭	তুখোড় মেধা	৬১
৪৮	আরেকদিনের ঘটনা	৬২
৪৯	একটি মজার গল্প	৬২
৫০	এক হাদিসের জন্য এক বছর...!	৬৩
৫১	রোগী সেবায় ইসলামি নীতিমালা	৬৫
৫২	অস্ট্রেলিয়াতে খরগোশের উপদ্রব	৬৬
৫৩	কুদরতি কারিশমা	৬৮
৫৪	আবদুল্লাহ ইবনু মুবারকের বৈপ্লবিক জীবন	৬৯
৫৫	খোদাভীতি	৭০
৫৬	বিদূষী নারী	৭১
৫৭	উম্মে সুলাইম রা.-এর ঈমানদীপ্ত ঘটনা	৭১
৫৮	দ্বীনপ্রচারে উদারতা ও বিচক্ষণতার গুরুত্ব	৭৫
৫৯	আলি রা.-এর অদ্ভুত ফয়সালা	৭৭
৬০	চক্রবৃদ্ধি সুদ	৭৮
৬১	পর-বিমুখতার অত্যুজ্জ্বল নমুনা	৭৮
৬২	সুস্থতার মূল্যায়ন	৮০
৬৩	আগুনও শীতল হয়ে গেল!	৮০
৬৪	চোরের জন্য দুআ	৮২
৬৫	এক জ্ঞানগর্ভ উক্তি	৮২

৬৬	মাজহাবগত মহানুভবতা	৮৩
৬৭	অভিযোগ যেমন বিচারকার্য তেমন	৮৪
৬৮	অসাধারণ প্রতিভা	৮৫
৬৯	দূরদর্শিতা	৮৬
৭০	খলিফা মামুনুর রশিদের প্রজ্ঞাময় উক্তি	৮৭
৭১	যে স্বাদ কখনো ফুরায় না!	৮৮
৭২	বাক-নিপুণতা	৮৮
৭৩	এক নির্ভীক বুজুর্গের সাহসী হুঙ্কার	৯০
৭৪	আমেরিকার অপরাধ-জগৎ	৯০
৭৫	পরিবার-পরিকল্পনার নামে অবৈধ গর্ভপাতের সয়লাব	৯১
৭৬	দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ব্যয়ের তালিকা	৯৩
৭৭	অভাব দূর হবে যে আমলে	৯৪
৭৮	অগ্রগামী কারা?	৯৫
৭৯	স্ত্রীকে লেখা গাজি আনোয়ার পাশার হৃদয়ছোঁয়া শেষ চিঠি	৯৬
৮০	দুই ভাইয়ের একরাত	৯৯
৮১	রণাঙ্গনে দুই সাহাবির দুআ	৯৯
৮২	অকুতোভয় ঈমানদ্বীপ্ত এক সাহাবির কাহিনি	১০০
৮৩	আল্লাহর নিকট পৌঁছার পথ	১০২
৮৪	স্বপ্নের তাৎপর্য	১০২
৮৫	রাখে আল্লাহ মারে কে!	১০৩
৮৬	উমার ইবনু আবদিল আজিজ রহ.-এর খোলা চিঠি	১০৪
৮৭	কুরআনে কারিমের ফজিলত	১০৪
৮৮	আল্লামা শাতিবি রহ. ও রাজা ইজজুদ্দিন	১০৫
৮৯	অন্তরের ঔষধ	১০৫
৯০	জীবন সন্ধিক্ষণে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.	১০৬

৯১	কাব ইবনু জুহাইর রাজিয়াল্লাহু আনহুর চাদর	১০৬
৯২	স্বপ্নযোগে কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাখ্যা	১০৭
৯৩	কাশ্মিরি রহ.-এর কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনা	১০৯
৯৪	জনৈক বুজুর্গের অব্যর্থ দুআ	১১১
৯৫	বায়েজিদ বোস্তামি রহ.-এর একটি মূল্যবান উক্তি	১১৩
৯৬	জনৈক খ্রিস্টানের জ্ঞানগর্ভ কথা	১১৩
৯৭	হাসান-হুসাইনের তাবলিগি কৌশল	১১৩
৯৮	খলিফা মনসুরের আকাঙ্ক্ষা	১১৪
৯৯	ইলমের সম্মান দানে আখেরাতে মুক্তি লাভ	১১৫
১০০	সিন্ধু'র এক প্রবীণ আলেমের মহামূল্যবান উক্তি	১১৬
১০১	ভারতবর্ষে আগমনকারী সাহাবিগণের তালিকা	১১৬
১০২	সত্যের সন্ধানে হিন্দু রাজা	১১৮
১০৩	সুলতান মাহমুদ গজনবি ও আবুল হাসান খেরকানি রহ.	১২০
১০৪	মুসলিম উম্মাহে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী ফিতনা	১২৪
১০৫	একটি চমৎকার উপমা	১২৫
১০৬	*ইজহারুল হক* গ্রন্থ সম্পর্কে জনৈক বিধর্মীর মূল্যায়ন	১২৬
১০৭	মরা লাশের অসিয়ত	১২৮
১০৮	কামনা এমনই হওয়া চাই	১৩১
১০৯	বিস্ময়কর ইঙ্গিত	১৩২
১১০	মনোবাঞ্ছা পূরণ	১৩৩
১১১	পাঁচ দিরহামে এক গ্লাস পানি	১৩৪
১১২	মুহাম্মদ নামি চারজন মুহাদ্দিস	১৩৫
১১৩	যার পাপ তার গর্দান	১৩৫
১১৪	অমুসলিমদের প্রতি মুসলিমদের উদারনীতি	১৩৭
১১৫	আল্লাহর রাস্তায় প্রতারণা	১৩৭

১১৬	নজিরবিহীন দান	১৩৮
১১৭	ইসলামের সৌন্দর্য	১৪০
১১৮	ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মূল্যবান উক্তি	১৪১
১১৯	ইমাম আবু জুরআর কোমলতা	১৪১
১২০	আত্মহত্যার প্রতিযোগিতা	১৪২
১২১	চুরি শেখার স্কুল	১৪৩
১২২	পাঠক-মন্তব্য	১৪৪

অনুবাদকের কথা

'তারা ঝিকিমিকি জ্বলে' গ্রন্থটি মূলত শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি-এর সাড়া জাগানো গ্রন্থ *'তারাশে'*-এর বাংলা অনুবাদ। কুরআন-হাদিস, আকাবির ও আসলাফের যাপিত জীবনে ঘটে যাওয়া হৃদয়ছোঁয়া ঘটনাবলি এবং ইসলামের সোনালি যুগের তথ্যসমৃদ্ধ নির্মল ইতিহাস ঘিরেই মূলত গল্পগুলো নির্মিত হয়েছে। চিত্রিত হয়েছে বুজুর্গানে দ্বীনের ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং ইসলামের বিভাময় আদর্শের রূপরেখা। ধ্বনিত হয়েছে পাপ-পঙ্কিলতা ও নীতি-নৈতিকতা অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম প্রতিবাদ। গ্রন্থের প্রত্যেকটি গল্প-ই বেশ চমৎকার ও উপদেশমূলক। যা আমাদের ঘুমন্ত চেতনা ও মানসিকতাকে জাগিয়ে তুলতে বিরাট ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ গ্রন্থের মাধ্যমে যদি কোনো পাঠক একটুও উপকৃত হন, তাহলে অধমের এ শ্রম সফল ও সার্থক হবে বলে মনে করি।

গ্রন্থটি তৈরি করতে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—যেকোনোভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের সকলকে ইহ-পরকালে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করেন। এবং আমাদের এই মেহনতকে সার্বিকভাবে কবুল করেন...!

দুআর মুহতাজ

মুহাম্মাদ আলী জাওহার

২১.০৭.২০২০ ঈসাব্দ

রামপুরা বনশ্রী-ঢাকা

মুখবন্ধ

بسم الله الرحمن الرحيم, نحمده ونصلي على رسوله الكريم.

জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই বই কখনো আমার চোখের আড়াল হতো না। অধ্যয়নই ছিল সবচে' প্রিয় কাজ। সাধারণত অধ্যয়নের বিষয় ছিল কুরআন-হাদিস সংবলিত কোনো রচনা। তবে মাঝেমধ্যে রুচি পরিবর্তনের জন্য সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাসের কিতাবাদিও পড়া হতো। অধ্যয়নের মাঝে কোনো আকর্ষণীয় বা শিক্ষণীয় ঘটনা কিংবা সূক্ষ্ম ও তথ্যসমৃদ্ধ বিষয় দৃষ্টিগোচর হলে তা নোট করে রাখার খুব ইচ্ছা হতো। অনেক ক্ষেত্রে এ জাতীয় লেখা প্রকাশযোগ্য করে লিখতে না পারলেও অন্তত মূল কিতাবের বরাত দিয়ে লিখে রাখতাম। এভাবে আমার নিকট তা অপ্রকাশিত একটি বিশাল পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত ছিল, যা মাঝে-মধ্যে যথেষ্ট কাজে আসত।

তবে যে সকল ঘটনাবলি ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি রীতিমতো সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশযোগ্য করে সংকলন করার সুযোগ হয়েছিল সেগুলোকে আমি *'তারাশে'* শিরোনামে দীর্ঘদিন যাবৎ আমার *মাসিক আল-বালাগ* পত্রিকায় একটি স্বতন্ত্র কলাম হিসাবে প্রকাশ করে আসছিলাম; কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমার ব্যস্ততা বেড়ে গেলে এর ধারাবাহিকতাও বন্ধ হয়ে যায়।

আল-বালাগের *'তারাশে'* বিভাগটি পাঠকমহলে বেশ সাড়া পড়েছিল বিধায় পাঠকবৃন্দের সুবিধার্থে বিভিন্ন সংখ্যায় ছড়ানো-ছিটানো বিষয়গুলো একত্র করে কিতাবাকারে প্রকাশের ইচ্ছা হলো। এ কথা মাথায় রেখে আমার স্নেহধন্য পুত্র মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আশরাফ উসমানি—সাল্লামাহু—*আল-বালাগের* পুরাতন সংখ্যাগুলো জমা করে একটি মলাটে পেশ করেছে।

বক্ষ্যমাণ বইটি তারই সংকলিতরূপ। এ গ্রন্থে কোনো তারতিব বা সুবিন্যস্ততা খোঁজার প্রয়োজন নেই। কেউ খুঁজে না পেলে চিন্তিতও যেন না হন। কবির ভাষায়—

'জীবনই যার বিষণ্নতায় ভরা,
তার গ্রন্থ কীভাবে হবে সুষমায় ভরা!'

আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থটিকে সকল পাঠকের জন্য কল্যাণকর হিসেবে কবুল করেন। আমিন।

বিনীত

—মুহাম্মাদ তাকি উসমানি

১৪ জুমাদাল উলা ১৪১৪ হি.
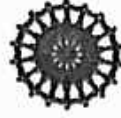
নবীজির[১] রসিকতা

আবু উমামা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

নবীজির মতো সদা হাস্যোজ্জ্বল ও কৌতুকপ্রিয় কেউ ছিল না।[২]

আবু দারদা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

নবিজি সব সময় মুচকি হেসে কথা বলতেন। (তবে, কখনো তিনি অট্টহাসি হাসতেন না।)[৩]

জাবির ইবনু সামুরা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

নবীজি কখনো আত্মহারা হয়ে হাসতেন না; বরং মুচকি হাসিই ছিল তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস।[৪]

মুররা রাজিয়াল্লাহু আনহুর পিতা বলেন—

প্রচণ্ড হাসি পেলে নবীজি মুখে নিজের পবিত্র হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতেন।[৫]

বৃদ্ধারা জান্নাতে যাবে না

হাসান রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

---

[১] সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

[২] তবরানি : ৭৮৩৮

[৩] মুসনাদে আহমাদ : ২১৭৩৫

[৪] তিরমিজি : ৩৬৪৫

[৫] কানযুল উম্মাল : ৪/২৭

একবার এক বৃদ্ধা নবীজির খেদমতে এসে আরজ করল—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার জন্য দুআ করেন, যেন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। উত্তরে নবীজি বললেন—শোনো, জান্নাতে কোনো বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না! এ কথা শুনে বৃদ্ধা নিরাশ হয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে চলে যেতে লাগল। নবীজি তখন সাহাবিদের বললেন, তাকে বলে দাও—সে বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না (যুবতি হয়েই তবে জান্নাতে প্রবেশ করবে)।[৬]

আল্লাহর কী কুদরত

ইমাম রাজি রহ. সূরা ফাতিহার [রাব্বুল আলামিন—'জগৎসমূহের প্রতিপালক]-এর তাফসির প্রসঙ্গে জুন্নুন মিসরি রহ.-এর একটি বিস্ময়কর ঘটনা উল্লেখ করেন :

তিনি একদিন কাপড় ধোয়ার জন্য নীলনদের তীরে গমন করেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন বড় একটি বিচ্ছু তীরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বিচ্ছুটি নদীর কিনারায় পৌঁছামাত্র পানি থেকে একটি কচ্ছপ ভেসে উঠল। বিচ্ছু কচ্ছপটিকে দেখেই অতি দ্রুতবেগে গিয়ে তার পিঠে চড়ে বসল। অমনি কচ্ছপটি তাকে নিয়ে অপর প্রান্তে ছুটতে লাগল।

জুন্নুন মিসরি রহ. বলেন—তাদের কাণ্ড দেখার জন্য আমি পানিতে নেমে পড়লাম। কচ্ছপটি ওপারে পৌঁছামাত্র বিচ্ছু তার পিঠ থেকে নেমে পড়ল। আমিও নদী থেকে উঠে তার পিছু নিলাম।

একপর্যায়ে দেখতে পেলাম—অল্প বয়সী এক যুবক ঘন বৃক্ষ-ছায়ায় গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম—বিচ্ছুটি হয়তো নদীর ওপার থেকে যুবকছেলেটিকে দংশন করতে এসেছে। একথা ভাবতেই পথিমধ্যে দেখতে পেলাম—একটি বিষাক্ত সাপ ফণা তুলে যুবকের কাছে এগিয়ে আসছে। সাপটি যুবকের কাছে পৌঁছার আগেই বিচ্ছুটি বিদ্যুৎগতিতে তার মাথার ওপর চড়াও হয়ে দংশন করল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই সাপটি মারা গেল। এদিকে বিচ্ছু তার পূর্বের পথ ধরে নদীর তীরে ছুটল। সেখানে কচ্ছপটি ছিল তার প্রতীক্ষায়। অতঃপর তার পিঠে সওয়ার হয়ে

---

[৬] শামায়েলে তিরমিজি : পৃ.২০

পুনরায় সে তার গন্তব্যে চলে গেল। জুন্নুন মিসরি রহ. বলেন—এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আমি কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলাম—

يارإقدا والجليل يحفظه * من كل سوء يكون فى الظلم

كيف تنام العين عن ملك * تأتيه منك فوائد النعم.

হে সুখ নিদ্রায় বিভোর ব্যক্তি, মহান স্রষ্টা তোমায় নিকষ আঁধারের যাবতীয় বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেছেন। কীভাবে তোমার চোখ সুখ নিদ্রায় বুঁদ হয়ে আছে সে প্রভুকে ভুলে, যাঁর অফুরন্ত নিয়ামতের ফল্গুধারা সদা প্রবাহিত হচ্ছে তোমার ওপর।

আমার কবিতা পাঠ শুনে যুবকের ঘুম ভেঙে গেল। আমি তাকে চাক্ষুষ ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ শুনালাম। ঘটনাটি তার হৃদয়জগতকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলল। ফলে সে বিগত জীবনের অভিশপ্ত গুনাহর পথ ছেড়ে দিয়ে বাকি দিনগুলো আল্লাহর পথেই কাটিয়ে দিল। [৭]

এক অদ্ভুত তালাক

কাজি আবু বকর ইবনু আরাবি রহ. বর্ণনা করেন—খলিফা মনসুরের শাসনামলে বাগদাদের মুসা ইবনু ঈসা হাশেমি নামে জনৈক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে আবেগ তাড়িত হয়ে বলে ফেলল—

> তুমি চাঁদের চেয়ে অধিক সুন্দরী না হলে তোমাকে তিন তালাক।

এতে তালাক পতিত হয়ে গেছে ভেবে স্ত্রী ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং স্বামীর সঙ্গে পর্দা শুরু করল। স্বামী নিজের অলক্ষ্যে এবং ভালোবাসার আতিশয্যে উক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করেছিল; কিন্তু পরক্ষণে সেও চিন্তায় পড়ে গেল। উভয়ের সারারাত কাটল উদ্বিগ্নতা ও অস্থিরতায়। সকালবেলায় স্বামী খলিফার দরবারে গিয়ে ঘটনার বিবরণ দিল। ঘটনা শুনে খলিফা মনসুর বাগদাদের বড় বড় আলেম ও বিজ্ঞ ফকিহদের একটি জরুরি-সভা তলব করলেন। সভায় উক্ত মাসআলাটি উত্থাপন করলে প্রায় সকলেই তার স্ত্রী যেহেতু বাস্তবিক পক্ষেই চাঁদের চেয়ে সুন্দর নয়, তাই তালাক পতিত হয়ে

---

[৭] ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি, তাফসিরে কাবির : ১/২৩৭

গেছে—এ অভিমত ব্যক্ত করলেন; কিন্তু উপস্থিত ফকিহদের একজন উঠে বললেন, 'আমার মতে তালাক পতিত হয় নি।' এর কারণ হিসাবে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেন—

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم.

আমি তো মানুষকে সবচে' সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করেছি।[৮]

এ উত্তরটি খলিফার দারুণ পছন্দ হলো। তিনি মুসা ইবনু ঈসাকে এ বলে সংবাদ পাঠালেন যে, তালাক পতিত হয় নি।[৯]

স্মৃতিশক্তি ও স্মৃতিবিভ্রম

আল্লামা ইবনু আবিদিন শামি রহ. হিশাম কালবি রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, হিশাম বলেছেন, আমি একবার স্মরণশক্তির প্রখরতার এমন নজির স্থাপন করেছি, সম্ভবত কেউ তা পারে নি। আবার স্মৃতিবিভ্রমের এমন নজিরও আমার জীবনে রয়েছে—যা অন্য কারও নেই। আমার মেধার প্রখরতা এত অধিক ছিল যে, মাত্র তিন দিনে পুরো কুরআন শরিফ মুখস্থ করেছিলাম! আবার স্মৃতিবিভ্রমের অদ্ভুত ঘটনারও শিকার হয়েছি। একদিন আমি দাড়ির অতিরিক্ত অংশ ছাঁটার জন্য বসেছিলাম। এজন্য মুষ্ঠি বেঁধে নিচের অংশটুকু কাটার জন্য ইচ্ছা করলাম; কিন্তু নিজের অলক্ষ্যে মুষ্ঠির উপরিভাগের দাড়ি কেটে ফেললাম। এতে সম্পূর্ণ দাড়ির গোছা আমার হাতের মুঠোয় চলে এসেছিল![১০]

আমরা উভয়ে জান্নাতি

ইমরান ইবনু হাত্তান নামে খারিজি সম্প্রদায়ের খ্যাতিমান একজন কবি ছিল। তার মেধা ও স্মৃতিশক্তির প্রখরতাকে ঘিরে নানা কৌতূহলী ঘটনা আজও কিংবদন্তি হয়ে আছে। এ কবি সম্বন্ধে আল্লামা জমখশরি রহ. বর্ণনা করেছেন—ইমরান ছিল ভয়ঙ্কর কুৎসিত ও বীভৎস প্রকৃতির। অপরদিকে তাঁর স্ত্রী ছিল অনিন্দ্যসুন্দরী। একদিন তার স্ত্রী দীর্ঘক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। এরপর হঠাৎ বলে উঠল—'আলহামদু লিল্লাহ'! ইমরান জিজ্ঞাসা

---

[৮] সূরা ত্বীন : ৩
[৯] আল্লামা দামিরি, হায়াতুল হায়াওয়ান : ১/৩২
[১০] রদ্দুল মুহতার

করল, কী ব্যাপার, তুমি আলহামদু লিল্লাহ বললে কেন? স্ত্রী উত্তরে বলল—আমরা উভয়ে জান্নাতি। তাই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বললাম আলহামদু লিল্লাহ।

ইমরান জিজ্ঞাসা করল—তা কী করে বুঝলে? স্ত্রী বলল, আপনি আমার মতো পরমাসুন্দরী স্ত্রী পেয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। আর আমি আপনার মতো স্বামী পেয়ে ধৈর্যধারণ করেছি। আল্লাহ তাআলা সবর ও শোকরের বিনিময়স্বরূপ জান্নাত দান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন।[১১]

যেমন আশা তেমন ফল

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু কে কেউ জিজ্ঞাসা করেন, উসমান রাজিয়ালই স্বীয় আংটিতে নিম্নের বাক্যটি অঙ্কন করেছিলেন—

اللَّهُمَّ احيني سعيدا وامتني شهيدا.

> হে আল্লাহ, আপনি আমাকে সৌভাগ্যবান জীবন এবং শাহাদাতের মৃত্যু দান করেন!

তারপর ইবনু আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম! তিনি সফলতার জীবন লাভ করেছেন এবং শাহাদাতের মৃত্যুও পেয়েছেন। [১২]

একটি কাকতালীয় ঘটনা

বর্তমান যুগে কল্পনা ও ভাবনার জোরে ব্যাপকহারে প্রাচীন যুগের লোকদের ছবি নির্মাণ হচ্ছে। বেশ কিছুদিন আগে *রিডার্স ডাইজেস্ট*[১৩]-এ এতদসংক্রান্ত একটি মনোমুগ্ধকর ঘটনা আমার নজরে পড়েছিল। রুচির খোরাক হিসেবে ঘটনাটি তুলে ধরছি :

'বুনি চেম্বারলিন জনৈক বৃদ্ধ পাদ্রির বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, কয়েক শতাব্দী পূর্বে সিসিলিয়ানের একটি গির্জার দেওয়ালে ছবি অঙ্কনের জন্য একজন চিত্রশিল্পীকে ডাকা হয়েছিল। উদ্যেশ্য ছিল—ছবি অঙ্কনের মাধ্যমে ঈসা আ.-এর পুরো জীবনের চিত্র তুলে ধরা। উক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য শিল্পী

---

[১১] তাফসিরে কাশশাফ : ১/৫৭২

[১২] মুস্তাদরাকে হাকেম : ৩/১০৬

[১৩] বিশ্বের অন্যতম বহুল পঠিত অসাধারণ একটি ম্যাগাজিন।

আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি প্রায় সব ছবির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তবে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র অঙ্কনের কাজ বাকি ছিল। তার একটি হলো—ঈসা আ.-এর বাল্যকালের চিত্র। অপরটি ছিল ইয়াহুদা এস্কারিয়ুটি নামক ঈসা আ.-এর সহচরের ছবি।[১৪] উক্ত ছবি দুটির উপযুক্ত কোনো আকৃতি চিত্রশিল্পীর মাথায় আসছিল না। তাই সে এর খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একদিন সে নগরীর একটি পথ অতিক্রম করছিল। হঠাৎ তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে গলিতে খেলাধুলায় মত্ত শিশুদের মধ্যে বারো বছরের বয়সী এক কিশোরের প্রতি। শিল্পী এই নিষ্পাপ চেহারাকেই ঈসা আ.-এর কিশোর বয়সের ছবির জন্য বেশ উপযোগী বলে মনে করে তাকে সাথে যেতে উদ্বুদ্ধ করল। ছেলেটি রাজি হলে চিত্রকার তার ছবি আঁকতে শুরু করে। কিছুদিনের মধ্যে এ কাজটি সম্পাদন হয়ে গেল।

তবে ইয়াহুদা এস্কারিয়ুটির ছবির কাজ তখনো বাকি ছিল; কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ সে এর উপযুক্ত কোনো চেহারা পাচ্ছিল না। ইয়াহুদা যেহেতু দুশ্চরিত্রের ছিল, তাই অনেকেই নিজেকে অনুরূপ ভেবে ছবি আঁকার জন্য নিজেকে পেশ করল; কিন্তু কোনোটিই শিল্পীর মনঃপূত হয় নি। সে মূলত এমন একটি আকৃতি খোঁজ করছিল, যা দেখেই অনুমান করা যায় যে,এটা কোনো লোভী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তির আকৃতি; কিন্তু কয়েক বছরেও এর উপযুক্ত কোনো আকৃতির সন্ধান মিলল না। একদিন সে অপরাহ্নে একটি পানশালায় বসেছিল। হঠাৎ দরজার সামনে এক ক্ষীণকায়, ছিপছিপে, দুর্বল, বীভৎস আকৃতি ও দুরবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তি তার দৃষ্টিতে পড়ল। সে হেলে-দুলে পানশালায় প্রবেশ করেই 'মদ-মদ' বলে হাঁক ছাড়ল। লোকটিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতার প্রতিচ্ছবি তার চেহারায় ভাসছে। শিল্পী তাকে দেখে খুশিতে আটখানা হয়ে গেল। এবং মদের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে চলল। ঘরে এসে তার ছবি আঁকতে শুরু করল। আর সে একদম নীরবে-নিঃশব্দে বসেছিল। ছবি আঁকার কাজ প্রায় শেষ। একদিন দেখতে পেল যে, লোকটি নিজেই নিজের অঙ্কিত চেহারা দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। শিল্পী তাকে জিজ্ঞাসা করল—কী ব্যাপার! ঘাবড়াচ্ছ কেন? লোকটি কিছুক্ষণ নিজ মাথায় হাত রেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে

---

[১৪] যার ব্যাপারে ইঞ্জিল শরিফে উল্লেখ আছে—সে ঈসা আ.-কে মাত্র ত্রিশ টাকার লোভে গ্রেফতার করিয়েছিল।

বলল—আপনি আমাকে একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেন—আমাকে চেনা যায় কি-না! কয়েক বছর পূর্বে আপনি আমাকেই ঈসা আ.-এর কিশোর বয়সের ছবি চিত্রাঙ্কনের জন্য এনেছিলেন!'[১৫]

জীবন রক্ষা পেল যেভাবে

আবদুল্লাহ ইবনু তাহের নামক এক সভাসদ ছিল খলিফা মামুনুর রশিদের। খলিফা কোনো কারণে একবার তার ওপর ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। এবং গোপনসভায় তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। ঘটনাক্রমে উক্ত সভায় আবদুল্লাহ ইবনু তাহেরের এক হিতৈষী বন্ধু ছিল। সে আবদুল্লাহর নিকট একটি চিরকুট লিখে পাঠালো। যাতে লেখা ছিল—

بسم الله الرحمن الرحيم، ياموسى!

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, হে মুসা!

এ চিরকুট আবদুল্লাহ ইবনু তাহেরের হস্তগত হলে তিনি খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। দীর্ঘক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করেও এর কোনো রহস্য উদঘাটন করতে পারেন নি। বহুক্ষণ পর তার বাঁদি মালিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বলে উঠল—

: এর মর্ম আমি জানি।

: কী এর মর্ম?

: লেখক উক্ত চিরকুট দ্বারা কুরআনে কারিমের নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন—

ياموسَى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من النصحين.

> হে মুসা, পর্ষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতএব,এখান থেকে বের হয়ে যাও। আমি তোমার একজন হিতাকাঙক্ষী।[১৬]

---

[১৫] রিডার্স ডাইজেস্ট : মে- ১৯৬৩

[১৬] সূরা কাসাস : ২০

আবদুল্লাহ তখন খলিফার দরবারে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। পরক্ষণে চিরকুটটির রহস্য জানতে পেরে ইচ্ছা পরিবর্তন করলেন। আর এভাবেই তাঁর জীবন রক্ষা পেল।[১৭]

নামের প্রভাব

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর দৌহিত্র ইসমাইল ইবনু হাম্মাদ রহ. বলেন—আমাদের এলাকায় এক নিম্নবিত্ত কট্টরপন্থী শিয়া ছিল। সে একবার [দুই খলিফার অবমাননায়] তার দুটি খচ্চরের নাম রাখল আবু বকর ও উমার। আল্লাহর কী ইশারা, কিছুদিন-না-যেতেই একটি খচ্চর তাকে পা দিয়ে দুটি আঘাত করল। আর অমনি সেই আঘাতেই সে প্রাণ হারাল।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এ ঘটনাটি শুনে উপস্থিত লোকদের বললেন—তোমরা অনুসন্ধান করে দেখো, যে খচ্চরটির নাম সে উমার রেখেছিল সেটিই তাকে পদাঘাত করে হত্যা করেছে। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল—বাস্তবে তা-ই ঘটেছে।[১৮]

আম্মাজান আয়িশা রা.-এর উট

আল্লামা দামিরি রহ. বলেন—

জঙ্গে জামালে[১৯] আয়িশা সিদ্দিকা রাজিয়াল্লাহু আনহা যে উটের ওপর আরোহণ করেছিলেন, তার নাম ছিল 'আসকার'। ইয়ালা ইবনু উমাইয়া এটিকে আয়িশা রাজিয়াল্লাহু আনহার জন্য চারশ' দিরহাম, মতান্তরে দুইশ' দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন।[২০]

মিথ্যা নবী

খলিফা হারুনুর রশিদের যুগে এক ব্যক্তি দাবি করে বসল—আমি নুহ নবি। খলিফা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সেই নুহ, যাকে নবী করে পাঠানো

---

[১৭] হায়াতুল হায়াওয়ান : ১/১২৬

[১৮] হায়াতুল হায়াওয়ান : ১/১৩০

[১৯] ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইরাকের বসরায় সংঘটিত হওয়া ইসলামের ইতিহাসের প্রথমযুদ্ধ।—অনুবাদক

[২০] হায়াতুল হায়াওয়ান : ১/১৮০

হয়েছে, নাকি অন্য কোনো নুহ? লোকটি উত্তরে বলল, হ্যাঁ, আমি সেই নুহ-ই। ইতোপূর্বে আমি সাড়ে নয়শ' বছর দুনিয়াতে ছিলাম। এখন আমাকে আরও পঞ্চাশ বছর থেকে হাজার বছর পূর্ণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। খলিফা তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য যখন তাকে শূলে চড়ানো হলো, তখন এক রসিক পথচারী তাকে লক্ষ্য করে বলল—

> ওহে নুহ সাহেব, বিপদকালে তুমি স্বীয় নৌকার মাস্তুল ছাড়া আর কিছুই পেলে না বুঝি![২১]

চন্দ্রমাস সম্পর্কিত দুর্লভ তথ্য

আল্লামা মাগরিবি রহ. লিখেছেন—আরবি ক্যালেন্ডারে এক নাগাড়ে চার মাস ত্রিশা হতে পারে; এর বেশি নয়। আর ঊনত্রিশা চাঁদ একাধারে তিন মাস হতে পারে; এর বেশি নয়। [২২]

জাফর সাদেক রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন—যেকোনো রমজানের পঞ্চম তারিখ অবশ্যই পরবর্তী রমজানের প্রথম তারিখ হবে।

আল্লামা মাগরিবি রহ. বলেন—আমি পঞ্চাশ বছর ধরে এটাই লক্ষ্য করেছি। কখনো এর ব্যত্যয় ঘটেনি। [২৩] তবে এখানে স্মর্তব্য—এসকল হিসাব-নিকাশ নিছক তথ্যই। এর বেশি কিছু নয়। মূলত শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান নির্ভর করে একমাত্র চাঁদ দেখার ওপরই।

জ্বরের প্রতিদান

আল্লামা ইবনুল জাওজি রহ. বর্ণনা করেন—একবার উবাই ইবনু কাব রাজিয়াল্লাহু আনহু নবীজিকে জ্বরের প্রতিদান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বলেন—

> 'যতক্ষণ জ্বরের দরুন শরীর কাঁপতে থাকে কিংবা শিরা-উপশিরায় রক্ত দ্রুতবেগে প্রবাহমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত জ্বরের বিনিময়ে আমলনামায় নেকি লেখা হয়।'

একথা শুনে উবাই ইবনু কাব রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

---

[২১] আল-ইয়াওয়াকিতুল আসরিয়্যাহ : পৃ.১২০

[২২] প্রাগুক্ত : পৃ.১৪৯

[২৩] প্রাগুক্ত : পৃ.৩৪২

> হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট এমন জ্বর কামনা করি, যা আমার জিহাদে অংশগ্রহণ, আপনার ঘর কাবাশরিফ জিয়ারত কিংবা মসজিদে নববিতে উপস্থিত হওয়ায় প্রতিবন্ধক না হয়।

পরবর্তী সময়ে উবাই উবনে কাব রাজিয়াল্লাহু আনহু সর্বক্ষণ জ্বরাক্রান্ত থাকতেন। কেউ তাকে স্পর্শ করলেই তাঁর শরীরের উষ্ণতা অনুভব করত।[২৪]

সর্বশেষ সাহাবি

আল্লামা শাওকানি রহ. লেখেন—সকল উলামায়ে কেরাম এ-বিষয়ে একমত যে, সাহাবিদের মধ্যে সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাবি হলেন আবু তোফায়েল আমির ইবনু ওয়াসিলা আল-জুহানি রাজিয়াল্লাহু আনহু। তিনি ১০২ হিজরিতে মক্কা মুকাররমায় ইন্তেকাল করেন।[২৫]

অব্যর্থ দুআ

সুফিয়ান সাওরি রহ.ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও বিশিষ্ট ফকিহ। মোল্লা আলি কারি হানাফি রহ. *শামায়েলে তিরমিজির* ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করেন—

একবার তৎকালীন খলিফা আবু জাফর মনসুর মক্কা গমনের ইচ্ছা করল। কোনো কারণে সে সুফিয়ান সাওরির প্রতি বেশ ক্ষুব্ধ ছিল। তাই মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই সে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য শূলের ব্যবস্থাগ্রহণের নির্দেশ দিল। নির্দেশ মোতাবেক শূলের ব্যবস্থা করা হলো। এ সংবাদ সুফিয়ান সাওরি রহ.-এর নিকট এমন সময় পৌঁছল, যখন তিনি ফুজাইল ইবনু আয়াজ রহ.-এর কোলে মাথা ও সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা রহ.-এর কোলে পা রেখে শুয়েছিলেন। খলিফার মক্কাগমনের পূর্বে আত্মগোপন করার জন্য সুফিয়ান সাওরি রহ.-কে তাঁর ভক্তবৃন্দ পরামর্শ দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি [তা প্রত্যাখ্যান করে] সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত-মনে উঠে দাঁড়ালেন। এবং মসজিদে হারামে গিয়ে কাবা-শরিফের গিলাফ ধরে বলতে লাগলেন—

> হে আল্লাহ, যদি আবু জাফর মনসুর মক্কায় গমন করে, তাহলে আমি শেষ হয়ে যাবো।

---

[২৪] সিফাতুস সফওয়া : ১/১৯০

[২৫] আল-ফাওয়াইদুল মাজমুআহ : পৃ.৪২১-৪২৩

তাঁর এ বাক্যটি শেষ না হতেই আবু জাফর মনসুরের মৃত্যুর সংবাদ এসে পৌঁছল—সে মক্কার পথেই মৃত্যুবরণ করেছে![২৬]

হাদিসের মর্যাদা

ঈসা ইবনু ইউনুস রহ. ছিলেন বেশ উঁচুমাপের মুহাদ্দিস। বিশুদ্ধতম ছয় কিতাবে তার সূত্রে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম আওজায়ি রহ.-এর মতো ব্যক্তিবর্গের শিষ্যত্বে ধন্য হন তিনি। এমনকি ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ এর মতো জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিসেরও উস্তাদ ছিলেন তিনি। তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—তার পিতা ইউনুস রহ.-ও ছিলেন ঘটনাক্রমে তারই ছাত্র। মোল্লা আলি কারি রহ. তার সম্পর্কে একটি দুর্লভ ঘটনা বর্ণনা করেন—

বাদশা হারুনুর রশিদ একবার হজ পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা গমন করলেন। অতঃপর সেখানকার শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসগণের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা করলেন। তখন ইসলামি খেলাফতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন ফিকাহশাস্ত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র ইমাম আবু ইউসুফ রহ.। বাদশা তাকেই নির্দেশ দিলেন তার সাথে মক্কার বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের মুলাকাতের আয়োজন করতে। নির্দেশ মোতাবেক ইমাম আবু ইউসুফ রহ. মুহাদ্দিসদেরকে খলিফার পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ জানালেন। নিমন্ত্রণ পেয়ে সকলেই যথাসময়ে দরবারে উপস্থিত হলেন। তবে আবদুল্লাহ ইবনু ইদরিস ও ঈসা ইবনু ইউনুস রহ. উপস্থিত হলেন না। [উল্লেখ্য, বাদশা উলামায়ে কেরামের কদর বুঝতেন।] তাই ব্যাপারটি জানতে পেরে তিনি নিজের স্নেহাস্পদ দুই পুত্র—আমিন ও মামুনকে ঈসা ইবনু ইউনুসের নিকট হাদিস পাঠের জন্য পাঠালেন। বাদশার দুই পুত্র যথাসময়ে ঈসা ইবনু ইউনুসের দরবারে উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে হাদিসের দরস দান করে বিদায় দিলেন। বাদশা হারুনুর রশিদ এতে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। খুশি হয়ে তিনি ঈসা ইবনু ইউনুসের জন্য দশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা উপঢৌকন পাঠালেন; কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। বাদশা মনে মনে ভাবলেন, ঈসা ইবনু ইউনুস একজন প্রথিতযশা মুহাদ্দিস। হয়তো এ উপঢৌকন তাঁর শান অনুযায়ী হয় নি। এই ভেবে তিনি পুনরায় পূর্বের দিগুণ অর্থাৎ বিশ হাজার দিরহাম পাঠালেন।

---

[২৬] জামউল ওয়াসায়েল : পৃ.১৯-২০

এবার যখন উক্ত দিরহামগুলো ঈসা ইবনু ইউনুসের কাছে পৌঁছল তখন তিনি বলিষ্ঠকণ্ঠে জানিয়ে দিলেন—

> হাদিসের বিনিময়ে যদি কেউ আমাকে এই মসজিদের ছাদ সমপরিমাণ স্বর্ণও দেয়, তবুও আমি তা গ্রহণ করবো না।

বাদশা তাঁর এহেন ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধ দেখে তা গ্রহণে পীড়াপীড়ি করলেন না। উল্লেখ্য, ঈসা ইবনু ইউনুসের একটি চিরাচরিত অভ্যাস ছিল—তিনি এক বছর হজ করতেন, পরের বছর জিহাদ করতেন। এভাবে তিনি জীবনে পঁয়তাল্লিশবার হজ করেন এবং পঁয়তাল্লিশবার জিহাদে অংশগ্রহণ করেন![২৭]

সুনিপুণ যুদ্ধকৌশল

ব্ল্যাক আউট[২৮] বর্তমানকার যুদ্ধের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাসুলুল্লাহ সা.-এর যুগেও এর নজির পাওয়া যায়। অষ্টম হিজরির জুমাদাল উখরাতে একটি বাহিনীকে মদিনা হতে দশ মনজিল দূরে অবস্থিত 'লাখম ও জুজাম' গোত্রের মোকাবেলার জন্য পাঠানো হয়। সেনাপতি ছিলেন আমর ইবনুল আস রাজিয়াল্লাহু আনহু। সে যুদ্ধে শত্রুপক্ষ পুরো মুসলিমবাহিনীকে খুব শক্তভাবে শিকলে বেঁধে ফেলে। এজন্য এ যুদ্ধকে 'গাজওয়ায়ে জাতুস সালাসিল বা শিকলের যুদ্ধ' বলে নামকরণ করা হয়। [স্মর্তব্য, গাজওয়ায়ে জাতুস সালাসিল নামে যে যুদ্ধটি আমাদের মাঝে প্রসিদ্ধ আছে, সেটি এই যুদ্ধের পরে সাহাবিদের যুগে সংঘটিত হয়েছিল।] আলোচ্য যুদ্ধে দলপতি আমর ইবনুল আস রাজিয়াল্লাহু আনহু সৈন্যবাহিনীকে তিনদিন যাবৎ রাত্রিবেলায় কোনো প্রকার আলো জ্বালাতে নিষেধ করেছিলেন। তিনদিন পর শত্রুপক্ষ যুদ্ধস্থল ছেড়ে পালাতে লাগল। সাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু আনহু তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে চাইলে আমর ইবনুল আস রাজিয়াল্লাহু আনহু বারণ করেন। আলো জ্বালানো ও পশ্চাদ্ধাবন—উভয়টি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ সাহাবায়ে কেরামের মনঃপূত হয় নি। তারা সকলেই এতে মনঃক্ষুণ্ন

---

[২৭] জামউল ওয়াসায়েল : পৃ.২৪-২৫

[২৮] কোনো ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্যে, অন্যায়ের যথাযথ প্রতিবাদ জানাতে নির্ধারিত সময়ের জন্য বিশেষ কোনো এলাকার সব আলো নিভিয়ে দিয়ে যে নীরব প্রতিবাদ করা হয়ে থাকে, তাকে 'ব্ল্যাক আউট' বলে।—উইকিপিডিয়া সূত্রে অনুবাদক

হন; কিন্তু আমিরের আনুগত্যের আবশ্যকতার কথা ভেবে সকলেই অকুণ্ঠচিত্তে তা মেনে নিয়েছিলেন। অবশ্য মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর নবীজির নিকট অভিযোগ জানালে তিনি আমর ইবনুল আস রাজিয়াল্লাহু আনহু কে ডেকে কারণ দর্শাতে বললেন। আমর ইবনুল আম রাজিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার সৈন্যসংখ্যা শত্রুপক্ষের তুলনায় ছিল অনেক কম। এ কারণেই আমি রাতে আলো জ্বালাতে নিষেধ করেছি, যাতে শত্রুবাহিনী আমাদের দুর্বলতার কথা টের পেয়ে বাঘের ন্যায় হুঙ্কার না ছাড়ে। আর পশ্চাদ্ধাবন নিষেধ করেছি, যাতে আমাদের সংখ্যার স্বল্পতার বিষয়টি তাদের সামনে প্রকাশ না পায়। কারণ, হতে পারে তারা ফিরে এসে আমাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করবে। নবীজি তার এই সুনিপুণ যুদ্ধ-কৌশলকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। এবং মহান আল্লাহর নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন।[২৯]

কুরআনে নবীজির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আলোচনা

আল্লামা আবদুর রউফ মুনাবি রহ. লেখেন—নবীজির অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের একটি হলো, কুরআনে কারিমে তাঁর প্রতিটি অঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। নবীজির চেহারা মোবারকের আলোচনা করা হয়েছে—

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ[30]

চোখের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে—

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ [31]

পবিত্র জবান সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে—

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ[৩২]

হাত ও ঘাড়ের কথা রয়েছে এই আয়াতে—

---

[২৯] জামউল ফাওয়ায়েদ : ২/২৭
[৩০] সূরা বাকারা : ১৪৪
[৩১] সূরা ত্ব-হা : ১৩১
[৩২] সূরা মারইয়াম : ৯৭

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ[৩৩]

অনুরূপভাবে বুক ও পিঠ মোবারকের আলোচনা রয়েছে সূরা আলাম নাশরাহের এই আয়াতে—

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (১) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (২) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ [৩৪]

আর পবিত্র হৃদয়ের কথা রয়েছে এই আয়াতে—

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (১৯৩) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (১৯৪)[৩৫ ও ৩৬]

কুরআন খতমের পর দুআ

কুরআন খতমের পর দুআ করার রীতি পূর্ববর্তী মহা মনীষীগণ থেকেই চলে আসছে। সাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু আনহু র আমল থেকেই মূলত এর সূচনা হয়। আল্লামা কুরতুবি রহ. আবু বকর আম্বারি রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন—

عن قتادة أن أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا.

কাতাদাহ সূত্রে বর্ণিত, আনাস ইবনু মালেক রাজিয়াল্লাহু আনহু কুরআন খতমের পর পরিবারের সকলকে নিয়ে দুআ করতেন।[৩৭]

মুজাহিদ ও আবদা ইবনু আবি লুবাবা রহ. হতেও অনুরূপ আমল পাওয়া যায়। পাশাপাশি তারা এও বলতেন—

فإن الرحمة تنزل عند ختم القرآن.

কুরআন খতমের সময় রহমত অবতীর্ণ হয়।[৩৮]

---

[৩৩] সূরা বনি ইসরাঈল : ২৯
[৩৪] সূরা আলাম নাশরাহ : ১-৩
[৩৫] সূরা শুআরা : ১৯৩-১৯৪
[৩৬] জামউল ওয়াসায়েলের পার্শ্বটীকা : পৃ.৪৫
[৩৭] তাফসিরে কুরতুবি : ১/২৬
[৩৮] প্রাগুক্ত

লোভী আশআব

আশআব নামক এক ব্যক্তি লোভী হিসেবে বেশ খ্যাত ছিল। একপর্যায়ে তার উপাধিই হয়ে যায় 'লোভী'। উক্ত বিশেষণের দরুন সে প্রবাদ পুরুষে পরিণত হয়। কারও লোভের কথা বলতে গিয়ে বলা হতো—'এ তো দেখি যুগের আশআব, অথবা, এ তো দেখি আশআবকে হার মানিয়েছে।' এখনো আরবে এ প্রবাদ চালু আছে। তারিখে বাগদাদগ্রন্থ অধ্যয়ন করতে গিয়ে তার কয়েকটি ঘটনা নজরে পড়ল :

১. আসমায়ি রহ. বলেন—

একবার কিছু চঞ্চল কিশোর আশআবকে ক্ষিপ্ত ও তিক্ত করার জন্য তার পেছনে লাগল। নানাভাবে তারা তাকে উত্ত্যক্ত করে তুলল। অগত্যা আশআব তাদের থেকে মুক্তি পেতে মিছামিছি বলল—আরে, তোমরা কি জানো, সালেম ইবনু আবদিল্লাহ খেজুর বিতরণ করছে! কিশোররা এ কথা শোনামাত্রই সালেমের বাড়ির দিকে ছুটল। কিছুক্ষণ পর আশআব কিশোরদের দৌড়াদৌড়ি দেখে ভাবল, বাস্তবেই তো সালেম খেজুর বিতরণ করতে পারে। অতঃপর সেও তাদের সঙ্গে দৌড়াতে শুরু করল।

২. জাহহাক বলেন—

লোভী আশআব কিছু লোককে দেখল, তারা বিক্রির জন্য খাবারের পাত্র তৈরি করছে। সে তাদের উদ্দেশ্য করে বলল, ভাই, একটু বড় বড় করে তৈরি করেন! তারা জিজ্ঞেস করল, কেন? উত্তরে আশআব বলল—হতে পারে কেউ কোনোদিন এখান থেকে পাত্র কিনে নেবে আর সে পাত্রে আমাকে কিছু দান করবে।

৩. আশআব নিজেই তার অভ্যাসের বিবরণ দিতে গিয়ে বলল—

আমি কোনো জায়গায় শরিক হলে কাউকে কানাঘুষা করতে দেখলে ভাবতাম—মৃতব্যক্তি বোধহয় আমার জন্য কোনো কিছুর অসিয়ত করে গেছে। আর তা নিয়েই হয়তো আলাপ-আলোচনা চলছে।[৩৯]

---

[৩৯] তারিখে বাগদাদ : ৭১/৪২-৪৩

পিতা সন্তানকে কীভাবে নির্দেশ দেবেন

আল্লামা তাহের ইবনু আবদির রশিদ বুখারি রহ. উল্লেখ করেন, প্রত্যেক পিতার জন্য উচিত, নিজ সন্তানদের কোনো ব্যাপারে সরাসরি হুকুম না করে এভাবে বলা—'শোনো বাবা, তুমি অমুক কাজটি করলে খুব ভালো হতো।' কারণ, পিতা যদি পুত্রকে স্পষ্ট ভাষায় কোনো কাজের নির্দেশ দেন, আর পুত্র উক্ত নির্দেশ কোনো কারণে মানতে না পারে, তবে সে পিতার অবাধ্য হওয়ায় কবিরা গুনাহে লিপ্ত হবে। আর প্রথমোক্ত পন্থা অবলম্বন করলে এর আশঙ্কা থাকে না।[৪০]

উটের পথচলায় সংগীতের প্রভাব

উটের গতি বৃদ্ধির জন্য যে সুরেলা গীত গাওয়া হয়, তাকে আরবিতে 'হুদি' বলা হয়। এ প্রথার সূচনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মোল্লা আলি কারি রহ. লেখেন—এক বেদুঈন কোনো কারণে তার গোলামকে প্রহার করল। এবং তার আঙুল কামড়ে থেতলে দিল। কিছুদিন পর তারা উভয়ে সফরে রওনা হলো। পথে গোলাম হাতের ব্যথায় 'উহু-উহু' বলে চিৎকার করছিল। গোলামের এ আওয়াজের তালে তালে অমনি উট তীব্র গতিতে দৌড়াতে লাগল। এ থেকেই সকলে বুঝতে পারে যে, উট সুরের মূর্ছনায় মত্ত হয়ে অতি দ্রুতবেগে দৌড়ায়। একপর্যায়ে এসে এটি একটি স্বতন্ত্র বিদ্যায় রূপ নেয়। উট চালনার গীতে রয়েছে অসাধারণ প্রভাব। এ প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ বেশ কয়েকটি ঘটনা রয়েছে :

কথিত আছে—জনৈক ব্যক্তি এক বুদ্দুর মেহমান হলো। লোকটি বুদ্দুর বাড়িতে এক কালচে গোলামকে দেখল। সেএকটি উটের সামনে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় বসে আছে। গোলাম তাকে বলল, আপনি দয়া করে আমার মনিবের কাছে সুপারিশ করেন, যেন তিনি আমাকে ছেড়ে দেন। কারণ, তিনি মেহমান ব্যতীত অন্য কারও সুপারিশ গ্রহণ করেন না। মেহমান মেজবানের নিকট সুপারিশ করলে সে বলল, আপনার সুপারিশে আমি তাকে ছেড়ে দিচ্ছি। অন্যথায় সে জঘন্যতম অপরাধ করেছে। মূল ঘটনা হলো—আমার দশটি উট ছিল। এ গোলাম সেগুলোকে কোনো জায়গা থেকে

---

[৪০] খুলাসাতুল ফাতাওয়া : ৪/৩৪০

নিয়ে আসছিল। পথিমধ্যে হঠাৎ সে গীত গাইতে আরম্ভ করল। আর অমনি সবকটি উট সুরের তালে মাতাল হয়ে এলোপাতাড়ি ছোটাছুটি করতে লাগল। এবং কয়েকদিনের পথ মাত্র একদিনে অতিক্রম করে বাড়িতে ফিরল। বাড়িতে পৌছার পর দেখা গেল, মাত্র একটি উট কোনো রকম প্রাণে বেঁচে আছে; বাকি সবগুলোই মারা গেছে! মেহমান উক্ত ঘটনা শুনে বেশ আশ্চর্যান্বিত হয়ে সেই গীতটি শুনাতে বলল। সে গীত শুরু না করতেই ওই উটটি একদম টানটান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অতঃপর কিছুক্ষণের মধ্যেই মরুভূমির দিকে ছুটতে লাগল। এদিকে মেজবান বেচারাও উন্মাদের মতো এদিক-সেদিক দৌড়াতে শুরু করল![৪১]

মৃত্যুর সময়ও কুরআন তিলাওয়াত

আবু মুহাম্মদ হারিরি বলেন, জুনায়েদ বাগদাদি রহ.-এর মৃত্যুর সময় আমি তার নিকটে ছিলাম। দিনটি ছিল শুক্রবার। তিনি [মুমূর্ষু অবস্থায়ও] কুরআনে কারিম তিলাওয়াত করছিলেন। আমি তাকে বললাম, আবুল কাসেম! [জুনায়েদ বাগদাদির উপনাম] নিজের শরীরের প্রতি একটু লক্ষ্য করেন! উত্তরে তিনি বললেন, আবু মুহাম্মদ, এ মুহূর্তে আমার চেয়ে অধিক ইবাদতের মুখাপেক্ষী আর কেউ নেই। কারণ, আমার আমলনামা গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। মৃত্যুর পূর্বে জুনায়েদ বাগদাদি রহ. অসিয়ত করেছিলেন—

> যে সকল ইলমি বিষয়াদি আমার প্রতি সম্পৃক্ত কিংবা লোকজন আমার থেকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে, সেগুলোকে আমার সঙ্গে দাফন করে দেবে।

লোকেরা এর কারণ জানতে চাইলে তিনি এর উত্তরে বললেন, আমি যখন দেখলাম, সকলের নিকট নবীজির হাদিস রয়েছে। তো, আমার তখন মনে হলো, আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো ইলমি বিষয় যেন আমার মৃত্যুর পরে অবশিষ্ট না থাকে।

মৃত্যুর পর তাকে জাফর খুলদি রহ. স্বপ্নযোগে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন—আল্লাহ তাআলা আপনার সঙ্গে কেমন আচরণ করেছেন?

উত্তরে জুনায়েদ রহ. বললেন—

---

[৪১] মিরকাতুল মাফাতিহ : ৯/১৩২-১৩৩

طاحت تلك الاشارات; وغابت تلك العبارات ; وفنيت تلك العلوم; ونفدت تلك الرسوم ; وما نفعنا الا ركعات كنا نركعها فى الاسحار.

সেসব ইশারা-ইঙ্গিত শেষ হয়ে গেছে। সেসব ভাষা অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেসব জ্ঞান-বিদ্যা নিঃশেষ হয়ে গেছে। সেসব রেওয়াজ-রুসম খতম হয়ে গেছে। উপকারে এসেছে কেবল সে কয়েক রাকাত সালাত, যা আমি অতি প্রত্যুষে [তাহাজ্জুদের সময়] পড়তাম।[৪২]

মুমিনের বিচক্ষণতা

আমর ইবনুল আস রাজিয়াল্লাহু আনহু যখন কায়সারিয়া বিজয়ের পর গাজা এলাকায় ঘেরাও করলেন, তখন সেখানকার গভর্নর তার নিকট দ্বি-পক্ষীয় আলোচনার জন্য কাউকে দূত হিসেবে পাঠানোর প্রস্তাব করলেন। আমর ইবনুল আস রাজিয়াল্লাহু আনহু একজন সাধারণ সিপাহি বেশে নিজেই গেলেন এবং আলোচনা শুরু করলেন। গাজার গভর্নর তার বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, বর্ণনাশৈলী ও নির্ভীকতা দেখে যারপরনাই মুগ্ধ হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাদের সৈন্যদলে তোমার মতো আর কেউ আছে কি?

আমর ইবনুল আস রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন—

এটা কী বলছেন! আমি তো তাদের মধ্যে সবচে’ সাধারণ ও দুর্বল। সেজন্যেই তারা আমার মতো একজন সাধারণ লোককে এখানকার আশঙ্কাজনক স্থানে পাঠিয়েছে!

গাজার গভর্নর তার কথা শুনে ফেরার সময় তাকে কিছু উপঢৌকন দিয়ে দিলেন। এদিকে দারোয়ানকে নির্দেশ দিয়ে রাখলেন—

লোকটি গেট অতিক্রম করার সময় তার সবকিছু ছিনিয়ে নেবে এবং তাকে হত্যা করবে।

আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু ফিরে যাওয়ার জন্য রওনা হলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর গাসসান গোত্রের জনৈক খ্রিস্টানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সে তাকে চিনে

---

[৪২] তারিখে বাগদাদ : ৭/২৪৮

ফেলল এবং বলল, আমর! এখানে প্রবেশের সময় যেমনি সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন, বেরোনোর সময়ও তেমনি বেরোবেন। এটা শুনে আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু থমকে গেলেন এবং পুনরায় পেছন দিকে রওনা করলেন। গভর্নরের নিকট গিয়ে বললেন—আমার দশজন চাচাতো ভাই আছে, আপনি আমাকে যে উপঢৌকন দিয়েছেন সেগুলো তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই ভেবে দেখলাম, আমি তাদেরকে আপনার নিকট নিয়ে আসবো। আপনি তাদের মধ্যে সেগুলো বন্টন করে দিলে আপনার দেওয়া উপঢৌকন একজনের কাছে পৌছার পরিবর্তে দশজনের নিকট পৌছে যাবে। এই ভেবে গভর্নর খুশিতে আটখানা হয়ে গেলেন যে, একজনের স্থলে দশজনকে হত্যা করার পথ সুগম হলো। তাই তিনি বললেন—

ঠিক আছে, তুমি শীঘ্র তাদের নিয়ে এসো।

এদিকে দ্বাররক্ষীকে বলে পাঠালেন, একে এখন যেতে দাও। আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু মহল থেকে বের হয়ে বহুদূর পর্যন্ত অতি সন্তর্পণে চলছিলেন। এবং বিপদসীমা পেরিয়ে বললেন—

ভবিষ্যতে এদের মতো প্রতারকদের নিকট আসবো না।

কিছুদিন পর গাজার গভর্নর শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য হন। শান্তিচুক্তির জন্য গভর্নর নিজেই মুসলিমদের নিকট আসলেন। অতঃপর আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু র তাঁবুতে প্রবেশ করেই দেখলেন, তিনি সেনাপতির চেয়ারে বসে আছেন। তখন তিনি যারপরনাই বিস্মিত হলেন। এবং একপর্যায়ে জিজ্ঞেস করে বসলেন—

আপনি কি সেই লোক?

উত্তরে আমর ইবনুল আস রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন—

জি, আমি তোমাদের প্রতারণার স্বীকার হয়েও বেঁচে আছি।[৪৩]

মূল্যবান উপদেশ

আবু জাফর মনসুর ছিলেন খেলাফতে আব্বাসিয়ার প্রসিদ্ধ খলিফা। একদিন তিনি তৎকালীন প্রখ্যাত আলেম ও প্রসিদ্ধ ফকিহ আবদুর রহমান ইবনু

---

[৪৩] আল-ওয়াসায়াল খালেদাহ : পৃ.২৫৭

কাসেম রহ.-এর নিকট আবেদন জানালেন, আমাকে কিছু নসিহত করেন! আবদুর রহমান রহ. বলেন, আমি একটি ঘটনার প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—

উমার ইবনু আবদুল আজিজ রহ. এগারো জন সন্তান রেখে মারা যান; কিন্তু তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছিল মাত্র সতেরো দিনার। তন্মধ্য হতে পাঁচ দিনার ব্যয় হয়েছে কাফন-দাফনে। দুই দিনার ব্যয় হয়েছে কবরের জায়গা ক্রয়ে আর অবশিষ্ট অর্থ সকল সন্তান উনিশ দিরহাম করে পিতার ওয়ারিস হিসেবে পেয়েছে।[৪৪]

নিজ কঠোরতা প্রসঙ্গে উমার ইবনুল খাত্তাব

উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর জানতে পারেন যে, জনসাধারণ তার কঠোরতায় ভীত-সন্ত্রস্ত। তিনি সকলকে একত্র করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। তাতে হামদ ও সানার পর বলেন—

আমি জানতে পেরেছি, লোকজন আমার কঠোরতায় সদা শঙ্কিত। আমার রুক্ষ স্বভাবকে ভয় পায়। অনেকের উক্তি, উমার রাসুলুল্লাহর যুগেও কঠোর প্রকৃতির ছিল। যখন আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহু খলিফা ছিলেন, তখনো ছিল অত্যন্ত কঠোর। আর এখন তো সব ক্ষমতা তার হাতেই রয়েছে। না জানি, এখন তার কঠোরতা কীরূপ ধারণ করে!

যা-হোক, শুনে রাখো, তাদের এ জাতীয় মন্তব্য ঠিক। আমি রাসুলুল্লাহর যুগে ছিলাম, তখন তাঁর খাদেম ও সহযোগী হিসেবে ছিলাম। এমনকি তিনি আমার ওপর সন্তুষ্ট অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। এ ক্ষেত্রে আমি অন্যান্যদের তুলনায় বেশি সৌভাগ্যবান। অতঃপর আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হলে তখন আমি তার খাদেম ও সহযোগী ছিলাম। আমি আমার কঠোরতাকে তার কোমলতার সঙ্গে মিশিয়ে রাখতাম। আর ততক্ষণ পর্যন্ত নাঙ্গা তরবারি হয়ে থাকতাম যতক্ষণ না তিনি আমাকে খাপে না ঢোকাতেন। আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহ তাআলা তাকেও এমতাবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন যে, তিনিও

---

[৪৪] আল-ইয়াওয়াকিতুল আসরিয়্যাহ : পৃ.১০৯-১১০

আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। আর এ ক্ষেত্রেও আমি অন্যদের চেয়ে বেশি সফল। এখন আমাকে তোমাদের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে। মনে রেখো! এখন সে কঠোরতায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে তা কেবল সেসব লোকদের জন্য প্রযোজ্য হবে—যারা মুসলিমদের ওপর জুলুম-নির্যাতন ও সীমালঙ্ঘনকে বৈধ মনে করে থাকে।

পক্ষান্তরে যারা দ্বীনদার, সত্যবাদী ও সুস্থ চিন্তার অধিকারী, তাদের প্রতি আমি তাদের নিজেদের চাইতেও বেশি কোমল ও দয়াশীল। আর যে ব্যক্তি কারও ওপর জুলুম করতে চায়, আমি তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়বো না যতক্ষণ না তার এক গণ্ডদেশ মাটির সঙ্গে মিশে যাবে আর অপর গণ্ডদেশের ওপর আমি পাড়া দেবো। এবং সে সত্যনিষ্ঠার ঘোষণা দেবে।

হে লোকসকল, আমার ওপর তোমাদের হক রয়েছে। আমি তোমাদের জাতীয় সম্পদে একটুও এদিক-সেদিক করবো না। আমি তোমাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবো না। আর যখন তোমরা মুসলিমদের জাতীয় স্বার্থে কোথাও বের হবে, তখন তোমাদের ফেরার আগ পর্যন্ত আমি তোমাদের সন্তানদের সঙ্গে পিতৃসুলভ আচরণ করবো। এ কয়েকটি কথা বলে শেষ করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকেই ক্ষমা করেন। আমিন।[৪৫]

আল্লাহর পথে কুদরতি নুসরত

আল্লামা ইবনুল আসির জাজরি রহ. বর্ণনা করেন, সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাজিয়াল্লাহু আনহু যখন ইরানি অগ্নিপূজকদের সঙ্গে জিহাদের উদ্দেশ্যে কাদেসিয়া গমন করেন, তখন তিনি আসেম ইবনু আমর রহ.-কে বিশেষ কাজে 'মায়ান' নামক স্থানে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সেনা অফিসার। আর 'মায়ান' হলো শত্রুদেশের ছোট্ট একটি শহর। আসেম রহ. এখানে পৌছার পর সকল রসদপত্র ফুরিয়ে গেল। সাথী-সঙ্গীদের কারও নিকট কোনো খাবার ছিল না। তারা চতুর্দিক যথেষ্ট খোজাখুঁজি করে দেখলেন, কোনো গরু-ছাগল কিংবা হালাল প্রাণীর সন্ধান মেলে কি-না; কিন্তু অনেক খোজাখুঁজির পরও কোনো পশুর সন্ধান মিলল না। হঠাৎ বাঁশের একটি

---

[৪৫] হায়াতুল হায়াওয়ান : ১/৪৬

ঝুপড়িতে একজন মানুষ দৃষ্টিগোচর হলো। কাছে গিয়ে তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এখানে আশেপাশে কোনো গরু-ছাগল পাওয়া যাবে কি? লোকটি উত্তর করল—না।

আসেম রহ. সেখান থেকে ফেরার ইচ্ছা করছিলেন, অমনি ভেতর থেকে ভেসে এলো—

এ ব্যক্তি আল্লাহর দুশমন, সে মিথ্যা বলছে; আমরা এখানেই আছি!

আসেম রহ. ভেতরে প্রবেশ করে দেখলেন, সেখানে কতগুলো গরু দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু কোনো মানুষজন নেই বিধায় তিনি নিশ্চিত হলেন যে, আওয়াজটি কোনো গরুরই ছিল। আসেম রহ. সেখান থেকে গরুগুলো নিয়ে আসলেন এবং সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। এ ঘটনাটি হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফকে জানানো হলে সে তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাই সে ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের নিকট দূত পাঠিয়ে তাদের উপস্থিত করল। তারা সকলেই সাক্ষ্য দিলেন, ঘটনা সম্পূর্ণই বাস্তব। আমরা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করল—এ ঘটনা তখনকার লোকসমাজে কোনো প্রভাব ফেলেছে কি?

তারা বললেন, এ ঘটনা হতে সকলেই নিশ্চিত হয়ে গেল, আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর সন্তুষ্ট। বিজয় আমাদের ভাগ্যেই রয়েছে।[৪৬]

হাজ্জাজ বলল—অন্তরের অবস্থা তো আল্লাহই ভালো জানেন। তারা বললেন, তবে আমরা এতটুকু নিশ্চিত, পৃথিবীতে তাদের মতো অমুখাপেক্ষী জাতি আর অতিবাহিত হয় নি।[৪৭]

আত্মার পরিশুদ্ধি

আল্লামা ইবনু খালদুন রহ. ইমাম তাবারি প্রমুখ উলামায়ে কেরামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো,

[৪৬] স্মর্তব্য—এরূপ অলৌকিক ঘটনা কেবল তখনই সম্ভব, যখন সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিকাংশ মানুষ মুত্তাকি ও পরহেজগার হবে।

[৪৭] আল্লামা ইবনুল আসির, আল-কামেল : ২/১৭৫

জামাল ও সিফিফনের যুদ্ধে মৃতব্যক্তিদের পরিণতি কী হবে? আলি রাজিয়াল্লাহু আনহু উভয় পক্ষের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন—

لايموتن أحد من هؤلاء وقلبه نقي إلا دخل الجنة.

'তাঁদের মধ্যে যেই স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী, সে-ই জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৪৮]

মাতৃদুগ্ধ আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত

মস্কো[৪৯]থেকে প্রকাশিত *মাসিক ডাইজেস্ট স্পোর্টিং* ১৯৬৮ সালের আগস্ট সংখ্যায় সোভিয়েত ক্যান্সার ইউনিয়নের সেক্রেটারি জেনারেল ডাক্তার আলেকজান্ডার চ্যাকলনের একটি নিবন্ধ ছাপা হয়। তাতে তিনি উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলেন, 'ইউরোপ-আমেরিকার মেয়েদের স্তনে ক্যান্সার নামক মরণব্যাধি আশঙ্কাজনকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে নাশ হচ্ছে অসংখ্য মেয়েদের জীবন। এ ব্যাধির অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে, আজকাল মেয়েদের আপন বাচ্চাদেরকে নিজ বুকের দুধ পান করানোর রীতি প্রায় বিলুপ্তির পথে। এ প্রবন্ধে তিনি আরও বলেন, মুসলিম মায়েদের প্রতি কুরআন নিজ সন্তারদেরকে দু'বছর দুধ পান করানোর নির্দেশ দিয়েছে। বুকের দুধ পান করানোর এ ধারা আজও মুসলিমদের মধ্যে চালু আছে। তবে অমুসলিমরা ছাড়াও এ মরণব্যাধি থেকে রেহাই পাচ্ছে না ওইসব মুসলিম, যারা নিজেদের বাস্তবজীবনে ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষাকে উপেক্ষা করে চলছে। মায়ের দুধ যত অল্পই হোক না কেন, তা বাচ্চাদের জন্য খুবই উপকারী; কিন্তু এখনকার মেয়েরা বিশেষ করে আমেরিকাতে এ নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছে। এটা এখন একটা ফ্যাশনে রূপ নিয়েছে। খুবসম্ভব এ কারণেই আমেরিকার মেয়েদের স্তনে ক্যান্সার-ব্যাধি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার জাতীয় কনফারেন্সে বক্ষক্যান্সার নিয়ে সুদীর্ঘ গবেষণামূলক পর্যালোচনার পর উল্লেখিত কারণকেই উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরবর্তী অসংখ্য গবেষণাও এর প্রমাণ বহন করে।'[৫০]

---

[৪৮] *মুকাদ্দিমায়ে ইবনে খালদুন* : পৃ.৩৮৫

[৪৯] এটি রাশিয়ার রাজধানী ও বৃহত্তর নগরী। নগরীটি পশ্চিম রাশিয়ার কেন্দ্রশাসিত জেলাতে 'মস্কভা' নদীর তীরে অবস্থিত। উইকিপিডিয়া সূত্রে অনুবাদক

[৫০] *মাসিক ডাইজেস্ট স্পোর্টিং* : পৃ.৮৩, আগস্ট সংখ্যা-১৯৬৮

যুদ্ধ-নীতিতে ইসলামের অনুপম আদর্শ

মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের বড় একটা অংশ কেটেছে রোমীয় খ্রিস্টানদের সঙ্গে জিহাদ করে। একবার রোমাকদের সঙ্গে তাঁর সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য যুদ্ধ মুলতবির চুক্তি হয়েছিল। যুদ্ধ মুলতবির সময় শেষ হওয়ার কিছুদিন পূর্বে মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল শত্রুবাহিনীর কাছে পৌঁছতে যত সময় লাগবে ততক্ষণে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। আর মেয়াদ শেষ হওয়ামাত্রই অতর্কিতে হামলা শুরু করা হলে বিজয়ের সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, তখন শত্রুরা থাকবে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। পরিকল্পনা অনুযায়ী চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শত্রুদের সীমান্তে পৌঁছে গেলেন এবং তাদের ওপর হামলে পড়লেন। যেহেতু রোমকরা এ জাতীয় কৌশল থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। তাই এ অভিযান কতটা সফল ছিল—তা সহজেই অনুমেয়; কিন্তু মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহু যখন দুর্বার গতিতে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন, ঠিক তখনি পেছন হতে ভেসে এলো তাকবির-ধ্বনি। কেউ পেছন হতে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাঁক পেড়ে বলল—

وفاء لا غدر

> মুমিনের চরিত্র হলো—বিশ্বস্ততা ও ওয়াদা পূরণ করা; অঙ্গীকার ভঙ্গ ও গাদ্দারি নয়।

মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহু পেছনে তাকিয়ে দেখলেন যে, নবীজির প্রখ্যাত সাহাবি আমর ইবনু আবাসা রাজিয়াল্লাহু আনহু ঘোড়ায় সওয়ার অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার? আমর ইবনু আবাসা রাজিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন, আমি নবীজিকে বলতে শুনেছি—

> যে ব্যক্তি কারও সঙ্গে নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তিতে আবদ্ধ, সে যেন মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে তাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা প্রদান করা ব্যতীত তাদের ওপর হামলা না করে।

মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহু এ হাদিস শুনার পর সৈন্যদের নিয়ে সুনিশ্চিত জয়ের দোরগোড়া হতে ফিরে গেলেন।[৫১]

মানব-ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত কি কেউ পেশ করতে পেরেছে যে, শত্রুপক্ষের দাবি-দাওয়া ব্যতীত কেবল নিজ ইচ্ছায় সুনিশ্চিত বিজিত এলাকা ছেড়ে চলে এসেছে! এ ঘটনা হতে সেসব লোক নিজেদের ভ্রান্তিগুলো স্বচ্ছ আয়নায় ফুটে ওঠা বস্তুর ন্যায় পরিষ্কার জানতে পারবে, যারা বলে বেড়ায়—'ইসলাম তরবারির জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' পাশাপাশি এতে ওইসব লোকদেরও জবাব হয়ে যাবে, যারা মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর আমানতদারি, দ্বীনদারি ও উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত অহেতুক নানা উদ্ভট প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে থাকে।

এই মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে কেউ কেউ বলে থাকে—তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত বিধি-বিধানকেও জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হন নি। অথচ আলোচ্য ঘটনাটি কোনো ইতিহাস-শাস্ত্রের বুলি নয়; বরং *সুনানু আবি দাউদ* ও *তিরমিজির* মতো নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রন্থের বর্ণনা!

জনগণের প্রতি মুআবিয়া রা.-এর দায়িত্ববোধ

আমর ইবনু মুররা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি একবার মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, আমি নবীজিকে বলতে শুনেছি—

> যাকে আল্লাহ তাআলা কোনো সম্প্রদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন, আর সে তাদের খোঁজ-খবর ও প্রয়োজনাদির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে, তবে আল্লাহ তাআলাও তার সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করেন।

মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহু এ হাদিস শুনেই প্রজাদের খবরাখবর নেওয়ার জন্য একজন লোক নিয়োগ করেন।[৫২]

খুবসম্ভব এ হাদিসেরই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম বাগাবি রহ. আবু কাইস রহ.-এর সূত্রে নকল করেন যে, কেবলমাত্র প্রজাদের দেখভাল করার জন্য

---

[৫১] মিশকাতুল-মাসাবিহ : পৃ.৩৪৭

[৫২] প্রাগুক্ত : পৃ.৩২৪

মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেক গোত্রে একজন করে লোক নিয়োগ দিয়েছিলেন। সে হিসেবে আমাদের গোত্রে আবু ইয়াহইয়া নামের এক ব্যক্তি প্রতিদিন ভোরে টহল দিত এবং ঘোষণা করত—আজ রাতে তোমাদের গোত্রে কোনো নবজাতকের জন্ম হয়েছে কি? আজ রাতে তোমাদের গোত্রে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে কি? তোমাদের গোত্রে নতুন কোনো ব্যক্তির আগমন ঘটেছে কি? যদি কেউ তার প্রশ্নের উত্তরে বলত, অমুক আজ ইয়েমেন হতে আপন পরিবার নিয়ে চলে এসেছে, তাহলে সে ঘোষণা সমাপ্তির পর তাদের সকলের নাম বাইতুল মালের নথিতে অন্তর্ভুক্ত করে দিত।[৫৩]

মুসলিম রাষ্ট্রের আয়

মুহাম্মদ ইবনু আবদুস রহ. বলেন, যখন মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বাগদাদে, তখন শুধুমাত্র দামেস্ক শহরের বাইতুল মালের আয় ছিল চার লাখ বিশ হাজার দিনার। আল্লামা মাদায়েনি রহ. বলেন, মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে কেবলমাত্র দামেস্কের একটি শহরে বাইতুল মালের আমদানি থেকে সেখানকার সেনা, গভর্নর, ফকিহ, মুআজ্জিন ও কাজিগণের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচাদি বহনের পরও বাইতুল মালে চার লাখ দিনার অবশিষ্ট থেকে যেত।[৫৪]

বড়দের ভুল

ইমাম কিসায়ি রহ. ছিলেন ইলমে নাহু [আরবি ব্যাকরণশাস্ত্র] ও ইলমে কেরাতের প্রসিদ্ধ আলেম। উভয় শাস্ত্রে তার অসামান্য দক্ষতা ছিল। তিনি বলেন—

> একবার আমি নামাজের ইমামতি করছিলাম। পেছনে ছিলেন বাদশা হারুনুর রশিদ। তিলাওয়াত করছিলাম একাগ্রমনে। একপর্যায়ে আমি আমার নিজের কেরাতে নিজেই মুগ্ধ হয়ে পড়ি। কিছুদূর না যেতেই এমন মারাত্মক ভুল করে বসলাম—যা সাধারণত কোনো বাচ্চারাও করে না। আমি

---

[৫৩] ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ, মিনহাজুস-সুন্নাহ : ৩/১৮৫
[৫৪] তাহযিবে ইবনে আসাকির : ১/৫৪

لعلهم —পড়ার স্থলে মুখ ফসকে বলে ফেললাম— لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ
يرجعين. কিন্তু আল্লাহর শপথ! সেদিন বাদশা হারুনুর রশিদও ভুল ধরতে সাহস করেন নি। নামাজ শেষে তিনি শুধু জিজ্ঞেস করেছেন—এটা কোন লুগাত [ভাষা]? আমি বললাম, আমিরুল মুমিনিন, কখনো কখনো দ্রুতগামী ঘোড়াও হোঁচট খায়। হারুনুর রশিদ বললেন, তাহলে তো ভিন্ন কথা।[৫৫]

বড়াইয়ের পরিণাম

ইমাম যাহাবি রহ. উল্লেখ করেন, একবার ইমাম কিসায়ি ও ইয়াজিদি রহ. বাদশা হারুনুর রশিদের মজলিসে এলেন। তাঁরা উভয়েই ছিলেন ইলমে কেরাতের ইমাম। নামাজের সময় ইমাম কিসায়ি রহ. ইমামতি করেন। সূরা কাফিরুন দিয়ে নামাজ আরম্ভ করলেন।

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ বলার পর হঠাৎ ভুলে গেলেন। অবশিষ্ট আয়াতগুলো আর পড়তে পারলেন না। নামাজের পর ইমাম ইয়াযেদি রহ. বললেন, 'আশ্চর্য! কুফার কারি সাহেব قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ-এ এসেই আটকে গেলেন!' এ দিন এ পর্যন্তই। পরবর্তী সময়ে একদিন ইমাম ইয়াজিদি রহ. নামাজ পড়াতে গিয়ে সূরা ফাতিহা-ই ভুলে গেলেন। নামাজান্তে নিজের পূর্ব ভুলের জন্য অনুতপ্ত ও সতর্ক হয়ে এই কবিতাটি পাঠ করলেন—

احفظ لسانك لا تقول فتبتلىَ * إن البلاء مؤكل بالمنطق

'মুখ সামলে রেখো! বলবেনা কিছু, ফেঁসে যাবে।
কারণ, মুখের কথাই বিপদ টেনে আনে।'[৫৬]

নীলনদের নামে উমরের খোলা চিঠি

অনেক বুজুর্গের মুখে উমার রাজিয়াল্লাহু আনহুর যুগের একটি বিস্ময়কর ঘটনা শুনেছি, কিন্তু কোনো কিতাবে তার সন্ধান পাই নি। আজ আল্লামা ইবনু তাগরি বারদি রহ. কৃত *আন-নুজুমুযযাহেরা* নামক কিতাবে ঘটনাটির বিশদ

---

[৫৫] ইমাম জাহাবি, মা'রিফাতুল কুররাইল কিবার : ১/১০৩

[৫৬] প্রাগুক্ত : ১/১০৪

বিবরণ নজরে পড়ে গেল। তিনি বলেন, আমর ইবনুল আস রাজিয়াল্লাহু আনহু মিশর জয় করে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত হলেন। কিছুদিন পর 'বাউওনা' মাস এলো। [বাউওনা হলো—জুন মাসের কিবতি নাম] মাসের শুরুতেই মিশরের প্রাচীন কিবতি সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের প্রতিনিধিদল তার নিকট হাজির হলো। তারা আমর ইবনুল আস রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বলল—জাঁহাপনা, আমাদের এখানে নীলনদের একটি রীতির প্রচলন আছে। তা পূরণ করা না হলে পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করেন, রীতিটা কী? তারা বলল, এ মাসের বারো তারিখের রাত পোহালে আমরা একজন যুবতি কুমারীকে নির্বাচন করে তার মা-বাবাকে রাজি করিয়ে নিই। অতঃপর তাকে মূল্যবান অলঙ্কারাদি ও কাপড়-চোপড়ে সজ্জিত করে নীলনদে নিক্ষেপ করি। তারপরই প্রচণ্ড বেগে পানির স্রোত বইতে শুরু করে। আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এটা কখনো ইসলামি রীতি হতে পারে না; বরং ইসলাম জাহিলি যুগের তাবৎ কুপ্রথাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। প্রতিনিধিদল এ জবাব শুনে চলে গেল; কিন্তু ঘটনা তাই ঘটল, যা তারা বলেছিল। বাউওনা [জুন] আবইয়াব [জুলাই] এবং মুসরি [অগাস্ট]—এ তিন মাসে নীলনদ পানি বিহীন শুষ্কাবস্থায় পড়ে থাকল। ফলে অধিবাসীরা অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র প্রস্থানের জন্য মনস্থ করল। এহেন পরিস্থিতিতে আমর ইবনুল আস রাজিয়াল্লাহু আনহু খলিফাতুল মুসলিমিন উমার রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পরামর্শ চেয়ে চিঠি পাঠালেন। উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু কিবতি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কৃত আচরণকে সাধুবাদ জানিয়ে বললেন, আমি একটি চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি। এটা নীলনদে নিক্ষেপ করবে। আমর ইবনুল আস রাজিয়াল্লাহু আনহু চিঠিটা খুলে দেখলেন। তাতে লেখা ছিল—

> من عبد الله عمرأميرالمؤمنين إلى نيل مصرَ' أمّا بعد! فإن كنت تجرى من قبلكَ فلا تجر' وإن كان الله الواحد القهّار الذى يجريك' فنسأل الله الواحد القهّارأن يجريك.
>
> আল্লাহর বান্দা আমিরুল মুমিনিন উমারের পক্ষ হতে মিশরের নীলনদের নামে। হামদ ও সালাতের পর—যদি তুমি [হে নদী!] নিজে থেকে প্রবাহিত হও, তবে তোমার প্রবাহের প্রয়োজন নেই। আর যদি মহা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর

নির্দেশে প্রবাহিত হও, তবে আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি পানি প্রবাহের জন্য।

আমর ইবনুল আস রাজিয়াল্লাহু আনহু উক্ত চিরকুটটা খ্রিস্টানদের সলিব উৎসবের[৫৭] একদিন পূর্বে নীলনদে নিক্ষেপ করলেন। এ দিকে মিশরের অধিবাসীরা সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছিল। কারণ, নীলনদের পানির ওপরই নির্ভর করত তাদের জীবনযাত্রা। সলিব উৎসবের দিন ভোরে তারা গিয়ে দেখে নীলনদ পূর্ণ তারুণ্যদীপ্তে পূর্বের ন্যায় আবারও তরঙ্গায়িত হচ্ছে। মাত্র এক রাতেই পানি ষোলো ফিট পর্যন্ত উঠে গেল![৫৮]

দুনিয়া-বিমুখতা

সাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু আনহু আমর ইবনুল আস রাজিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে মিশরের প্রসিদ্ধ শহর আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করে রেখেছিলেন। পথিমধ্যে উবাদা ইবনু সামেত রাজিয়াল্লাহু আনহু কোনো প্রয়োজনে তাঁবু থেকে সামান্য দূরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ এগিয়ে কোথাও ঘোড়া থেকে নেমে নামাজের নিয়ত বাঁধলেন। ইত্যবসরে কয়েকজন রোম্যানসেনা ধীরে ধীরে তাঁর নিকট চলে এলো। তারা ভাবল একে হত্যা করার এখনই সুবর্ণ সুযোগ। এ হীন উদ্দেশ্যে তারা এগোতে লাগল। যখন একেবারে কাছে এসে পৌছল, অমনি উবাদা রাজিয়াল্লাহু আনহু টের পেয়ে দ্রুত সালাম ফেরালেন। তিনি অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে এক লাফে ঘোড়ায় চেপে বসলেন। এবং তাদের ওপর আক্রমণ শুরু করলেন। রোম্যানরা ভেবেছিল—লোকটি একজন আবেদ ও দরবেশ। সে এতটা পটু হওয়ার কথা নয়। যখন আল্লাহর এ শার্দূল তাদের ওপর চড়াও হলো, তখন তারা পেছনে পালাতে লাগল; কিন্তু উবাদা রাজিয়াল্লাহু আনহু তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হতে বিরত থাকলেন না। তারা সবাই সম্মুখে আর তিনি তাদের পেছনে। একপর্যায়ে যখন তারা দেখল, জীবন বাঁচানোর জন্য আর কোনো পথ নেই, তখন তারা কোমরের

---

[৫৭] গলগথায় যিশু খ্রিস্টের ক্রুশ বিদ্ধকরণ, মৃত্যু ও সমাধি-মন্দির থেকে তাঁর পুনরুজ্জীবনের স্মরণে এই উৎসবটি পালিত হয়। এটি 'গুড ফ্রাইড' [পুণ্য শুক্রবার] নামেও পরিচিত।—উইকিপিডিয়া সূত্রে অনুবাদক

[৫৮] আন-নুজুমুয যাহেরা : ১/৩৫–৩৬

বেল্টে বাঁধা বিভিন্ন মূল্যবান জিনিস মাটিতে ফেলতে লাগল। তাদের ধারণা ছিল, লোকটি আরব যাযাবর। সে এসব মূল্যবান সামগ্রী দেখে সেগুলোর লোভে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন ছেড়ে দিয়ে এগুলো কুড়ানোতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে; কিন্তু উবাদা রাজিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন বিশ্ব মানবতার সরদারের হাতে গড়া একজন আদর্শ সাহাবি। তিনি সেগুলোর প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে তাদের পশ্চাদ্ধবনে অব্যাহত রইলেন। বহু কষ্টে একপর্যায়ে তারা দুর্গের ভেতর ঢুকে পড়ল এবং দরজা বন্ধ করে দিল। উবাদা রাজিয়াল্লাহু আনহু কিছুক্ষণ দুর্গের ওপর হতে পাথর নিক্ষেপ করে ফিরে গেলেন। ফেরার পথে দেখলেন—রোম্যানদের মালামাল মরুভূমিতে পড়ে আছে। আল্লাহ প্রেমে মাতোয়ারা এ সাহাবি সেসব মাল কুড়ানোকে নিজের সময় নষ্ট ভেবে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে পূর্বের স্থানে গিয়ে পুনরায় নামাজ আরম্ভ করলেন। আর রোমকরা এসে তাদের মালামাল আপন অবস্থায় পড়ে আছে দেখে তা কুড়িয়ে নিল।[৫৯]

সকল উত্তর কুরআনের ভাষায়

আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ. বলেন, একবার আমি হজের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে জনৈকা বৃদ্ধার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তার পরনে ছিল জামা এবং ওড়না, যা বাতাসে দোল খাচ্ছিল। আমি তাকে সালাম করলাম। জবাবে বৃদ্ধাবললেন—

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ.

'পরম করুণাময় প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বলা হবে—'সালাম'।'[৬০]

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করেন! আপনি এখানে কী করছেন? উত্তরে তিনি বললেন—

مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

'আল্লাহ তাআলা যাকে পথহারা করেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না।'[৬১]

---

[৫৯] প্রাগুক্ত : ১/৯

[৬০] সূরা ইয়াসিন : ৫৮

[৬১] সূরা আরাফ : ১৮৬

আমার বুঝতে বাকি রইল না যে, তিনি পথ হারিয়ে ফেলেছেন। তাই আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবেন আপনি? তিনি উত্তর করলেন—

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন।[৬২]

আমি বুঝতে পারলাম, তিনি হজ সমাপন করে বাইতুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কতদিন যাবৎ এখানে বসে আছেন? উত্তরে বুড়ি বললেন—

ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا

একনাগাড়ে তিন দিন তিন রাত।[৬৩]

আমি বললাম, আপনার কাছে তো কোনো রসদপত্র দেখছি না, আপনি কী খেয়ে থাকেন? উত্তরে তিনি বললেন-

هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ.

তিনিই আমাকে খাওয়ান এবং পান করান।[৬৪]

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি অজু করেন কীভাবে? তিনি উত্তর করলেন—

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো।[৬৫]

আমি বললাম, আমার নিকট কিছু খাবার আছে, আপনি তা গ্রহণ করবেন কি? উত্তরে তিনি বললেন—

أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

রোজাকে রাত পর্যন্ত পূর্ণ করো।[৬৬]

আমি বললাম, এখন তো রমজান মাসনয়। জবাবে বৃদ্ধা বললেন—

---

[৬২] সূরা বনি ইসরাঈল : ০১
[৬৩] সূরা মারইয়াম : ১০
[৬৪] সূরা শুআরা : ৭৯
[৬৫] সূরা মায়েদা : ০৬
[৬৬] সূরা বাকারা : ১৮৭

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.

আর যে ব্যক্তি নফল রোজা রাখবে, আল্লাহ তাআলা তার পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।[৬৭]

আমি বললাম, মুসাফিরের জন্য তো ফরজ রোজাও ভঙ্গ করা যায়। তিনি উত্তর করলেন—

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

'তবে রোজা রাখাটাই অধিকতর কল্যাণপ্রসূ, যদি তোমরা জানতে।[৬৮]

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আমার মতো স্বাভাবিক কথা বলছেন না কেন? উত্তরে তিনি বললেন—

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.

মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য তার নিকটই রয়েছে তৎপর প্রহরী।[৬৯]

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কোন গোত্রের? তিনি উত্তর করলেন—

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .

যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ের অনুসরণ করো না।[৭০]

আমি বললাম, মাফ করে দেন। ভুল হয়ে গেছে। তিনি বললেন—

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ.

আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন।[৭১]

আমি বললাম, আপনি ইচ্ছা করলে আমার উটে সওয়ার হতে পারেন। আমি আপনাকে আপনার হারানো কাফেলার নিকট পৌঁছে দেবো। জবাবে বৃদ্ধা বললেন—

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ .

---

[৬৭] সূরা বাকারা : ১৫৮
[৬৮] সূরা বাকারা : ১৮৪
[৬৯] সূরা ক্বাফ : ১৮
[৭০] সূরা বনি ইসরাঈল : ৩৬
[৭১] সূরা ইউসুফ : ৯২

আর তোমরা যে ভালো কাজই করো না কেন, আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন।[৭২]

বৃদ্ধামহিলার সম্মতি দেখে আমি তাঁকে উটে আরোহণ করালাম। তবে তিনি আরোহণ করার পূর্বে বললেন—

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন আপন দৃষ্টিকে সংযত রাখে।[৭৩]

আমি দৃষ্টিকে নিচু করে বললাম, আপনি উটে সওয়ার হোন; কিন্তু তিনি যখন সওয়ার হতে চাইলেন, তখন হঠাৎ উট দাঁড়িয়ে গেল। তাতে উঠার চেষ্টা করলে বৃদ্ধার জামা ছিঁড়ে গেল। তিনি বললেন,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ.

তোমাদের ওপর যে বিপদই আসুক না কেন, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল।[৭৪]

আমি বললাম, আপনি একটু অপেক্ষা করেন, আমি উটকে বেঁধে নিলে তখন উঠবেন। বৃদ্ধা বললেন—

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ

আমি সুলাইমানকে বিষয়টির সমাধান সম্পর্কে বুঝ দান করেছি।[৭৫]

তারপর আমি উটকে বেঁধে নিয়ে তাকে বললাম, এবার সওয়ার হোন। অতঃপর তিনি সওয়ার হয়ে এই দুআ পাঠ করলেন—

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِين-وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ.

পবিত্র ও মহান সত্তা তিনি, যিনি আমাদের জন্য এ বাহনকে বশীভূত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা এদেরকে বশীভূত

---

[৭২] সূরা বাকারা : ১৯৭

[৭৩] সূরা নুর : ৩০

[৭৪] সূরা শুরা : ৩০

[৭৫] সূরা আম্বিয়া : ৭৯

করতে সমর্থ ছিলাম না। আর অবশ্যই আমরা সকলেই আমাদের পালনকর্তার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবো।[৭৬]

আমি উটের লাগাম হাতে নিয়ে রওনা হলাম। উটকে ক্ষিপ্র গতিতে চালানোর জন্য সজোরে হাঁকড়াতে লাগলাম। এদৃশ্য দেখে বৃদ্ধা বললেন—

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ.

তুমি মধ্যম গতিতে চলো এবং তোমার স্বরকে নিচু করো।[৭৭]

তারপর আমি ধীরগতিতে চলতে লাগলাম এবং সুরেলাকণ্ঠে কয়েকটি কবিতা পাঠ করতে লাগলাম। বৃদ্ধা বললেন—

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْه.

কুরআনের যে অংশ সহজ মনে হয়, পড়ো।[৭৮]

আমি বললাম, আপনাকে আল্লাহ অনেক পুণ্য দ্বারা ধন্য করেছেন। উত্তরে তিনি বললেন—

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.

জ্ঞানীরাই কেবল শিক্ষা গ্রহণ করে।[৭৯]

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কোনো স্বামী আছে কি? জবাবে তিনি বললেন—

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ.

তোমরা এমন বিষয়াদি সম্পর্কে প্রশ্ন করো না যা প্রকাশ করা হলে তোমরা দুঃখিত হবে।[৮০]

এরপর আমি সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেলাম এবং তাঁর হারানো কাফেলার সন্ধান না মেলা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথোপকথন থেকে বিরত থাকলাম। অবশেষে কাফেলার সন্ধান পেয়ে তাঁর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলামড়এ কাফেলায় আপনার কে আছে? বৃদ্ধা বললেন—

---

[৭৬] সূরা যুখরুফ : ১৩
[৭৭] সূরা লুকমান : ১৯
[৭৮] সূরা মুযযাম্মিল : ২০
[৭৯] সূরা বাকারা : ২৬৯
[৮০] সূরা মায়েদা : ১০১

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা।[৮১]

তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, কাফেলায় তার ছেলে রয়েছে। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, কাফেলায় সে কোন উদ্দেশ্যে রয়েছে? তিনি উত্তর করলেন—

وعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.

আর পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহ ও তারকারাজির সাহায্যে তারা পথের দিশা পায়।[৮২]

এতে আমি বুঝে নিলাম যে, তাঁর ছেলে কাফেলার রাহবার। তারপর আমি তাঁকে নিয়ে তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করে তাঁকে বললাম, এ হলোআপনাদের কাফেলার তাঁবু। এবার বলুন,আপনার ছেলে কে? তিনি উত্তর করলেন—

وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ.

'আল্লাহ তাআলা ইবরাহিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।'[৮৩]

'আর মুসার সঙ্গে আল্লাহ সাক্ষাৎ-বাক্যালাপ করেছিলেন।[৮৪] হে ইয়াহইয়া, তুমি এই কিতাব শক্ত করে আঁকড়ে ধরো।[৮৫]

তাঁর কথা শুনে 'হে ইবরাহিম, হে মুসা, হে ইয়াহইয়া' বলে ডাক দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদের মতো কয়েকজন সুশ্রী যুবক আমার সামনে এসে দাঁড়াল। অতঃপর যখন আমরা সকলে স্থির হয়ে বসে পড়লাম, তখন বৃদ্ধা তাঁর ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ.

---

[৮১] সূরা কাহফ : ৪৬

[৮২] সূরা নাহল : ১৬

[৮৩] সূরা নিসা : ১২৫

[৮৪] সূরা নিসা : ১৬৪

[৮৫] সূরা মারইয়াম : ১২

তোমাদের একজনকে এ মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ করো, সে যেন সেখানে গিয়ে দেখে—কোনটি উত্তম খাবার। অতঃপর তা থেকে কিছু খাবার যেন নিয়ে আসে।[৮৬]

এ কথা শোনার পর সাথে সাথে একজন দাঁড়িয়ে গেল। এবং কিছু খাবার ক্রয় করে নিয়ে এসে আমার সামনে পেশ করল। তখন বৃদ্ধা বললেন—

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ.

তোমরা তৃপ্তির সঙ্গে পানাহার করো তোমাদের অতীতের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ।[৮৭]

আমি চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে তাদেরকে বললাম, তোমাদের এ খাবার আমার জন্য হারাম, যতক্ষণ না তোমরা এ বৃদ্ধার রহস্য সম্পর্কে আমাকে অবগত করবে। তারা বলল, আমাদের মায়ের এ অবস্থা দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ। এর মধ্যে তিনি কুরআনের আয়াত ছাড়া অন্য কোনো স্বাভাবিক কথাবার্তা বলেন নি। আর এ নিয়মানুবর্তিতার প্রতি ঝুঁকার কারণ হলো—কুরআন ব্যতীত অন্য যে কোনো কথার মধ্যে কোনো প্রকার অবৈধ কিংবা অসমীচীন কথা বের হয়ে যেতে পারে, যা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও গজবের শামিল। এ কথা শুনে আমি বললাম—

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর তিনিই পরম করুণাময়।[৮৮ ও ৮৯]

চমৎকার প্রার্থনা!

কায়েস ইবনু সাদ ইবনি উবাদা রাজিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবি। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি মিশরের গভর্নর ছিলেন। মুসা ইবনু উকবা সূত্রে বর্ণিত আছে, একবার কায়েসের নিকট জনৈকা বৃদ্ধামহিলা এসে বলতে লাগল, জনাব! আমার অভিযোগ হলো—আমার ঘরে ইঁদুর নেই। কায়েস

---

[৮৬] সূরা কাহফ : ১৯
[৮৭] সূরা হাক্কাহ : ২৪
[৮৮] সূরা হাদিদ : ২১
[৮৯] আল-মুস্তাতরিফ : ১/৫৬-৫৭

রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন, বেশ চমৎকার প্রার্থনা তো! অতঃপর তিনি তার ঘরকে রুটি, গোশত এবং খেজুর দ্বারা ভরে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।[১০]

এক কালজয়ী বৃদ্ধের কাহিনি

আব্বাসি খেলাফতকালে দীর্ঘদিন যাবৎ মুতাজিলা সম্প্রদায়ের 'খলকে কুরআন' বিষয়ে হাঙ্গামা সরকারি ছত্রছায়ায় মদদপুষ্ট হচ্ছিল। তারা মুসলিম বিশ্বে এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করল। তারা দাবি ওঠালো—'কুরআন মাখলুক'। আর যেহেতু এ দাবি সরকারি ছত্রছায়ায় উত্থাপিত হয়েছিল। তাই যেসকল হকানি আলেম এর বিরোধিতা করেছিলেন, রাষ্ট্রীয়ভাবে তারা চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। এই অমানবিক নির্যাতনে খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ ও ওয়াসিক বিল্লাহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। তারা মুতাজিলা সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য হকপন্থী উলামায়ে কেরামের ওপর জুলুম-নির্যাতনের স্টিমরোলার চালিয়েছিল। তাদের লিডার ছিল আহমদ ইবনু আবু দাউদ মুতাজিলা। সে সম্ভাব্য সকল পন্থায় উলামায়ে কেরামকে খলিফার মাধ্যমে শাস্তি দিত। এরই ধারাবাহিকতায় ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ.-এর মতো মহান ব্যক্তিত্বকে চাবুকাঘাত করা হয়েছে কেবল সরকারের তোষামোদ না করে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার কারণে। একপর্যায়ে খলকে কুরআনের ফিতনার আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বময়। আর সেই আগুনের লেলিহান শিখা নির্বাপিত হয়েছিল এক বয়োজ্যেষ্ঠ আলেমের দ্বারা। তিনি তার ঈমানি চেতনা, দৃঢ় সংকল্প, স্থির পদক্ষেপ, আত্মবিশ্বাস ও একনিষ্ঠতার মাধ্যমে ওয়াসিক বিল্লার রাজদরবারের অবকাঠামো পাল্টে দিয়েছেন। ঘটনাটি মূলত ঘটেছিল খলিফা ওয়াসিকের শাসনামলে; কিন্তু ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন তার পুত্র খলিফা মুহতাদি বিল্লাহ তারই যুগের বিশিষ্ট আলেম শাইখ সালেহ ইবনু হাশিমির নিকট। শাইখ সালেহ ইবনু হাশিমি বলেন, 'আমি একদিন খলিফা মুহতাদি বিল্লার দরবারে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম—খলিফা নিপীড়িত মানুষদের পক্ষে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণসাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছেন। যেকোনো সাধারণ মানুষ অনায়াসে কোনো প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়াই ঢুকে খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছে। এবং নিজের দুরবস্থার কথা তুলে ধরছে। আর যেসকল বিপন্ন মানুষ

---

[১০] *আন-নুজুমুয যাহিরা : ১/৯৬*

স্বশরীরে উপস্থিত হতে পারছে না, তারা পত্রমারফত নিজেদের সমস্যার কথা প্রকাশ করছে। খলিফা সকলের অভিযোগ-অনুযোগের কথা শুনে তা নিরসনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। রাজদরবারের এদৃশ্য আমাকে যারপরনাই মুগ্ধ করছিল। খলিফা যখন কারও কথা শুনতেন কিংবা কোনো চিঠি পড়তেন, তখন আমি অপলকনেত্রে তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে গেলে দৃষ্টি নামিয়ে ফেলতাম। খলিফা আমার এ অবস্থা টের পেলেন। একপর্যায়ে তিনি বললেন, আমার ধারণা আপনি মনে মনে কিছু ভাবছেন, যা আমাকে বলতে চাচ্ছেন। আমি ইতিবাচক জবাব দিয়ে বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর মজলিস শেষে যখন তিনি নামাজের বিছানায় গিয়ে বসলেন, আমাকে বললেন, সালেহ! আপনার মনের কথাটি আপনিই বলবেন নাকি আমি বলবো? আমি বললাম, আপনিই বলুন! খলিফা বললেন, আমার ধারণা আমার উক্ত মজলিসটি আপনার ভালো লেগেছে। আমি বললাম, আমাদের খলিফা খুবই ভালো মানুষ। তবে একটাই সমস্যা—তিনি তার বাবা ওয়াসিক বিল্লার মতো 'খলকে কুরআন'র প্রবক্তা। একথা শুনে খলিফা বললেন, আমি দীর্ঘদিন যাবৎ এ দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে আসছিলাম। একপর্যায়ে আমার উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। অতঃপর খলিফা ওয়াসিক বিল্লার নিম্নোক্ত ঘটনা আমাদেরকে শোনালেন। আহমদ ইবনু আবু দাউদ ছিলেন মুতাজিলা সম্প্রদায়ের বিজ্ঞ আলেম এবং খলিফার একান্ত আস্থাভাজন লোক। তিনি শাম দেশের সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত 'আজনা' শহর হতে আহলুস সুন্নত ওয়াল জামাতের অনুসারী এক বয়োঃবৃদ্ধ আলেমকে 'কুরআন মাখলুক না' এ আকিদায় বিশ্বাসী হওয়ার অপরাধে (?) গ্রেফতার করিয়েছিলেন। এ বর্ষীয়ান আলেমকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় খলিফার দরবারে হাজির করা হলো। তিনি সুন্দর গঠন ও কান্তিময় চেহারার অধিকারী ছিলেন। তার চেহারায় পূর্ণ স্থিরতা, ভাবগাম্ভীর্য ও নির্ভীকতা ফুটে উঠছিল। তিনি অকুণ্ঠচিত্তে খলিফাকে সালাম করলেন। খলিফা বুজুর্গের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই তার চেহারায় লজ্জা ও সঙ্কোচের রেখা প্রস্ফুটিত হলো। তিনি লজ্জায় মাথানত করে বুজুর্গ ব্যক্তিকে বললেন, হজরত, আপনি আহমদ ইবনু আবি দাউদের প্রশ্নের জবাব দেন! বুজুর্গ বললেন, জাঁহাপনা! যুক্তি-তর্কে আহমদ ইবনু আবি দাউদ অতি দুর্বল ও তুচ্ছ প্রমাণিত হয়ে থাকে। [খলিফা মুহতাদি বললেন] আমি তখন দেখলাম আমার পিতার চেহারা রাগে-ক্ষোভে অগ্নি ঝরাচ্ছে। তিনি বললেন, কী বললেন! আবু আবদুল্লাহ [আহমদ ইবনু আবু দাউদের

উপনাম] আপনার সাথে যুক্তি-তর্কে দুর্বল ও তুচ্ছ প্রমাণিত হবে! বুজুর্গ বললেন, আমিরুল মুমিনিন, উত্তেজিত না হয়ে একটু ধীরে-সুস্থে কাজ করেন! আমাকে একটু অনুমতি দেন—আপনার সামনেই আমি তার সঙ্গে বহস করবো। ওয়াসিক বিল্লাহ বললেন, বেশ! অনুমতি দেওয়া হলো। বুজুর্গ জিজ্ঞাসা করলেন—আহমদ, তোমরা মানুষদের কোন আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দিয়ে থাকো? আহমদ বলল, আমরা মানুষকে 'কুরআন মাখলুক' হওয়ার আকিদার প্রতি দাওয়াত দিয়ে থাকি।

বুজুর্গ প্রশ্ন করলেন, এটা কি দ্বীনের এমন অংশ—যা ব্যতীত দ্বীন পূর্ণাঙ্গ হবে না? আহমদ ইতিবাচক জবাব দিয়ে বলল, হ্যাঁ। বুজুর্গ জিজ্ঞাসা করলেন—রাসুলুল্লাহ কি এই আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিয়েছিলেন? আহমদ বলল, না, তিনি এর প্রতি দাওয়াত দেননি।

বুজুর্গ জিজ্ঞাসা করলেন—তবে কি তিনি এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন? আহমদ বলল, অবশ্যই, তিনি এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

বুজুর্গ বললেন, তাহলে তোমরা কেন এমন বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দিয়ে থাকো, যে বিষয়ের দাওয়াত স্বয়ং রাসুলুল্লাহও দেন নি?

আহমদ বুজুর্গের এ প্রশ্নের উত্তরে লা-জবাব হয়ে গেল। বুজুর্গ লোকটি তখন ওয়াসিক বিল্লাহকে সম্বোধন করে বললেন, আমিরুল মুমিনিন, এ হলো প্রথম পয়েন্ট। অতঃপর পুনরায় তিনি আহমদকে লক্ষ্য করে বললেন, এবার বলো, আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেছেন—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ.

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।[৯১]

অথচ তোমরা বলে থাকো, কুরআন মাখলুক হওয়ার আকিদা পোষণ না করলে দ্বীন পূর্ণ হবে না। এখন তোমাদের সত্যবাদী সাব্যস্ত করবো নাকি আল্লাহকে? আহমদ এরও কোনো উত্তর খুঁজে পেল না।

বুজুর্গ খলিফা ওয়াসিককে বললেন, আমিরুল মুমিনিন, এ হলো দ্বিতীয় পয়েন্ট। কিছুক্ষণ পরই বুজুর্গ লোকটি আহমদকে লক্ষ্য করে বললেন,

---

[৯১] সূরা মায়েদা : ০৩

আহমদ! আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه

হে রাসুল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আপনার নিকট অবতীর্ণ যাবতীয় বিষয়াদি পৌঁছে দেন; অন্যথায় ধরা হবে, আপনি আপনার রিসালাতের দায়িত্বই পালন করেন নি।[৯২]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—তোমরা যে আকিদার প্রতি মানুষকে আহ্বান করছ, নবীজি তা উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন কি-না? আহমদ আবারও নিরুত্তর ও নিশ্চুপ হয়ে গেল। বুজুর্গ এবারও ওয়াসিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমিরুল মুমিনিন, এটা হলো তৃতীয় পয়েন্ট।

কিছুক্ষণ পর বুজুর্গ আহমদকে জিজ্ঞাসা করলেন—আহমদ, বলো দেখি, নবীজি কুরআন মাখলুক হওয়ার বিষয়টি জানতেন, কিন্তু কাউকে এর প্রতি দাওয়াত দেন নি; এটা কি তার জন্য জায়েজ ছিল? আহমদ উত্তর করল—হ্যাঁ, এটা তাঁর জন্য জায়েজ ছিল।

বুজুর্গ জিজ্ঞাসা করলেন—এটা কি খুলাফায়ে রাশেদিন তথা হজরত আবু বকর, উমার, উসমান ও আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুর জন্যও জায়েজ ছিল? উত্তরে আহমদ বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই।

এবার বুজুর্গ খলিফা ওয়াসিকের প্রতি মুখ করে বললেন, আমিরুল মুমিনিন, যে সুযোগ [উম্মতের প্রতি খলকে কুরআনের দাওয়াত না পৌঁছানো] নবীজির জন্য ছিল, সাহাবায়ে কেরামের জন্য ছিল, তা আমাদের জন্য না থাকার অর্থ কি এই নয় যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যাবতীয় সুযোগ হতে বঞ্চিত করেছেন? এ কথা শুনে ওয়াসিক বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। কোনো সুযোগ নবীজি ও সাহাবিদের জন্য থাকলে আমাদের জন্য না থাকলে সুযোগ হতে বঞ্চিত হওয়া বৈ আর কী হতে পারে? এ কথা বলে খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহ তার সচিবকে নির্দেশ দিলেন—বুজুর্গকে শৃঙ্খলমুক্ত করে দাও। নির্দেশ অনুযায়ী শিকলের বন্ধন খুলতে গেলে বুজুর্গ তা টেনে ধরলেন। শৃঙ্খলমুক্ত হতে চাচ্ছিলেন না।

---

[৯২] সূরা মায়েদা : ৬৭

ওয়াসিক জিজ্ঞাসা করলেন—কী হলো, শিকল ছাড়ছেন না কেন? বুজুর্গ বললেন, আমি মনস্থ করেছি এ শিকল সংরক্ষণ করবো এবং অসিয়ত করে যাবো, যেন আমার মৃত্যুর পর কাফনের সঙ্গে এটি বেঁধে দেওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহর দরবারে বিচার দেবো যে, হে আল্লাহ, আপনার বান্দাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তারা কেন আমাকে অন্যায়ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে আমার পরিবার-পরিজনকে পেরেশান করেছে!

বুজুর্গের কথা শুনে খলিফা অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। বুজুর্গও কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। উপস্থিত সকলের চোখে অশ্রু ছলছল করছিল।

খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহ অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন, শাইখ, আমাকে ক্ষমা করে দেন! বুজুর্গ বললেন, আমি তো আপনাকে তখনই ক্ষমা করে দিয়েছি, যখন আমি ঘর হতে বের হয়েছি। কারণ, আমি নবীজিকে মনে প্রাণে ভালোবাসি। আর আপনি হলেন তারই বংশধর।

বুজুর্গের কথা শুনে ওয়াসিকের চেহারা আনন্দে ভরে গেল। খলিফা আরজ করলেন—আপনি আমার এখানে থেকে যান, আমি আপনার সান্নিধ্যে ধন্য হবো! বুজুর্গ বললেন, আমার জন্য সীমান্ত অঞ্চলে বসবাস করাই উত্তম। কারণ, সেখানে আমার অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। ওয়াসিক বললেন, আপনার যেকোনো প্রয়োজনের কথা আমাকে বলুন!

বুজুর্গ বললেন, আমিরুল মুমিনিন, আমাকে শুধু সেখানে ফিরে যাবার অনুমতি দেন, যেখান থেকে নির্দয় আহমদ আমাকে গ্রেফতার করে এনেছিল। ওয়াসিক বুজুর্গকে অনুমতি দিলেন এবং সঙ্গে কিছু হাদিয়াও পেশ করলেন; কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করলেন।

মুহতাদি বিল্লাহ এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন—এরপর হতে 'খলকে কুরআন' বিষয়ে আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করলাম। আমার ধারণা [আমার আব্বাজান] খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহও তাঁর অবস্থান থেকে ফিরে এসেছেন।[৯৩]

স্বার্থত্যাগ

মালিকুদদার রহ. বলেন, একবার উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু চারশ' দিনার ভর্তি একটি থলে তার গোলামকে দিয়ে বললেন, এটা আবু উবাইদা ইবনুল

---

[৯৩] আল্লামা শাতিবি, *আল-ই'তিসাম* : ১/৩২৪-৩২৭

জাররাহ রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট নিয়ে যাও। তাকে এগুলো দিয়ে বলবে ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করতে। অতঃপর তুমি সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে এবং আড়াল থেকে চুপিসারে দেখবে যে, তিনি তা কোথায় ব্যয় করেন। পরে এসে আমাকে জানাবে। নির্দেশমতো গোলাম থলেটি আবু উবাইদা রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পৌঁছালো।

আবু উবাইদা রাজিয়াল্লাহু আনহু থলেটি গ্রহণ করে বললেন, আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করেন এবং তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করেন! অতঃপর তার এক ক্রীতদাসীকে ডেকে বললেন, নাও, এখান থেকে অমুককে সাত দিনার, অমুককে অমুককে পাঁচ দিনার করে দেবে। এভাবে দিতে দিতে একপর্যায়ে সবগুলো দিনারই ফুরিয়ে ফেললেন।

গোলাম ফিরে এসে পুরো ঘটনা খুলে বলল। আর এরই মধ্যে উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু অনুরূপ আরেকটি দিনার ভর্তি থলে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। এবং সেটি একইভাবে গোলামের হাতে দিয়ে বললেন, এটা মুআজ রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট নিয়ে যাও। তাকেও গিয়ে বলবে এগুলো আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য দেওয়া হয়েছে। তারপর লক্ষ্য রাখবে তিনি তা কোন খাতে ব্যয় করেন।

নির্দেশমতো গোলাম মুআজ রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গিয়ে বলল, আমিরুল মুমিনিন, এগুলো আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করতে বলেছেন। তিনিও থলেটি হাতে নিয়ে দুআ করলেন—আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করেন এবং তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করেন! অতঃপর ক্রীতদাসীকে ডেকে বললেন, এগুলো হতে অমুককে এত, অমুককে এত দিয়ে দেবে। এদিকে মুআজ রাজিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী পর্দার আড়াল হতে অতি সংগোপনে বলে উঠলেন—খোদার কসম! আমরাও অভাবে আছি; আমাদেরও কিছু দেওয়া হোক!

অবশেষে মুআজ রাজিয়াল্লাহু আনহু থলে হাতিয়ে দেখলেন, তাতে স্রেফ দুটি দিনার অবশিষ্ট ছিল। সে দুই দিনার স্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে মারলেন। গোলাম উমার রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট ফিরে এলো এবং তাকে পুরো ঘটনা

শোনালো। এতে উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বললেন, এরা সকলেই সহোদর ভাইয়ের মতো। পরস্পরের গুণাবলি একই রকম।[৯৪]

দামি কথা

উমার ইবনু আবদুল আজিজ রহ. খলিফাতুল মুসলিমিন উমার রাজিয়াল্লাহু আনহুর প্রপৌত্র সালেম ইবনু আবদুল্লাহ রহ.-কে লেখেন—আমার নিকট উমার ইবনুল খাত্তাব রাজিয়াল্লাহু আনহুর লেখা কয়েকটি চিঠি পাঠিয়ে দেন! উত্তরে সালেম রহ. লেখেন—

> হে উমার, সেসকল রাজা-বাদশাদের কথা স্মরণ করো, যাদের সৌখিনতা ও বিলাসিতা কখনো শেষ হতো না। আজ তাদের চক্ষু গলে গেছে। যারা কখনো তৃপ্ত ও তুষ্ট হতো না। আজ তাদের পেট পচে গেছে। আজ মাটির নিচে তাদের শবদেহ পড়ে আছে। কোনো নগণ্য ফকিরও যদি তাদের পাশে বসে, তবে দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে যাবে।[৯৫]

নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ করা চাই

একদিন ইমাম আবু হানিফা রহ. তার এক মজলিসে জনৈক ব্যক্তিকে ছেঁড়া-ফাঁড়া পুরনো কাপড় পরিহিতবস্থায় উপবিষ্ট দেখলেন। ইমাম সাহেব তাকে বললেন, এই জায়নামাজটি ওঠাও। এর নিচে কিছু দিরহাম রাখা আছে। লোকটি জায়নামাজ উঠিয়ে দেখল—তাতে এক হাজার দিরহাম রয়েছে। ইমাম সাহেব তাকে বললেন, এই দিরহামগুলো নিয়ে যাও। এগুলো দ্বারা নিজের দুঃখ-দুর্দশা দূর করো। লোকটি বলল, আমি তো বিত্তশালী ও স্বচ্ছল। আল্লাহ তাআলা আমাকে অনেক নিয়ামত দান করেছেন। আমার এসবের প্রয়োজন নেই। ইমাম আবু হানিফা রহ. বললেন, তুমি কি এ হাদিস শোনো নি যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দার প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের বহিঃপ্রকাশ অন্যের নিকট হওয়াকে পছন্দ করেন? তোমার উচিত ছিল তোমার দুরবস্থা দূর করা, যাতে তোমার কোনো হিতৈষী বন্ধু তোমাকে দেখে পেরেশান না হয়। [৯৬]

---

[৯৪] আল্লামা মুনজিরি, *আততারগিব ওয়াততারহিব* : ২/৪১-৪২
[৯৫] *হিলইয়াতুল আউলিয়া* : ২/১৯৪
[৯৬] তারিখে বাগদাদ : ১৩/৩৬১

ঘা-ফোঁড়া নিরাময়ের এক অদ্ভুত চিকিৎসা!

আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ. ছিলেন অতি উঁচুমাপের একজন আলেম। একদা কেউ তাকে বলল, আমার হাঁটুতে দীর্ঘ সাত বছরের পুরনো একটি ফোঁড়া রয়েছে। সব ধরনের চিকিৎসা করিয়েছি; কিন্তু কোনো কাজ হলো না।

আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ. তাকে বললেন, এমন একটি জায়গা খোঁজে বের করো, যেখানে পানির সঙ্কট খুব বেশি। এবং লোকজনও পানির তীব্র প্রয়োজন অনুভব করছে। সেখানে গিয়ে একটি কূপ খনন করো। সেখানে একটি পানির প্রস্রবণ প্রবাহিত হলে তোমার ফোঁড়া উপশম হবে বলে আশা করা যায়। লোকটি তাই করল। দেখা গেল কয়েকদিনের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল।

এ ঘটনা আল্লামা মুনজিরি রহ. ইমাম বায়হাকি রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। ঘটনাটি বর্ণনার পর আল্লামা মুনজিরি রহ.বলেন—এজাতীয় একটি ঘটনা আমাদের শাইখ আবু আবদুল্লাহ হাকেম রহ.-এরও ঘটেছে। তার চেহারা মোবারকে একবার ফোঁড়া উঠেছিল। বহু চিকিৎসা করার পরও তা উপশম হলো না। প্রায় সাত বছর যাবৎ তিনি এ রোগে ভুগেছিলেন। তারপর একদিন শুক্রবারে ইমাম আবু উসমান সাবুনি রহ.-এর দরবারে এসে দুআর আবেদন জানালেন। তিনি তাৎক্ষণিক দুআ করে দিলেন। উপস্থিত সকলেই তার দুআয় আমিন বললেন। পরবর্তী শুক্রবারে জনৈকা মহিলা একটি চিরকুট লিখে ইমাম সাবুনি রহ.-এর নিকট পাঠালেন। তাতে লেখা ছিল—

> গত শুক্রবারে আপনার সঙ্গে শাইখ আবু আবদুল্লাহ হাকেমের সুস্থতার দুআ করে বাড়ি গিয়েছিলাম। বাড়িতে গিয়েও তার সুস্থতার জন্য অনেক দুআ করি। সে রাতে আমি স্বপ্নে নবীজির সাক্ষাৎ-লাভে ধন্য হই। তিনি আমাকে বললেন, আবু আবদুল্লাহকে বলো, সে যেন মুসলিমদের জন্য ব্যাপকভাবে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে।

শাইখ হাকেম রহ. যখন এ ঘটনা শুনতে পেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়ির সামনে দরজা বরাবর একটি পানির নালা খুলে দিলেন। যার থেকে লোকজন তৃপ্তি সহকারে পানি পান করত। এ ঘটনার এক সপ্তাহ না-যেতেই শাইখ হাকেমের ফোঁড়া সেরে উঠার আলামত দেখা গেল। চেহারায় পূর্বের ন্যায়

উজ্জ্বলতা ও সুস্থতার ভাব ফুটে উঠল। এরপর তিনি কয়েক বছর জীবিত ছিলেন।[৯৭]

তুখোড় মেধা

আল্লামা ইবনুল জাওজি রহ. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তির ঘরে রাত্রিবেলায় ডাকাতদল ঢুকে তাকে বেঁধে ফেলল। অতঃপর তারা ঘরের সকল মালামাল লুটপাট করতে লাগল। সবকিছু ছিনিয়ে নেয়ার পর তারা লোকটিকে হত্যা করার ইচ্ছা করল; কিন্তু তাদের দলপতি বলল, প্রয়োজনে তার সবকিছু নিয়ে যাও। তবুও তাকে ছেড়ে দাও। আর তাকে বলো, সে যেন এ মর্মে কুরআন ছুঁয়ে শপথ করে—

> আমি জীবনে কাউকে বলবো না কারা আমার ঘরে ডাকাতি করেছে। আর যদি বলি তাহলে আমার স্ত্রী তিন তালাক।

গৃহকর্তা বেচারা জীবন রক্ষার তাগিদে শপথ করল; কিন্তু পরক্ষণে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। সকালে বাজারে গিয়ে দেখল যে, তার অপহৃত মালামাল বেশ ধুমধাম করে বিক্রি করছে। লোকটি স্ত্রী তালাকের ভয়ে মুখ খুলতেও পারছে না। অগত্যা সে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর খেদমতে হাজির হয়ে ঘটনা খুলে বলল এবং এহেন পরিস্থিতিতে তার করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ চাইল। ইমাম সাহেব রহ. পরামর্শ দিলেন—তুমি তোমার মহল্লায় গিয়ে সেখানকার গণ্যমান্য লোকদের একত্র করো। আমি তাদের কেবল একটি কথা বলবো।

লোকটি ইমাম সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী সকলকে একত্র করল। ইমাম সাহেব রহ. সেখানে গিয়ে উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা কি চান, বেচারার মালগুলো সে ফেরত পেয়ে যাক? সকলেই একবাক্যে বলল, হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই তা চাই।

ইমাম সাহেব রহ. বললেন, তাহলে এক কাজ করেন। অত্র এলাকার সকল দুর্বৃত্তদেরকে আপনাদের মসজিদে আটকে রাখেন। অতঃপর তাদের এক এক করে বের করেন। যখনই কেউ বের হবে, সঙ্গে সঙ্গে লোকটিকে জিজ্ঞেস করবেন—এ লোকটি ডাকাতি করেছিল? যদি সে ডাকাত না হয়, তাহলে সে অস্বীকার করবে। অন্যথায় চুপ থাকবে। হ্যাঁ বা না—কিছুই

---

[৯৭] আততারগিব ওয়াততারহিব : ২/৫৩-৫৪

বলবে না। এ প্রক্রিয়া অবলম্বনে আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন, প্রকৃত ডাকাত কে। পাশাপাশি বেচারার স্ত্রীও তালাক হবে না। সকলে এ পন্থাটি গ্রহণ করল। এতে ডাকাত ধরা পড়ে গেল। গৃহকর্তা তার মালামালও ফেরত পেল। অধিকন্তু তার স্ত্রীও তালাক হলো না। [৯৮]

আরেকদিনের ঘটনা

এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর নিকট এসে বলল, হুজুর, আজ থেকে অনেকদিন পূর্বে আমি কিছু সম্পদ মাটির নিচে পুঁতে রেখেছিলাম। এখন সে স্থানটির কথা আমার স্মরণে আসছে না। এর একটা সমাধান দেন। ইমাম সাহেব রহ. বললেন, এ তো কোনো ফিকহি মাসআলা নয় যে, এর সমাধান বলে দেবো। তবে একটি পন্থা বলে দিচ্ছি পরীক্ষা করে দেখতে পারো। তুমি বাড়িতে ফিরে যাও। বাড়িতে গিয়ে সারা রাত নামাজ পড়বে। আশা করি সে স্থানটি তোমার স্মরণে চলে আসবে।

লোকটি ইমাম সাহেবের কথামতো বাড়িতে গিয়ে নামাজ আদায় করার জন্য প্রস্তুত হলো। এখনো চতুর্থ রাকাত শেষ করতে পারে নি। অমনি সে জায়গার কথা তার মনে পড়ে গেল। সে ফিরে এসে ইমাম সাহেবকে ঘটনা শুনালে তিনি বললেন, আমার ধারণা ছিল, ইবলিস তোমাকে সারা রাত নামাজ পড়ার সুযোগ কোনো অবস্থাতেই দেবে না; কিন্তু তোমার উচিত ছিল গচ্ছিত ধনের সন্ধান পাওয়ার পরও সারা রাত নামাজে রত থাকা। এতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় হয়ে যেত।[৯৯]

একটি মজার গল্প

চার রাকাত-বিশিষ্ট নামাজের দ্বিতীয় রাকাতে বসে শুধু আত্তাহিয়্যাতু পড়তে হবে। দরুদ শরিফ পড়া যাবে না।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব হলো—

> কেউ যদি দ্বিতীয় রাকাতে ভুলবশত আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর 'আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদ' পর্যন্ত পড়ে ফেলে, তাহলে তার ওপর সেজদা সাহু ওয়াজিব।

---

[৯৮] আল্লামা তাকিউদ্দিন হামাবি, *সামারাতুল আওরাক আলাল মুস্তাতরিফ* : ১/১৪৬-১৪৭
[৯৯] প্রাগুক্ত

এ প্রসঙ্গে একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণিত আছে—

একবার ইমাম আবু হানিফা রহ. স্বপ্নযোগে নবীজির সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন। নবীজি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর দরুদ পাঠ করে, তুমি কীভাবে তার ওপর সেজদা সাহু ওয়াজিব বলে থাকো? ইমাম সাহেব উত্তর করলেন—তার কারণ হলো, সে আপনার ওপর দরুদ পাঠ করেছে ভুলবশত [যা উদাসীনতার লক্ষণ]। নবীজির নিকট এ উত্তরটি বেশ মনঃপূত হলো।[১০০]

এক হাদিসের জন্য এক বছর...!

আল্লামা ইবনু আবদিল বার রহ. স্বীয় সনদে গালেব কাত্তান রহ.- এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। এ ঘটনা হতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম ইলমে হাদিসের জন্য কত কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করেছেন। একেকটি হাদিসের জন্য কত দূর-দূরান্ত পথ পাড়ি দিয়েছেন। গালেব কাত্তান ছিলেন একজন তুলার ব্যবসায়ী। স্রেফ ব্যবসার উদ্দেশ্যেই একবার তিনি কুফা নগরীতে গমন করেন; কিন্তু কুফায় পৌছার পর ভাবলেন—এখানকার বিজ্ঞ হাদিস বিশারদগণের কাছ থেকে কিছু হাদিসের জ্ঞান অর্জন করাও উচিত। সেখানে তখন হাদিসের দরস দান করতেন তৎকালীন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সুলাইমান আল-আ'মাশ রহ.। গালেব তার দরসে রীতিমতো আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। এবং তার কাছ থেকে ইলমে হাদিস আহরণ করলেন। পরিশেষে যখন ব্যবসার কাজ সেরে বসরায় সফর করার ইচ্ছা করলেন, তখন কুফার সর্বশেষ রাত কাটালেন ইমাম আ'মাশ রহ.-এর কাছে। শেষরাতে সুলাইমান আল-আ'মাশ তাহাজ্জুদের নামাজে নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন—

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ.

> আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায় নিষ্ঠাবান জ্ঞানীগণও এ মর্মে সাক্ষ্য দেন।[১০১]

---

[১০০] আল-বাহরুর রায়েক : ২/১০৫
[১০১] সূরা আলে ইমরান : ১৮

উক্ত আয়াতের পাশাপাশি তিনি আরও কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করলেন। এতে গালেব কাত্তান রহ. ধারণা করলেন, সম্ভবত ইমাম আ'মাশ রহ.-এর এ আয়াত সংশ্লিষ্ট কোনো হাদিস জানা আছে। তাই সকালবেলা বিদায়ের মুহূর্তে তিনি ইমাম আ'মাশ রহ.-কে জিজ্ঞেস করলেন—আপনাকে রাত্রিবেলায় দেখলাম একটি আয়াত বারবার পড়ছেন, উক্ত আয়াত সম্পর্কে আপনার কোনো হাদিস জানা আছে? আমি সারাটা বছর আপনার সান্নিধ্যে ছিলাম, অথচ আপনি তো এ হাদিস আমাকে কখনো শোনান নি! অমনি ইমাম আ'মাশের মুখ হতে বের হয়ে গেল—

والله لا أحدثنك به سنة.

খোদার কসম, তোমাকে এ হাদিস আগামী এক বছরেও শোনাবো না।

গালেব ব্যবসায়ী মানুষ। তিনি এখানে নিছক ব্যবসার উদ্দেশ্যেই এসেছিলেন। এক বছরে যে পরিমাণ হাদিস তিনি অর্জন করেছেন, তা কোনো অংশে কম ছিল না। আর এখন কেবল একটি হাদিস বাকি আছে। তাও কোনো বিধান সম্পর্কিত নয়; বরং ফজিলত সংক্রান্ত; কিন্তু হাদিসের আগ্রহ-উদ্দীপনা এতই প্রবল ছিল যে, তিনি ইমাম আ'মাশ রহ.-এর এ কথা শুনে তৎক্ষণাৎ তার সফর মুলতবি করেন। এবং আরও এক বছর তার সোহবতে থাকার দৃঢ় সংকল্প করেন। গালেব কাত্তান নিজেই বলেন—

আমি সেদিন হতে সেখানেই অবস্থান শুরু করলাম এবং বছর পূর্তির দিন-তারিখ লিখে ইমাম আ'মাশের দরজায় ঝুলিয়ে দিলাম। এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর আমি তাকে বললাম, আবু মুহাম্মদ, বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন আমাকে সেই হাদিসটি শোনান! অতঃপর ইমাম আ'মাশ সে হাদিসটি শুনালেন—

حدثنى أبووائل عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بصا حبها يوم القيامة فيقول الله تعالى: عبدى عهد إلى وأنا أحق من وفى با لعهد أدخلوا عبدى إلى الجنة.

আমাকে আবু ওয়ায়েল আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত হাদিস শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—যে ব্যক্তি সূরা আলে ইমরানে উল্লিখিত

আয়াতগুলো [شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ] পাঠ করবে, তাকে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। সেদিন আল্লাহ তাআলা বলবেন—আমার বান্দা আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল। আর আমি অঙ্গীকারপূরণে সবচে' বড় হকদার। অতএব, হে ফেরেশতাসকল, তোমরা আমার বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও।[১০২]

রোগী সেবায় ইসলামি নীতিমালা

নবীজি রোগীর সেবা-শুশ্রূষাকে ইসলামি অধিকার বলে সাব্যস্ত করেছেন; কিন্তু অনেকেই রোগীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও তার সেবা-যত্ন করার নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা রোগীর সান্ত্বনা ও স্বস্তির পরিবর্তে অশান্তি ও দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নবীজি স্বীয় বাণী ও কর্মের মাধ্যমে আমাদেরকে এর সঠিক নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। প্রতিটি মুসলমানের উচিত, এগুলোর প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা :

ক. আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবীজির অভ্যাস ছিল—কেউ অসুস্থ হলে স্বীয় ডান হাত রোগীর শরীরের ওপর রেখে এই দুআ পাঠ করতেন—

رَبَّ النَّاسِ ، أَذْهِبِ البَأْسَ ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقماً.[১০৩]

খ. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রোগী দেখার সুন্নত তরিকা হলো—তার নিকট গিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবে। উচ্চ আওয়াজে কথা বলবে না।[১০৪]

গ. রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন—

العيادة فواق ناقة.

উটনির দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময়ের বিরতি পরিমাণ সামান্য সময় রোগীর নিকট বসবে।[১০৫]

---

[১০২] ইবনু আবদিল বার, *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি* : ১/৯৯

[১০৩] *বুখারি* : ৫৭৪৫; *মুসলিম* : ২১৯৪

[১০৪] মিশকাতুল মাসাবিহ : পৃ.১৩৮

ঘ. সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. বলেন, 'সবচে' উত্তম রোগী দেখা হলো—তার নিকট অতি অল্প সময় বসে দ্রুত উঠে যাওয়া।'[১০৬]

এ সকল বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে জোর তাগিদ দিয়েছেন যে, রোগীর নিকট এত বেশি সময় না বসা চাই, যা তার বিরক্তি ও অস্বস্তিবোধের কারণ হয়।

মোল্লা আলি কারি রহ. জনৈক বুজুর্গের ঘটনা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা একবার বিখ্যাত সুফি বুজুর্গ সিররি সাকতি রহ.-কে দেখতে গেলাম। তিনি ছিলেন অসুস্থ। আমরা দীর্ঘক্ষণ তার নিকট বসে ছিলাম। আর এদিকে তিনি পেটের ব্যথায় কাতরাচ্ছিলেন। পরিশেষে আমরা তাকে বললাম, হুজুর, আমরা চলে যাচ্ছি, আমাদের জন্য দুআ করবেন। তখন সিররি সাকতি রহ. এই বলে দুআ করলেন—

اللهم علمهم كيف يعودون المرضى.

হে আল্লাহ, আপনি এদেরকে রোগী দেখার নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেন!

এ প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা :

এক ব্যক্তি রোগী দেখতে গিয়ে সেখানে গেড়ে বসে পড়ল। রোগী বেচারা রোগ-যন্ত্রণায় কাতর ছিল। সে যখন বুঝতে পারল যে, লোকটি উঠতে চাচ্ছে না, তখন বলল, যাতায়াতকারীরাই আমাকে কষ্ট দিচ্ছে; কিন্তু কিছুতেই আল্লাহর বান্দার বোধ হলো না। সে বলল, তাহলে কি দরজা বন্ধ করে দেবো? অগত্যা রোগী বলল, অবশ্যই। তবে বাহির থেকে বন্ধ করো। মোল্লা আলি কারি রহ. বলেন, কিন্তু কেউ যদি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে যে, তার বসার দ্বারা রোগী খুশি হচ্ছে, তবে তা ভিন্ন কথা।[১০৭]

অস্ট্রেলিয়াতে খরগোশের উপদ্রব

'জন উইলিয়াম গালাস' স্বরচিত এক নিবন্ধে উল্লেখ করেন, 'যখন অস্ট্রেলিয়া মহাদেশটি আবিষ্কৃত হলো, সেখানে ইউরোপীয় বহু লোক বসতি স্থাপন শুরু করল। তারা লক্ষ্য করল যে, অস্ট্রেলিয়ার কোথাও খরগোশ নেই। এ সকল

---

[১০৫] ইবনু আবিদদুনইয়া : ১৮৬; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান : ৯২২২
[১০৬] ইবনু আবিদদুনইয়া : ৬৬; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান : ৯২২১
[১০৭] মিরকাতুল মাফাতিহ : ২/৩১৮-৩১৯

ইউরোপিয়ান খরগোশ শিকারে অভ্যস্ত ছিল। শিকারের সময় যেসব মজাদার ঘটনার সম্মুখীন হতো তা তাদের স্মৃতিপটে উদয় হতে লাগল। তাদেরই একজন ছিল 'টমাস অস্টিন'। তিনি সর্বপ্রথম ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ার বন-জঙ্গলকে জীব-জন্তু দিয়ে সাজানোর প্রয়াস চালালেন। সে সুবাদে তিনি ইউরোপ থেকে বারো জোড়া খরগোশ এনে সেখানকার বনভূমিতে ছেড়ে দিলেন; কিন্তু খোদার লীলা বুঝা বড় দায়! ইউরোপের বন-জঙ্গলে খরগোশের পাশাপাশি এমন সব প্রাণীও আছে যেগুলো খরগোশের প্রাকৃতিক দুশমন। আর এসব প্রাণীর কারণেই সেখানকার খরগোশের প্রজনন স্বাভাবিকভাবে বিস্তার লাভ করেছে; কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় সেসব প্রাণী ছিল না। ফলে বারো জোড়া খরগোশের বংশ বিস্তার হলো এবং ক্রমে তা অস্বাভাবিকভাবে বেড়েই চলল। একপর্যায়ে সমগ্র অস্ট্রেলিয়ায় খরগোশে ভরে গেল। এ অবাধ্য ও লাগামহীন প্রাণী খেত-খামার ও চারণভূমি উজাড় করতে লাগল। কোনো চারণভূমিতে একবার ঢুকতে পারলে তা সাবাড় করে ছাড়ত। এক কথায়—যে প্রাণীকে অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশ-প্রকৃতি মনোরম করতে ইউরোপ থেকে আনা হয়েছিল, তা এখন পুরো উপমহাদেশের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর থেকে পরিত্রাণের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হলো; কিন্তু কিছুতেই কাজ হলো না। সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। অতঃপর এক প্রকার বিষাক্ত খাবার প্রয়োগ করে খরগোশনিধন অভিযান শুরু হলো; কিন্তু ফলাফল জিরো। এতেও রেহাই মেলে নি। অবশেষে কয়েক বছর চেষ্টা-সাধনার পর এ সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া গেল এক ধরনের ঔষধ আবিষ্কারের মাধ্যমে। যা প্রয়োগ করলেই খরগোশ এক মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ত এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। এতে খরগোশের বংশ বিস্তার হ্রাস পেতে লাগল। ফলে শুষ্ক মাঠ-ঘাট, পাহাড়-পর্বত ও বনাঞ্চল আবারো সবুজ-শ্যামল ও ফলে-ফুলে ভরে উঠল। এ ছাড়াও ছাগল পালনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের আয় কয়েকগুণ বেড়ে গেল। ১৯৫২-১৯৫৩ অর্থ বছরে এর মাধ্যমে বৃদ্ধি পাওয়া আয়ের পরিমাণ ছিল—৮৪ মিলিয়ন পর্যন্ত।[১০৮]

---

[১০৮] জন কিল্লার মুসমা কর্তৃক রচিত The Evidence God The of Expanding Universe-এর আরবি অনুবাদ الله يتجلى في عصر العلم : পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৫১

কুদরতি কারিশমা

উল্লিখিত নিবন্ধকার তার একই গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'Jack in the pulpoint' নামে এক প্রকার ফুল আছে। এ ফুলের চারায় দু'রকম ফুলের গুচ্ছ থাকে। নর ও মাদি। এ ফুলটির চারাগাছে তৃণলতার বৃত্ত থাকে, যা ছোট ছোট পেয়ালার মতো গোলাকার। সে বৃত্ত হতেই ফুল পত্র-পল্লবিত হয়ে পূর্ণ মাত্রায় প্রস্ফুটিত হয়। এ ফুলের প্রজনন-পদ্ধতি অন্যান্য ফুলের মতোই নর-মাদির মিলনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তবে এ ফুলের মিলন-পদ্ধতিটা অন্যান্য ফুলের চাইতে একটু ব্যতিক্রম ও অদ্ভুত। এ ফুলে নর-মাদির মিলন সরাসরি না হয়ে এদের মিলন হয় ছোট্ট কীটের মাধ্যমে। এ ফুলের লতাগুল্ম দ্বারা সৃষ্ট বৃত্তের বহিরাংশ থাকে প্রশস্ত আর ভেতরের অংশ থাকে সঙ্কীর্ণ। ছোট্ট কীটগুলো উক্ত বৃত্তের মাঝে ঢুকতে মরিয়া হয়ে ওঠে; কিন্তু মাঝ পথে যেয়ে ফেঁসে যায়। কারণ, প্রথমত ভেতরের দিক অতি সঙ্কীর্ণ। তাছাড়া কোনো পোকা তাতে প্রবেশ করতে চাইলে ফুলটির ওপর দিক হতে মোমের মতো এক ধরনের বিশেষ পদার্থ বৃত্তের মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে পোকার প্রবেশ পথে সরে আসে। ফলে বৃত্তের মাঝ পথে যেয়ে পোকা আটকা পড়ে যায়। সামনে বা পেছনে কোনো দিকেই সরার পথ খুঁজে না পেয়ে দিশেহারা ও উন্মাদের মতো ঘুরতে থাকে। আর তখনই বৃত্তের ভেতরকার প্রজননের পদার্থ তার সর্বাঙ্গে লেগে যায়। যখন এ কাজ সম্পন্ন হয়, অমনি বৃত্তের উপরিভাগ দিয়ে মোমের মতো পদার্থ নির্গত হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এবং ধীরে ধীরে উপরিভাগ শুষ্ক হতে থাকে। তখন পোকা একটু জোরে ধাক্কা দিলেই আবরণটি সরে যায়। অতঃপর পোকা বেরিয়ে আসে। এরপর পোকাটি সে অবস্থায় কোনো একটি মাদি গাছের বৃত্তে প্রবেশ করে এবং একইভাবে মাঝ পথে গিয়ে আটকে যায়। তবে এ ক্ষেত্রটা নরের চাইতে একটু বিচিত্র। কারণ, এ বৃত্তে ঢুকার পর পোকাটি আর বের হতে পারে না। আজীবনের জন্য আটকে যায় এবং সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে পোকাটি তার শরীরের শেষশক্তি দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা চালায়। তখন তার শরীরে থাকা নর-প্রজনন পদার্থ মাদি চারার জরায়ুতে স্থানান্তরিত হয়। আর এভাবেই প্রজনন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এটা সত্যিই কুদরতে ইলাহির অদ্ভুত কারিশমা!

প্রথমে পোকাটিকে নর গাছটি তার ভেতর ঢোকার সুযোগ দিয়ে পুনরায় বের হওয়ার পথ বন্ধ করে ক্ষণিকের জন্য আটকে ফেলে। তারপর বের হওয়ার

সুযোগ করে দেয়। পক্ষান্তরে মাদি গাছটিও পোকাটিকে ভেতরে প্রবেশের সুযোগ দেয়; কিন্তু আর বের হতে দেয় না।

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতইনা মহান![১০৯]

নিবন্ধকার উক্ত ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, এসব কুদরতি কারিশমা কি মহান আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয় না? এসকল সুনিপুণ ও বিচিত্র সৃষ্টিকে যদি নিছক প্রাকৃতিক-রীতি বলে ধারণা কর হয়, তবে তা বোকামি বৈ কিছুই নয়। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমাদেরকে এ কথা মেনে নিতেই হবে যে, এগুলো নিঃসন্দেহে এক নিখুঁত ও সুসংহত ব্যবস্থাপনারই ফল।

আবদুল্লাহ ইবনু মুবারকের বৈপ্লবিক জীবন

আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ. ছিলেন এমন ব্যক্তিত্ব, যার নাম আজও বিশ্বের মুসলিম অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। ইলমে হাদিস, ফিকহ ও তাসাউফ—এই তিন শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন তিনি; কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না যে, তিনি জীবনের শুরু থেকেই এসকল গুণের অধিকারী ছিলেন না। যৌবনের শুরুতে তিনি ছিলেন অতি স্বাধীনচেতা ও উগ্র যুবক। তখন তিনি নেশা, গান-বাজনা ও আমোদ-প্রমোদে সর্বদা বুঁদ হয়ে থাকতেন। আল্লাহ তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ ও বিত্ত-বৈভব দান করেছিলেন। তার সম্পদের মধ্যে একটি ছিল আপেলের বাগান। ফল পাড়ার মৌসুমে একবার তিনি জমকালো ভোজন অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন এবং সকল বন্ধু-বান্ধবদের দাওয়াত করলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষে মদের আড্ডা জমল। একের পর এক মদের পাত্র খালি হচ্ছিল। আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক এত অধিক পরিমাণে মদ পান করলেন যে, একপর্যায়ে নেশার ঘোরে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। সারা রাত এভাবেই কাটল। সকালে হুঁশ ফিরতেই দেখলেন বীণাটি পাশেই পড়ে আছে। সেটি উঠিয়ে বাজাতে চাইলেন; কিন্তু তা অকেজো মনে হলো। শত চেষ্টা করেও তাতে সুর উঠাতে পারলেন না। এতে আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। অমনি বীণা হতে আওয়াজ এলোঢ়

---

[১০৯] সূরা মুমিনুন : ১৪

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

মুমিনদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণে কোমল ও বিগলিত হওয়ার সময় এখনো কি হয় নি?[১১০]

কুরআনের এ নির্মলবাণী শুনে তার হৃদয়-আত্মা কেঁপে উঠল। তিনি তৎক্ষণাৎ বীণাটি ভেঙে ফেললেন। মদের মটকাগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললেন। পরনের রেশমি কাপর ছিঁড়ে টুকরা-টুকরা করে ফেললেন। এমনকি তখনি তওবা করে ইলম অন্বেষণ ও আল্লাহর ইবাদতে লেগে গেলেন। ঘটনাটি আবু আবদুল্লাহ হাম্মাদ তার 'মুখতাসারুল মাদারেক' নামক গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেন; কিন্তু 'তবাকাতে কাফাবি'-তে ভিন্ন রকম রয়েছে। তাতে উল্লেখ আছে—

আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক মদের নেশায় ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে দেখেন যে, একটি প্রাণী নিকটবর্তী একটি গাছের পাশ থেকে উক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করছে। তা শুনেই তাঁর জীবনের পট পরিবর্তন হয়ে যায়।

উভয় ঘটনার সমন্বয় সাধনে শাহ আবদুল আজিজ রহ. বলেন, হতে পারে আল্লাহ তাআলা সর্ব প্রথম তাকে স্বপ্নযোগে প্রাণীর মাধ্যমে সতর্ক করেছেন। অতঃপর ঘুম থেকে সজাগ হবার পর বীণা দ্বারা তাগিদ দিয়েছেন। [১১১]

ওয়াদা রক্ষা

হাফিজ আবুল কাসেম তবরানি রহ. তার সনদে জারির ইবনু আবদিল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহুর একটি শিক্ষণীয় ঘটনা বর্ণনা করেন। একবার তিনি গোলামকে একটি ঘোড়া ক্রয় করার জন্য হুকুম করলেন। গোলাম বাজারে গিয়ে তিনশত দিরহামের বিনিময়ে ঘোড়া ক্রয় করে বিক্রেতাকে জারির রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট নিয়ে এলো মূল্য পরিশোধের জন্য। জারিরকে ঘোড়ার নির্ধারণ করা মূল্য শোনানো হলো এবং তার সামনে ঘোড়াও পেশ করা হলো। তিনি ঘোড়াটি পর্যবেক্ষণ করে বিক্রেতাকে বললেন, তোমার এ ঘোড়া তিনশ' দিরহামের চেয়েও বেশি মূল্যের। তুমি কি এটা চারশ' দিরহামে বিক্রি করবে? সে বলল, আমি রাজি। জারির রাজিয়াল্লাহু আনহু পুনরায়

---

[১১০] সূরা হাদিদ : ১৬
[১১১] বুস্তানুল মুহাদ্দিসিন : পৃ.৯৭

তাকে বললেন, তোমার ঘোড়া চারশ'র চেয়েও অধিক মূল্যের। সুতরাং তুমি পাঁচশ' দিরহামে বিক্রি করবে? লোকটি বলল, আমি অবশ্যই রাজি। এভাবে জারির রাজিয়াল্লাহু আনহু একশ' একশ' করে ঘোড়ার মূল্য বাড়াতে লাগলেন। পরিশেষে আটশ' দিরহামে ঘোড়াটি খরিদ করলেন।

লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল—বিক্রেতা যেখানে তিনশ' দিরহামে রাজি ছিল, সেখানে আপনি কেন আটশ' দিরহামে ক্রয় করে নিজের গচ্ছা দিলেন? জবাবে তিনি বললেন, লোকটি ঘোড়ার প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে অবগত নয়। আমি তার হিতাকাঙ্খী হিসেবে উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করেছি। কারণ, আমি সর্বদা মুসলমানের হিত কামনা করার ব্যাপারে নবী কারিম সা.-এর সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিলাম। [১১২]

খোদাভীতি

রিবয়ি ইবনু হিরাশ রহ. ছিলেন একজন উঁচুমাপের তাবিয়ি। তার একটি অনন্য গুণ ছিল—তিনি কখনো মিথ্যা বলেন নি। একবার তিনি কসম করে বললেন, পরকালে আমি আমার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত হাসবো না। বাস্তবেই তিনি সারা জীবনে একবারও হাসেন নি। মৃত্যুর সময় কেবল তাকে হাসতে দেখা গিয়েছিল। ঠিক একই ঘটনা তার ভাই রবি ইবনু হিরাশ রহ.-এর ক্ষেত্রে ঘটেছে। তিনিও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—তার অবস্থান জান্নাত না জাহান্নামে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে কখনো হাসবেন না। মৃত্যুর পর তার গোসলদাতাগণ বর্ণনা করেন, আমরা যতক্ষণ তাকে গোসল দিচ্ছিলাম ততক্ষণ তিনি একটানা হাসছিলেন। তাদের আরেক ভাইয়ের নাম ছিল মাসউদ। তিনি মৃত্যুর পর কথা বলেছিলেন। এককথায়—গোটা পরিবারটাই যেন ছিল রতনে রতনে ভরা!

বিদূষী নারী

শাইখ আলাউদ্দিন সমরকান্দি রহ. *তুহফাতুল ফুকাহা* নামক একটি কিতাব রচনা করেন। যার ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখেন তারই প্রিয় ছাত্র ইমাম আবু বকর ইবনু মাসউদ কাসানি রহ.। যা *বাদায়েউস সানায়ে* নামে প্রসিদ্ধ। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আজও তা আলোড়ন সৃষ্টিকারী যুগান্তকারী গ্রন্থ। আল্লামা শামি রহ.-এর

---

[১১২] ইমাম নববি, শরহে মুসলিম : ১/৫৫

বক্তব্য অনুযায়ী ফিকাহশাস্ত্রে এটি একটি অদ্বিতীয় কিতাব। যা-হোক, ইমাম কাসানি রহ. তার ব্যাখ্যাগ্রন্থটি রচনা করে শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদকে দেখালেন। উস্তাদ তা দেখে ভীষণ খুশি হয়েছেন। এবং নিজের কলিজার টুকরা প্রিয় কন্যা ফাতেমাকে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন। যাকে বিয়ে করার জন্য অনেক রাজা-বাদশা পর্যন্ত প্রস্তাব করেছিল; কিন্তু শাইখ আলাউদ্দিন তাদের কারও প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। ফেকাহ ও ফতোয়াশাস্ত্রে এ মহীয়সী নারীর এতই বুৎপত্তি ছিল যে, রীতিমতো তিনি ফতোয়া লিখতেন। পরবর্তী সময়ে দেখা যেত কেউ কোনো ফতোয়া বা লিখিত সমাধান চাইলে উত্তরপত্রে তিন হাতের লেখা থাকত। কিছু অংশ শাইখ আলাউদ্দিনের, কিছু অংশ আল্লামা কাসানি রহ.-এর আর কিছু অংশ তার স্ত্রী ফাতেমার।[১১৩]

উম্মে সুলাইম রা.-এর ঈমানদীপ্ত ঘটনা

রাসুলুল্লাহ সা. যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তিদেরকে জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, উম্মে সুলাইম রাজিয়াল্লাহু আনহা তাদের অন্যতম। তার মূল নাম ছিল রুমাইসা। জাবির রাজিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, আমি [স্বপ্নযোগে] জান্নাতে প্রবেশ করেছিলাম। হঠাৎ আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেখানে অবস্থানরত আবু তালহার স্ত্রী রুমাইসার প্রতি। নবীজির যুগে তার এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল—যা তাকে সাহাবিদের মধ্যে অনুপম করে রেখেছে।[১১৪]

নিম্নে তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুলে ধরা হলো :

ক. বিবাহ

উম্মে সুলাইম রাজিয়াল্লাহু আনহার বিবাহের ঘটনা ছিল অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও বিচিত্র। তিনি বিবাহের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু তার স্বামী আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু আনহু তখনো মুসলিম হন নি। আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু আনহু তাকে কাফের অবস্থায়ই বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। উম্মে সুলাইম উত্তরে আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, আবু তালহা, তোমার জানা আছে কি, তুমি যেই কাঠ [মূর্তি]-এর পূজা করছ সেটি মূলত

---

[১১৩] ফাতাওয়া শামি : ১/১০০

[১১৪] বিস্তারিত দেখুন—আবু নুআইম ইস্পাহানি কৃত 'হিলইয়াতুল আউলিয়া'

মাটি হতে উৎপন্ন এক তুচ্ছ জিনিস, যাকে অমুক গোত্রের হাবশি লোক মনগড়া উদ্ভাবন করেছে? আবু তালহা বললেন, হ্যাঁ! আমি জানি।

উম্মে সুলাইম বললেন, এরকম একটি কাঠকে মাবুদরূপে গ্রহণ করতে তোমার লজ্জা করে না? যা-হোক, তোমার মতো ব্যক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তবে সমাস্যা হলো—আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর তুমি এখনো কাফের। যদি তুমি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করো, তাহলে আমার মোহর দিতে হবে না। আবু তালহা বললেন, তাই বলে শুধু ইসলাম গ্রহণ তোমার মতো মহীয়সীর মোহর হতে পারে না। উম্মে সুলাইম বললেন, তাহলে আমার মোহর কী হতে পারে? আবু তালহা উত্তর করলেনড়কেন স্বর্ণ-রৌপ্য! উম্মে সুলাইম বললেন, আমার এসবের প্রয়োজন নেই। আমি কেবল তোমার ইসলামই কামনা করি।

এ কথা শুনে আবু তালহার হৃদয়াকাশে ইসলামের প্রতি অগাধ ভালোবাসা চমকে উঠল। তাই কালবিলম্ব না করে তিনি রাসুলুল্লাহর খেদমতে হাজির হলেন। নবীজি তখন সাহাবিদের মাঝে বসা ছিলেন। আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু আনহুকে দেখে তিনি সাহাবিদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আবু তালহা তোমাদের নিকট এমতাবস্থায় এসেছে যে, তার চোখে-মুখে ইসলামের নুর ঝলমল করছে। অতঃপর আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করে উম্মে সুলাইম রাজিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

খ. বীরত্ব ও সাহসিকতা

এই উম্মে সুলাইম রাজিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কেই আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন—উহুদযুদ্ধে আমি আয়েশা ও উম্মে সুলাইম রাজিয়াল্লাহু আনহুমাকে সার্বক্ষণিক তৎপর ও উদ্দম দেখেছি। তারা পানির ভরাপাত্র পিঠে বহন করে মুজাহিদদের পান করাতেন। পাত্র খালি হলে পুনরায় আবার বিশুদ্ধ পানি নিয়ে আসতেন। [তখনো পর্দার বিধান নাজিল হয় নি।]

হুনাইনের যুদ্ধে আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু আনহু তার স্ত্রীকে দেখেন, তিনি একটি খঞ্জর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আবু তালহা জিজ্ঞাসা করলেন—উম্মে সুলাইম, তোমার হাতে এটা কী? উম্মে সুলাইম বললেন, এটা খঞ্জর! কোনো মুশরিক আমার দিকে আসতে চাইলে এ খঞ্জরটি তার পেটে বসিয়ে দেবো। আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু আনহু স্ত্রীর বীরত্ব ও সাহসিকতায় যারপরনাই খুশি হলেন। এবং রাসুলুল্লাহ সা.-এর নিকট তা জানালেন। নবীজি বললেন, উম্মে

সুলাইম, এখন আর তোমাদের এত মেহনতের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট।

গ. ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তা

একবার আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তিনি ছেলেকে সে অবস্থায় রেখেই আপন কাজে চলে যান। বাড়িতে ছিলেন তার মা উম্মে সুলাইম রাজিয়াল্লাহু আনহু। একদিন ছেলেটি হঠাৎ-ই মারা গেল। ইতোমধ্যে সেদিনই আবু তালহা বাড়ি ফিরলেন। উম্মে সুলাইম স্বামীকে কিছু না জানিয়ে যে কক্ষে ছেলেটি মারা গিয়েছিল সেখানে একটি কাপড় দ্বারা ছেলের মৃতদেহ আবৃত করে এসে আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু আনহুর জন্য খাবার প্রস্তুতে নিয়োজিত হলেন। আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সেদিন রোজাদার। উম্মে সুলাইম রাজিয়াল্লাহু আনহু ভাবলেন—ইফতারের পূর্বে তাকে ছেলের মৃত্যুর সংবাদ দেওয়াটা ঠিক হবে না। যে কথা সে কাজ। আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু আনহু সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরলেন। বাড়িতে পা রেখেই ছেলের শারীরিক অবস্থা জানতে চাইলেন এবং তাকে দেখার জন্য কক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন; কিন্তু বুদ্ধিমতি স্ত্রী উম্মে সুলাইম রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। তাকে দেখার প্রয়োজন নেই। এ কথা শুনে আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু আনহু নিশ্চিন্ত মনে ইফতার করতে লাগলেন। উম্মে সুলাইম রাজিয়াল্লাহু আনহু স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য অন্যান্য দিনের মতো সাজগোজ করলেন। এমনকি বাড়ির পরিবেশে কোনো প্রকার শোকের ছায়াও ফেলতে দেন নি। সারা রাত যথারীতি হাসি-খুশি ও আনন্দ-ফুর্তিতেই স্বামীকে মাতিয়ে রাখলেন। তাহাজ্জুদের সময় উম্মে সুলাইম রাজিয়াল্লাহু আনহু আবু তালহাকে বললেন, অমুক গোত্রের লোকদের একটি স্বভাব বড়ই অদ্ভুত! তারা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে কোনো কিছু কর্জ আনার পর তা নিজের মনে করে বসে আছে। যখন প্রতিবেশীরা তা ফেরত চাইল, অমনি তারা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেল! আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এটা তো মহা অন্যায়। তারা খুবই নিন্দনীয় কাজ করেছে।

এবার উম্মে সুলাইম রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনার ছেলেটিকেও আল্লাহ তাআলা আপনাকে কর্জস্বরূপ দিয়েছিলেন। এখন তিনি তাকে ফেরত নিয়ে গেছেন। তিনিই তার প্রকৃত মালিক। অতএব, আমাদের ধৈর্যধারণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

আবু তালহা রাজিয়াল্লাহু আনহু এ কথা শুনে একদম ভেঙে পড়লেন এবং রাসুলুল্লাহ সা.-এর খেদমতে গিয়ে উম্মে সুলাইম রাজিয়াল্লাহু আনহুর এরূপ আচরণের অভিযোগ করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেন—

> আবু তালহা, আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি গতরাতে বিরাট বরকত অবতীর্ণ করেছেন।[১১৫]

ঘ. নবিজির প্রতি মহব্বত

আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ স্বীয় বিবিগণের ঘর ব্যতীত মদিনার অন্য কারও ঘরে যেতেন না। কেবল মাঝে মধ্যে উম্মে সুলাইমের ঘরে তাশরিফ নিতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তার প্রতি দয়া হয়। কারণ, তার ভাইকে আমার সামনেই শহিদ করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকেই অপর একটি বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ আমাদের ঘরে তাশরিফ নিলেন। দুপুরে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন। তীব্র গরমে তাঁর পবিত্র শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছিল। উম্মে সুলাইম রাজিয়াল্লাহু আনহু এ অবস্থা দেখে একটি শিশিতে তা সংগ্রহ করতে লাগলেন। হঠাৎ নবীজির ঘুম ভেঙে গেল। জিজ্ঞাসা করলেন—উম্মে সুলাইম, এ কী করছ তুমি! উম্মে সুলাইম উত্তর করলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, এতে আপনার ঘাম। আমি একে আতরের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করবো। কারণ, এ ঘাম পৃথিবীর সকল আতরের তুলনায় অধিক সুগন্ধিময়।[১১৬]

দ্বীনপ্রচারে উদারতা ও বিচক্ষণতার গুরুত্ব

দাওয়াত ও তাবলিগ তথা দ্বীনের প্রচার-প্রসারকার্যে এমনিতেই বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা থাকা চাই। তবে সন্দিগ্ধ রোগীর চিকিৎসা করা তুলনামূলক কঠিন কাজ। এ ক্ষেত্রে একজন দ্বীনের দায়ির জন্য সীমাহীন ধৈর্য-সহ্য, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং কথাকে শ্রোতার অন্তরে বদ্ধমূল করার মতো যোগ্যতা অর্জন করা জরুরি। আজ অধ্যয়নের ফাঁকে একটি হাদিস নজরে পড়েছে। এতে রাসুলুল্লাহ সা. সংশয়াকুল রোগীর চিকিৎসা কীভাবে করতেন, তা সহজেই অনুমেয়। আবু উমামা রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একবার নবীজির

---

[১১৫] বুখারি : ৫৪৭০; মুসলিম : ২১১৯,২১৪৪
[১১৬] হিলইয়াতুল আউলিয়া : ২/৫৭-৬১

নিকট কুরাইশ বংশের এক যুবক এসে এক অদ্ভুত বিষয়ের আবেদন জানাল। বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে জিনা করার অনুমতি দেন। ভেবে দেখুন—কী ঘৃণ্য ও ন্যক্কারজনক প্রস্তাব! যা পেশ করা হলো এমন পবিত্র সত্তার নিকট, যাঁর পবিত্রতা ও স্বচ্ছতার সামনে ফেরেশতা পর্যন্ত তুচ্ছ ও অতি নগণ্য। তাও আবার সাধারণ গুনাহর আবেদন নয়; জিনার মতো জঘন্য কাজের আবেদন! যার নাম পর্যন্ত কোনো ভদ্র ও শালীন ব্যক্তি মুখে উচ্চারণ করতে পারে না। নবীজি ছাড়া অন্য কেউ হলে হয়তো তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিত। এজন্যই উপস্থিত জনতা যুবকটির প্রতি রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং ইচ্ছামতো শাসাতে লাগল; কিন্তু জীবন উৎসর্গ করতে হয় রহমত ও শান্তির ধারকবাহক এ মহান সত্তার জন্য। তিনি যুবকটির হাব-ভাব ও চাল-চলন দেখে সহজেই আঁচ করতে পারলেন যে, সে শঠ, ধূর্ত কিংবা ইসলামবিদ্বেষী নয়; বরং সে সন্দেহের রোগী ও দুর্বল ঈমানের অধিকারী। তাকে ঘৃণা-লাঞ্ছনার পরিবর্তে আদর-স্নেহ ও মায়াডোরে বন্দি করাই কাম্য। তাই তিনি সাহাবিদের শাসাতে বারণ করলেন এবং যুবককে বললেন, তুমি আমার কাছে এসো। সে কাছে এলে তাকে দরদভরা কণ্ঠে নবীজি জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি এ কাজটি তোমার মায়ের জন্য পছন্দ করবে? যুবক উত্তরে বলল, না, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ হোক! কস্মিন কালেও না। তখন তিনি বললেন, তবে তো অন্যরাও তাদের মায়ের এ কাজটি পছন্দ করবে না।

এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, তোমার মেয়ে এ জঘন্য কাজে জড়িয়ে পড়ুক, এটাকি তুমি কখনো চাইবে? যুবক বলল, না, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ হোক! কক্ষনো না। নবীজি বললেন, তাহলে অন্য কেউ নিজ মেয়ে এ কাজে লিপ্ত হোক, তা চাইবে না।

এবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি এ কাজ তোমার বোনের জন্য পছন্দ করবে? যুবক বলল, না, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার জন্য আমার জীবন কুরবান হোক! কখনো না। নবীজি বললেন, তাহলে অন্যরাও তাদের বোনের জন্য এ কাজকে পছন্দ করবে না।

সবশেষে নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি এ কাজ তোমার ফুফু বা খালার জন্য পছন্দ করবে? যুবক বলল, না, হে আল্লাহর রাসুল! খোদার কসম! আমি এ কাজ আমার ফুফু বা খালার জন্য কখনোই পছন্দ করবো না। এ

কথা শুনে নবীজি বললেন—তাহলে তো অন্য লোকেরাও তাদের ফুফু বা খালার জন্য এ কাজ পছন্দ করবে না। অতঃপর তিনি নিজ স্নেহ ও উদারতার হাত মোবারক তার মাথায় রেখে বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনি এ যুবকের গুনাহ মাফ করে দেন! তার হৃদয়কে নির্মল ও স্বচ্ছ করে দেন!'

বর্ণনাকারী আবু উমামা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর থেকে যুবকটি এত উত্তম চরিত্র ও নির্মল হৃদয়ের অধিকারী হয়ে গেল যে, কখনো কারও দিকে ভ্রুক্ষেপই করত না। ইমাম হাইসামি রহ. হাদিসটির সনদ সহিহ বলে মন্তব্য করেন।[১১৭]

আলি রা.-এর অদ্ভুত ফয়সালা

একবার নবীজি আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়েমেনে পাঠালেন। সেখানকার লোকজন বাঘ শিকারে অভ্যস্ত ছিল। সে লক্ষ্যে তারা গর্ত খনন করে নানা কৌশলে বাঘকে গর্তে ফেলে শিকার করত। নিয়মানুযায়ী একদিন তারা একটি গর্ত খুঁড়ে বাঘকে তাতে ফেলে দিল। আর গর্তের চারপাশে লোকজন তামাশা দেখার জন্য ভিড় জমালো। প্রচণ্ড গাদাগাদি ও ভিড়ের কারণে এক ব্যক্তি তার শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে গর্তে পড়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বাঁচাতে পাশে দাঁড়ানো ব্যক্তিকে ধরে ফেলল। তারও একই অবস্থা। সে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে তার পাশের ব্যক্তিকে আঁকড়ে ধরলো। তৃতীয় ব্যক্তিরও অনুরূপ অবস্থা হলো। তখন পাশের ব্যক্তির হাত ধরে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। ফলে তাদের কেউই নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। চারজনই একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে গর্তে পড়ে গেল।

এদিকে বাঘ তখনো জীবিত ছিল। সে এদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করল; একপর্যায়ে তারা সকলে সেখানেই প্রাণ হারাল। তাদের মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে তুমুল ঝগড়া শুরু হলো তাদের রক্তপণ নিয়ে। এমনকি একপর্যায়ে তা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নিল। এহেন পরিস্থিতিতে আলি রাজিয়াল্লাহু আনহু ফয়সালা করলেন—উক্ত চার ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের জিম্মাদারি গর্ত খননকারীর ওপর বর্তাবে। তবে প্রথম ব্যক্তি পাবে তার রক্তপণের এক চতুর্থাংশ। দ্বিতীয় ব্যক্তি এক তৃতীয়াংশ। তৃতীয় ব্যক্তি এক

---

[১১৭] মাজমাউয-যাওয়ায়েদ : ১/১২৯

অর্ধাংশ আর চতুর্থ ব্যক্তি পাবে পূর্ণ একটি রক্তপণ। এ ঘটনা নবীজির খেদমতে পেশ করা হলে তিনি একে সমর্থন করেন।

আল্লামা কুরতুবি রহ. বলেন, এ ফয়সালার তাৎপর্য হলো—চার ব্যক্তি-ই অনিচ্ছাকৃত হত্যার শিকার হয়েছে। আর এর দায়-দায়িত্ব ছিল গর্ত খননকারীর ওপর। তবে প্রথম ব্যক্তি যেহেতু নিজে নিহত হওয়ার পাশাপাশি আরও তিনজনকে জড়িয়েছে, সেহেতু সে তিনজনের-ই হত্যাকারীরূপে বিবেচিত হবে। তাই তার রক্তপণের তিনটি অংশ প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির অংশে যোগ হবে। ফলে তার অংশে থাকবে স্রেফ রক্তপণের এক চতুর্থাংশ। অনুরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজে নিহত হওয়ার পাশাপাশি আরও দুজনের হত্যাকারী হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে। তাই তার রক্তপণ হতে দুজনে দু'অংশ পাবে। আর সে পাবে এক তৃতীয়াংশ। আর তৃতীয় ব্যক্তি ছিল এক ব্যক্তি হত্যাকারী। অতএব, তার রক্তপণের একাংশ পাবে নিহত ব্যক্তি আর অপরাংশ পাবে সে নিজে। পক্ষান্তরে চতুর্থ ব্যক্তি কাউকে টানা-হেঁচড়া করেনি বিধায় কারও হত্যাকারী নয়। তাই সে পাবে পূর্ণ রক্তপণ।[১১৮]

চক্রবৃদ্ধি সুদ

'রিচার্ড প্রাইস' ছিলেন যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত খ্রিস্টান পাদ্রি [ধর্মতত্ত্ববিদ] এবং অর্থনীতিবিদ। তিনি তার এক নিবন্ধে সুদ সম্পর্কে রীতিমতো পরিসংখ্যান চালিয়ে উল্লেখ করেছেন—'যদি কাউকে ১ম খ্রিস্টাব্দ সনে মাত্র এক আনা সুদে ঋণ প্রদান করা হয়, তবে পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থা বিশ্বময় চালু হওয়ার পূর্বে উক্ত এক আনা সুদের প্রবৃদ্ধি এত বিশাল হবে যে, যা দ্বারা পৃথিবীর আয়তন হতে কয়েকগুণ বড় একটি স্বর্ণের স্তুপ নির্মাণ কর যাবে।'[১১৯]

পর-বিমুখতার অত্যুজ্জ্বল নমুনা

কাজি বাক্কার ইবনু কুতাইবা রহ. মিশরের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ ছিলেন। যিনি ইমাম তহাবি রহ.-এর উস্তাদ ছিলেন। এমনকি ইমাম তহাবি রহ. স্বীয় কিতাব *শরহু মাআনিল আসার*-এর কতিপয় হাদিসও তার সনদে উল্লেখ করেছেন। সে যুগে মিশরের শাসনকর্তা ছিলেন আহমদ ইবনু তুলুন।

---

[১১৮] তাফসিরে কুরতুবি : ১৫/১৬৩

[১১৯] সূত্র : L. Leantyer : A Short Coursre of Political Economy, Progress Publishers, Moscow 1968

তিনি ইমাম বাক্কারের হাদিসের দরসে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। দরসের পূর্বে রাজার প্রহরীরা ঘোষণা করত—আপনারা কেউ নিজ স্থান হতে সরবেন না। সকলেই নিজ নিজ আসনে স্থির হয়ে বসুন। অতঃপর রাজা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সারিতে চুপচাপ বসে পড়তেন এবং দরস গ্রহণে মনোনিবেশ করতেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাজা ও কাজি বাক্কার রহ.-এর মাঝে একটা মধুর সম্পর্ক বজায় ছিল। তখন রাজা তাকে মাসিক ভাতা ছাড়াও বাৎসরিক একহাজার দিনার হাদিয়া পেশ করতেন। ঘটনাক্রমে একটি রাজনৈতিক ব্যাপারে উভয়ের মাঝে অমিল দেখা দিল। রাজা চাচ্ছিলেন কাজি বাক্কারের সমর্থনে তার প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করে অন্য কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে; কিন্তু কাজি সাহেবের নিকট বিষয়টি মনঃপূত না হওয়ায় সমর্থন করেন নি। এ কারণে তাদের সম্পর্কে ভাটা পড়ল। বিষয়টি একপর্যায়ে এতদূর গড়ালো যে, বাদশা কাজি সাহেবকে গ্রেফতার করলেন এবং ইতোপূর্বে তাকে যেসব স্বর্ণমুদ্রা হাদিয়াস্বরূপ দেওয়া হয়েছিল সেগুলো একসঙ্গে ফেরত দিতে বললেন। বাদশা ভেবেছিল—এ ফরমান কাজি সাহেবকে বেশ জব্দ করে ছাড়বে; কিন্তু কাজি সাহেব এ নির্দেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্তে নিজ কক্ষে ঢুকলেন এবং আঠারোটি থলে নিয়ে আসলেন, যার প্রত্যেকটিতে একহাজার করে দিনার ছিল। বাদশা থলেগুলো ভালো করে হাতিয়ে দেখলেন যে, হুবহু সেই থলে যা তিনি কাজি সাহেবের নিকট প্রতি বছর পাঠাতেন। তার মুখে আঁটা সীলমোহর পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। বাদশা রীতিমতো থতমত খেয়ে গেলেন যে, কাজি সাহেব একটি থলেও খুলে দেখেন নি; যেভাবে পাঠানো হয়েছিল ঠিক সেভাবেই সংরক্ষণ করে রেখেছেন!

পরবর্তী সময়ে জানা গেল যে, কাজি সাহেব থলেগুলো এই ভেবে খুলেন নি—আজ হয়তো আমার সঙ্গে বাদশার ভালো সম্পর্ক আছে, ভবিষ্যতে তা নাও থাকতে পারে। তখন এগুলো তাকে ফেরত দেওয়া যাবে। বাদশা কাজি সাহেবের দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, আত্মপ্রত্যয় ও অমুখাপেক্ষীতার অত্যুজ্জ্বল নমুনা দেখে লজ্জায় মাথা নোয়াতে বাধ্য হলেন।[১২০]

---

১২০ আন-নুজুমুয যাহেরা : ৩/১৯

সুস্থতার মূল্যায়ন

আবু হামজা মুহাম্মদ ইবনু মায়মুন সুকরি রহ. [মৃত্যু : ১৬৮হি.] ছিলেন একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। সুকরি'র শাব্দিক অর্থ হলো—নেশাখোর। শব্দটি মূলত নেশাজাতীয় দ্রব্য বিক্রেতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়; কিন্তু আবু হামজার বর্ণনাশৈলী ও বাচনভঙ্গি এতটাই চমৎকার ও আকর্ষণীয় ছিল—যে কেউ তার কথায় মুগ্ধ হয়ে যেত। বিধায় তাকে সুকরি উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

আবু হামজার একটি বিশেষ গুণ ছিল—কোনো প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তিনি অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা বাবদ ব্যয় হওয়া সমপরিমাণ অর্থ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিতেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে সুস্থতার নিয়ামত দান করে আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন। তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ অন্তত এ পরিমাণ অর্থ সদকা করা উচিত। আবু হামজার প্রতি তাঁর প্রতিবেশীরা বেশ সন্তুষ্ট ছিল। একবার জনৈক প্রতিবেশী নিজ বাড়ি বিক্রি করার ইচ্ছা করল। গ্রাহক মূল্য জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, মূল বাড়ির মূল্য দুই হাজার টাকা আর দুই হাজার টাকা হলো আবু হামজার পড়শি হওয়ার মূল্য। আবু হামজা রহ. এ সংবাদ পেয়ে প্রতিবেশী লোকটিকে নিজ গাঁট থেকে চার হাজার টাকা দিয়ে বললেন, বাড়ি বিক্রির প্রয়োজন নেই। এগুলো দিয়ে আপাতত কাজ সারো।[১২১]

আগুনও শীতল হয়ে গেল!

নমরুদ ইবরাহিম আ.-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে ভস্ম করতে চেয়েছিল; কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজ কৃপায় তাকে উক্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা করেছেন। এটা ইবরাহিম আ.-এর প্রসিদ্ধ মু'জিযা। তেমনি এক অস্বাভাবিক ঘটনা আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের এক বুজুর্গের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি হলেন আবু মুসলিম খাওলানি রহ.। তদানীন্তনকালে ইয়েমেনের মিথ্যা নবির দাবিদার আসওয়াদ আনাসি তাকে ডেকে নিজ নবুওতের স্বীকারোক্তি নেয়ার জন্য বল প্রয়োগ করল; কিন্তু তিনি প্রিয় নবিজির পরে অন্য কাউকে নবী মানতে অস্বীকৃতি জানালেন। এর শাস্তিস্বরূপ আসওয়াদ আনাসি একটি বিশাল অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থা করে খাওলানি রহ.-কে

[১২১] তারিখে বাগদাদ : ৩/২৬৮-২৬৯

তাতে নিক্ষেপ করল; কিন্তু আল্লাহ তাআলা উক্ত আগুনকে তার জন্য শীতল ও নিরাপদ করে দিলেন। অগ্নিকুণ্ড হতে অক্ষতবস্থায় বের হয়ে আসলেন তিনি। লোকেরা আসওয়াদ আনাসিকে এ মর্মে পরামর্শ দিল যে, আপনি তাকে অন্য শাস্তি দিয়ে পণ্ডশ্রম না করে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেন। কারণ, তাকে এদেশে থাকতে দিলে সে জনসাধারণকে নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। কাজেই তাকে দেশান্তর করে দেন। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী আসওয়াদ খাওলানি রহ.-কে দেশান্তর করে দিল। ইয়েমেন থেকে নির্বাসিত হয়ে তিনি মদিনা মুনাওয়ারা অভিমুখে রওনা হলেন। তিনি যখন মদিনায় পৌছেন, তার পূর্বেই নবীজির ওফাত হয়ে গিয়েছিল। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহু তখন খলিফা ছিলেন। খাওলানি রহ. মসজিদে নববির নিকট পৌছেই উট বেঁধে রাখলেন এবং একটি খুঁটি আড়াল করে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন।

উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথা হতে এসেছ? জবাবে তিনি বললেন, ইয়েমেন হতে। এদিকে আসওয়াদ আনাসি কর্তৃক জনৈক মুসলিম অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ঘটনা মদিনাসহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এজন্য উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের সেই বন্ধুর ঘটনাটা শোনাবে কি, যাকে আল্লাহর দুশমন [আসওয়াদ] আগুনে নিক্ষেপ করেছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে হেফাজত করেছেন? তার কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হয় নি। আবু মুসলিম খাওলানি রহ.-এর মূল নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনু সাউব। তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন না বিধায় বললেন, ঘটনার শিকার আবদুল্লাহ ইবনু সাউব। উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কসম করে বলো, তুমিই সেই ব্যক্তি নও কি? উত্তরে আবু মুসলিম বললেন, হ্যাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি।

উমার এ কথা শুনে তার কপালে চুমু খেলেন এবং আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট নিয়ে বললেন, ওই মহান সত্তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাকে মৃত্যুর পূর্বে এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির সাক্ষাতে ধন্য করেছেন যাকে ইবরাহিম আ.-এর ন্যায় কুদরতিভাবে অগ্নিকুণ্ড থেকে হেফাজত করেছেন।

পরবর্তী সময়ে আবু মুসলিম খাওলানি রহ. মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহু তাকে বেশ সমীহ করতেন। তিনি মাঝে মধ্যে মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুকে নরম-গরম নসিহত করতেন। মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহু ও তার কথা যথেষ্ট মূল্যায়ন করতেন।

মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে একবার সরকারি কর্মচারিরা দু-তিন মাসের বেতন পায় নি। এরই মাঝে একদিন আবু মুসলিম খাওলানি রহ. বক্তৃতার মাঝে বলে উঠলেন—মুআবিয়া! এ সম্পদ তোমারও নয়, তোমার পিতা-মাতারও নয়। মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত লোকদেরকে ক্ষাণিকটা অপেক্ষা করার ইঙ্গিত দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ভেতর হতে গোসল সেরে এসে বললেন, লোকসকল, আবু মুসলিম বলেছেন, এই রাষ্ট্রীয় সম্পদ আমারও নয়, আমার পিতা-মাতারও নয়। তিনি ঠিকই বলেছেন। আরেকটি কথা হলো—আমি প্রিয় নবিজিকে বলতে শুনেছি—'ক্রোধ শয়তানের বিশেষ প্রভাবের কারণে সৃষ্টি হয়। শয়তান হলো আগুনের তৈরি আর পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। কাজেই তোমাদের রাগ এলে গোসল করে নেবে।' এবার তোমরা নিজ নিজ বেতন-ভাতা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তুলে নাও। আল্লাহ তাআলা বরকত দান করেন।[১২২]

চোরের জন্য দুআ

রবি' ইবনু খুসাইম রহ. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও আল্লাহর ওলি ছিলেন। ইবাদত-বন্দেগি ও দুনিয়া বিমুখতায় ছিলেন অতুলনীয়। একবার তার ঘোড়া চুরি হয়ে গেলে সকলে বলল, হুজুর, চোরকে বদদোয়া করে দেন! তিনি বললেন, না; বরং আমি তার জন্য এই দুআ করি—

> যদি সে সম্পদশালী হয়, আল্লাহ যেন তার এ কুঅভ্যাস দূর করে দেন, তাকে সঠিক বুঝ দান করেন। আর যদি গরিব ও অসহায় হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা দান করেন।[১২৩]

এক জ্ঞানগর্ভ উক্তি

মুতাররিফ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি শিখখির রহ. বলেন—

> لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلى من أن أبيت قائما وأصبح معجبا.
>
> সারা রাত [কোনো নফল ইবাদত না করে] ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়ে সকালে লজ্জিত হওয়াটা আমার নিকট রাতভর ইবাদতে কাটিয়ে আত্মগুণাভিমানী হওয়া হতে উত্তম।

---

[১২২]হিলইয়াতুল আউলিয়া : ২/১২৮-১৩০
[১২৩] প্রাগুক্ত : ২/১১১

তিনি আরও বলেন—

> তুমি এ কাজটি কেন করলে'—কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার এ প্রশ্নের চাইতে 'তুমি এ কাজটি কেন করলে না'—এ প্রশ্নটি আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।[১২৪]

মাজহাবগত মহানুভবতা

ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে শরিয়তের অনেক মাসআলায় তুমুল মতপার্থক্য চলে আসছে। কোনো কোনো সময় উত্তম-অনুত্তম নিয়েই বিরাট তর্ক-বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে এসব বিষয়ে একে অপরকে সূক্ষ্ম জ্ঞানের মারপ্যাঁচেও ফেলতেন। যেমন—রুকুতে যাবার সময় হাত উঠানো-না উঠানো, আমিন আস্তে বা জোরে বলা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, এসব বিষয়ে মতানৈক্য কেবল উত্তম-অনুত্তম নিয়ে। নতুবা এতে কারও দ্বিমত নেই যে, এসব কারণে নামাজ নষ্ট কিংবা অসম্পূর্ণ হবে না; বরং নামাজ হয়ে যাবে। এ কারণেই এসব বিষয়ে পারস্পরিক কঠিন মতপার্থক্য ও বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও ইমামদের মাঝে উদারতা ও মহানুভবতার অসংখ্য নজির পাওয়া যায়। যার একটি নজির এখানে তুলে ধরা হলো :

আল্লামা তাহতাবি রহ. বর্ণনা করেন, কাজি আবু আসেম রহ. একজন উঁচুমাপের হানাফি আলেম ছিলেন। তিনি একবার বিখ্যাত শাফেয়ি আলেম আল্লামা কাফফাল রহ.-এর মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। শাফেয়ি মাজহাবে ইকামতে—

أشهد أن لا إله إلاالله — أشهد أن محمدا رسول الله

حى على الصلاة — حى على الفلاح.

কেবল একবার করে বলা হয়। আর হানাফি মাজহাবে দুই-দুইবার বলা হয়। আল্লামা কাফফাল রহ. কাজি আবু আসেম হানাফি রহ.-কে দেখে তার সম্মানার্থে মুআজ্জিনকে বলে দিয়েছিলেন—আজ ইকামতের সময় উক্ত বাক্যগুলো দুইবার করে পড়বে। অতঃপর আল্লামা কাফফাল রহ. কাজি আবু আসেম রহ.-কে নামাজ পড়াতে অনুরোধ করলেন। তিনি নামাজে শাফেয়ি

---

[১২৪] প্রাগুক্ত : ২/২০০

মাজহাব অনুকরণে সর্বপ্রথম সূরা ফাতিহার পূর্বে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়লেন। এছাড়াও নামাজের অন্যান্য কার্যাবলি শাফেয়ি মাজহাব অনুযায়ী পালন করলেন।[১২৫]

স্মর্তব্য—এরূপ উদারতা কেবল উত্তম-অনুত্তমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হালাল-হারাম তথা জায়েয়-নাজায়েয় সংক্রান্ত বিষয়ে অবশ্যই নিজ মাজহাবের অনুসরণ করবে।

অভিযোগ যেমন বিচারকার্য তেমন

ইমাম শাবি রহ. বর্ণনা করেন, একবার উমার রাজিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে জনৈকা নারী এসে আবেদন জানাল—আমিরুল মুমিনিন, আমার স্বামীর মতো নেককার মানুষ সম্ভবত পৃথিবীতে আর কেউ নেই। তিনি দিনভর রোজা রাখেন আর সারারাত নামাজে কাটান। এ পর্যন্ত বলেই সে নীরব হয়ে গেল। উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ না বুঝে তাকে বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করেন এবং ক্ষমা করে দেন! নেককার নারীরা এভাবেই স্বামীর প্রশংসা করে থাকে।'

এবার সেই নারী উমারের এ মন্তব্য শুনে কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কাব ইবনু সাওয়ার রাজিয়াল্লাহু আনহু। তিনি মহিলাকে ফিরে যেতে দেখে উমার রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, আমিরুল মুমিনিন, আপনি ভেবেছেন সে তার স্বামীর প্রশংসা করেছে, বাস্তবে তা নয়; সে মূলত স্বামীর বিরুদ্ধে আপনার নিকট অভিযোগ করতে এসেছে। তার স্বামী সারাক্ষণ ইবাদতে ডুবে থাকে। স্ত্রীর হক যথাযথ আদায় করে না। উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আচ্ছা, এই খবর! তাকে ডাকো।

অতঃপর তাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝতে পারেন যে, কাব ইবনু সাওয়ারের ধারণাই ঠিক ছিল। উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু কাব রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, এখন তুমিই এর ফয়সালা করো। কাব রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমিরুল মুমিনিন, আপনার সম্মুখে আমি কীভাবে ফয়সালা দেবো!

---

[১২৫] তাহতাবি : ১/৫০

উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হ্যাঁ, যেহেতু তুমিই তার অভিযোগটি ধরতে পেরেছ, তাই তুমিই এর সমাধান দাও। এরপর কাব রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক পুরুষকে সর্বোচ্চ চারটি বিয়ের অনুমতি দিয়েছেন। এ হিসেবে কেউ যদি চারটি বিয়ে করে, তবুও প্রত্যেক স্ত্রীর ভাগে চারদিনে একদিন করে পড়বে। এ থেকে সহজেই বোঝা যায়—প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য স্বামীর ওপর হক হলো প্রতি চারদিনে একদিন। কাজেই আপনি এ ফয়সালা দেন যে, উক্ত মহিলার স্বামী তিনদিন ইবাদত করবে, চতুর্থদিন অবশ্যই স্ত্রীর হক আদায় করবে।

কাব ইবনু সারওয়ার রাজিয়াল্লাহু আনহুর ফয়সালা শুনে উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু আঁতকে উঠলেন এবং বললেন, এ ফয়সালাটি তোমার বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার চেয়েও অধিক সূক্ষ্ম ও চমৎকার। এরপর তিনি তাকে বসরার বিচারক পদে নিয়োজিত করলেন। [১২৬]

অসাধারণ প্রতিভা

মেধা ও বিচক্ষণতায় কাজি ইয়াস রহ. ছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। তার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার বহু ঘটনা ও ইতিহাস আজও কিংবদন্তি হয়ে আছে। একবার জনৈক ব্যক্তি তার দরবারে এসে অভিযোগ করল—আমি অমুকের কাছে কিছু সম্পদ আমানত রেখেছিলাম; কিন্তু সে এখন আমার সঙ্গে প্রতারণা করছে। কাজি ইয়াস রহ. বিবাদীকে জিজ্ঞাসা করলে সে অস্বীকার করে বলল, বাদী লোকটি আমার কাছে কোনো কিছুই আমানত রাখে নি। কাজি ইয়াস রহ. বাদীকে বললেন, তুমি কোথায় তার কাছে আমানত রেখেছ? উত্তরে সে বলল, জঙ্গলের একটি জায়গায়। কাজি সাহেব রহ. জিজ্ঞাসা করলেন—সে জায়গায় কোনো আলামত আছে কি? বাদী বলল, জি, হ্যাঁ! সেখানে একটি গাছ আছে। গাছটির নিচেই আমি তার কাছে আমানত রেখেছিলাম। কাজি সাহেব রহ. তাকে বললেন, তুমি গাছটির নিচে গিয়ে দেখো। হতে পারে তুমি সম্পদ আমানত রাখার পরিবর্তে সেখানে পুঁতে রেখেছ আর এখন তা ভুলে গেছ। বাদী চলে যাবার পর কাজি সাহেব বিবাদীকে বললেন, সে আসা পর্যন্ত তুমি এখানে বসে থাকো। অতঃপর কাজি সাহেব অন্যান্য বিচারকার্যে মগ্ন হলেন। কিছুক্ষণ পর কাজি সাহেব বিবাদীকে

---

[১২৬] ইবনু আবদিল বার, আল-ইস্তিআব : ৩/২৮৬

জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কী মনে হয়, বাদী কি এতক্ষণে সেখানে পৌঁছতে পেরেছে? বিবাদী অমনি বলে উঠল—না! এখনো পৌঁছতে পারে নি। ব্যস, কাজি সাহেব তখনি অপরাধীকে চিহ্নিত করে পাকড়াও করে ফেললেন। কারণ, বিবাদীর উক্ত গাছ ও তার দূরত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকাই প্রমাণ বহন করে যে, আসলেই গাছের নিচে সে বাদীর সঙ্গে কোনো লেনদেন করেছে। যখন তার প্রতারণার গোমর ফাঁস হয়ে গেল, তখন নিজেই নিজের কু-কীর্তির কথা স্বীকার করতে বাধ্য হলো।

আরেক ব্যক্তির ঘটনা :

সে কাজি ইয়াস রহ.-এর কাছে এসে অভিযোগ করল—অমুক ব্যক্তি আমার আমানত আত্মসাৎ করে বসে আছে। কাজি সাহেব তাকে বললেন, তুমি এখন চলে যাও। তবে তুমি যে আমার নিকট এসে বিবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছ—তা যেন সে বুঝতে না পারে। দু'দিন পর পুনরায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। লোকটি চলে যাবার পর কাজি সাহেব বিবাদীকে ডেকে বললেন, আমার কাছে বেশ কিছু সম্পদ এসেছে। তোমার কাছে সংরক্ষণ করার মতো ভালো ব্যবস্থা আছে কি? সে বলল, জি, হ্যাঁ। আমার ঘরটি এর জন্য অত্যন্ত নিরাপদ। কাজি সাহেব বললেন, ঠিক আছে, তুমি গিয়ে এর জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে রাখো। লোকটি সেখান থেকে প্রফুল্লচিত্তে চলে গেল। এদিকে বাদী এসে হাজির। কাজি সাহেব তাকে বললেন, এখন তার কাছে গিয়ে তোমার আমানত চাও। যদি ফেরত দেয়, তবে তো বেশ ভালো কথা। অন্যথায় তুমি তাকে বলবে—আমার মাল আমাকে ফেরত দাও, নতুবা আমি কাজি সাহেবের কাছে মামলা দায়ের করবো। বাদী কাজি সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী তার কাছে গিয়ে আমানত চাইতেই সে দিয়ে দিল। অতঃপর বিবাদী কাজির নিকট সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে চলে এলো। কাজি সাহেব রহ. তাকে খুব শাসিয়ে বিদায় দিলেন।[১২৭]

দূরদর্শিতা

কাজি ইয়াস রহ. সম্পর্কে ইবরাহিম ইবনু মারজুক বসরি রহ. বর্ণনা করেন, ইয়াস ইবনু মুআবিয়া রহ. কাজি হওয়ার পূর্বে একদিন আমরা তার পাশে বসা ছিলাম। ইতোমধ্যে একটি লোক এসে আমাদের পাশের একটি উঁচু

---

[১২৭] আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম, আততুরুকুল হুকমিয়্যাহ ফিসসিয়াসাতিশ-শারইয়্যাহ : পৃ.২২-২৩

দোকানে বসে পড়ল। এবং পথচারীদের গভীরভাবে দেখতে লাগল। হঠাৎ সে বসা থেকে উঠে একজনকে অনুসরণ করে চলতে লাগল। অতঃপর তার চেহারাটি পর্যবেক্ষণ করে পুনরায় নিজ আসনে বসে পড়ল। ইয়াস ইবনু মুআবিয়া এসব গতিবিধি লক্ষ্য করে আমাদের বললেন, বলো তো দেখি, এ লোকটি কী খুঁজছে? আমরা বললাম, জনাব, আপনিই বলেন! তিনি বললেন, লোকটি বাচ্চাদের শিক্ষক। তার এক অন্ধশিক্ষার্থী হারিয়ে গেছে। তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। অতঃপর আমরা উঠে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—ভাই, আপনি কী খুঁজছেন? লোকটি বলল, আমার একটি শিশুশিক্ষার্থী হারিয়ে গেছে। আমি তাকেই খুঁজছি। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—বাচ্চাটি কেমন ছিল? সে বাচ্চাটির সব গুণাগুণ বর্ণনা করে পরিশেষে বলল, তার একটি চোখ ছিল না। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কী করেন? সে উত্তর করল—বাচ্চাদের পড়াই। তখন আমরা হতবাক হয়ে ইয়াস ইবনু মুআবিয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, এসব বিষয় আপনি কীভাবে জানলেন? তিনি উত্তর করলেন, আমি লোকটিকে দেখলাম, সে এসেই কোনো উন্নত ও উঁচু জায়গা খুঁজছে। আমি তার আপদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে বুঝলাম, সে কোনো রাজ-বংশীয় নয়। তখন মনে মনে ভাবলাম—তাহলে আর এমন কে হবে, যে রাজা-বাদশাদের মতো উঁচুস্থানে বসতে পছন্দ করে? হঠাৎ মনে হলো এ অভিরুচি একজন শিক্ষকেরই হতে পারে। তখন ধরে নিলাম লোকটি শিশুশিক্ষক। সবশেষে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, বাচ্চা হারানোর বিষয়টি আপনি কীভাবে আঁচ করলেন? ইয়াস রহ. বললেন, আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, সে এমন একজন অতিসাধারণ পথিককে দেখার জন্য উৎকণ্ঠ হয়ে পড়ল, যার একটি চোখ ছিল অন্ধ। এতে আমি সহজেই বুঝতে পারলাম যে, লোকটি শিশুকে খুঁজছে। আর সে শিশুটিও অন্ধ![১২৮]

খলিফা মামুনুর রশিদের প্রজ্ঞাময় উক্তি

আবদুল্লাহ ইবনু তাহের বলেন, একদিন আমি খলিফা মামুনুর রশিদের নিকট বসা ছিলাম। তিনি তাঁর ছেলেকে 'এই চাকর' বলে ডাকলেন; কিন্তু কোনো সাড়া এলো না। দ্বিতীয়বার ডাক দিতেই এক তুর্কি যুবক বিড়বিড় করতে করতে বের হলো। এবং রুক্ষকণ্ঠে বলল, আমাদের দেখলেই আপনি 'এই

---

[১২৮] প্রাগুক্ত : পৃ.২৯

ছেলে এই ছেলে' বলে ডাকতে থাকেন। আর কতকাল এ বিড়ম্বনা পোহাতে হবে আমাদের? খলিফা তার এমন কথা শুনে মাথা নুইয়ে ফেললেন। এহেন অবস্থা দেখে নিশ্চিত হয়ে গেলাম, তিনি হয়তো এক্ষণে তার মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেবেন; কিন্তু কিছুক্ষণ পর খলিফা স্বাভাবিক হয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আবদুল্লাহ, যদি কোনো ভদ্রলোক তার আচার-ব্যবহার শালীন ও মার্জিত রাখতে চায়, তবে তার চাকর-বাকরদের স্বভাব-চরিত্র বিগড়ে যায়। কথা-বার্তা কর্কশ হয়ে যায়। আর যদি নিজের আচরণ রুক্ষ করে, তাহলে চাকর-বাকররা নম্র ও ভদ্র হয়ে যায়। অবশ্য আমি নিজের স্বভাব বিকৃত করে চাকরদের স্বভাব ভালো করতে চাই না।[১২৯]

যে স্বাদ কখনো ফুরায় না!

খলিফা মামুনুর রশিদ একদিন হাসান ইবনু সুহাইলকে বললেন, আমি পৃথিবীর সকল বস্তুর স্বাদ সম্পর্কে ভেবে দেখেছি, কোনো স্বাদই স্থায়ী নয়। সকল স্বাদ হতেই মানুষ কোনো এক সময়ে এসে নিঃস্পৃহ ও অভক্ত হয়ে যায়; কিন্তু সাতটি বস্তুর স্বাদ হতে মানুষ কখনো বিরক্ত ও নিরানন্দ হয় না। সেগুলো হলো :

১.আটার রুটি ২. ছাগলের গোশত ৩. ঠান্ডা পানি ৪. কোমল ও মসৃণ কাপড় ৫. সুগন্ধ ৬. নরম বিছানা ৭. যে কোনো সৌন্দর্য উপভোগ করা।

হাসান ইবনু সুহাইল বললেন, আমিরুল মুমিনিন, একটি কিন্তু থেকে গেল! তা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে কথোপকথন করা। খলিফা মামুন তার কথাকে সমর্থন করলেন।[১৩০]

বাক-নিপুণতা

একবার কুফার অধিবাসীরা সেখানকার দায়িত্বশীল গভর্নরের বিরুদ্ধে খলিফা মামুনের নিকট অভিযোগ দায়ের করে তার পদচ্যুতের দাবি জানাল। খলিফা এতে বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার জানা মতে গভর্নরদের মধ্যে সে-ই সবচে' সৎ ও ন্যায়পরায়ণ। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বলে উঠল, আমিরুল মুমিনিন, আমাদের গভর্নর যদি বাস্তবেই এত ভালো হয়ে থাকেন, তবে আপনার

---

[১২৯] আল-ইয়াওকিতুল আসরিয়্যাহ : পৃ.১৪২
[১৩০] প্রাগুক্ত : পৃ.১৪৪

উচিত দেশের সকল জনগণের প্রতি ন্যায়-ইনসাফ করা। অর্থাৎ পালাক্রমে প্রত্যেক শহরের জনগণকে তার থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া জরুরি। এতে কুফার বাসিন্দাদের ভাগে তিন বছরের বেশি পড়ে না। খলিফা মামুন এ কথা শুনে হাসলেন এবং গভর্নরকে বরখাস্ত করে দিলেন।

আরেক দিনের ঘটনা :

খলিফা মামুনুর রশিদ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। পথে এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা। লোকটি খলিফাকে বলল, আমি একজন গ্রাম্যলোক।

খলিফা : এটি কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়।

: আমি হজে যেতে চাই।

: যাও। কে বারণ করেছে?

: আমার কাছে টাকা নেই।

: তবে তো তোমার ওপর হজ ফরজই হয় নি।

: আমি আপনার কাছে ফতোয়া নয়, হাদিয়া চাচ্ছি। খলিফা তার কথা শুনে হাসিমুখে তাকে কিছু হাদিয়া দিলেন।[১৩১]

নবীজির হিজরতের পথ

পবিত্র মক্কা হতে মদিনা শরিফে হিজরতের সময় নবীজি যে সকল পথ অবলম্বন করেছেন সেগুলোর নাম এখানে তুলে ধরা হলো :

১.খারার ২. সানিয়্যাতুল মারাহ ৩. লাকাফ ৪. মুদলাজাহ ৫. মিজাজ ৬. মুরাজ্জিহু মিজাজ ৭. বতনে মুরাজ্জিহ ৮. বতনে জাতে কাশদ ৯. আল-হাদায়েদ ১০. আল-আজাখির ১১. বতনে রাইগ [এখানে রাসুলুল্লাহ সা. মাগরিবের নামাজ আদায় করেন] ১২. জু সালম ১৩. মুদলাজাহ ১৪. আল-উসানিয়্যাহ ১৫. বতনুল কাহা ১৬. আল-আরাজ ১৭. আল-জাদওয়াত ১৮. আল-গাবির ১৯. রাকুবা ২০. বতনুল আকিক ২১. আল-জাসজাসাহ ২২.

---

[১৩১] প্রাগুক্ত : পৃ. ১৬১-১৬২

আজ-জবি ২৩. আল-উসবা [এটি ছিল কুবার নিকটবর্তী কালো পাথুরে ভূমির নাম]।[১৩২]

এক নির্ভীক বুজুর্গের সাহসী হুঙ্কার

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক [মৃত্যু : ৭৫২হি.] ছিলেন ভারতের বিখ্যাত শাসক। শৌর্য-বীর্য ও নির্ভীকতায় তার খ্যাতি ছিল সর্বজনবিদিত। তিনি একবার তৎকালীন সুফি-সাধক শাইখ কুতুবুদ্দিন মুনাওয়ার রহ.-এর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কুতুব সাহেব রহ. নিজ স্থানেই বসে ছিলেন। তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বের হন নি। সুলতান এতে ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। পরবর্তী সময়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কুতুবুদ্দিন রহ.-কে রাজপ্রাসাদে তলব করা হলো। তিনি সেখানে গিয়ে দেখলেন দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রীবর্গ ও সামরিক সৈন্যরা বাদশা তুঘলকের চতুর্পার্শ্বে সশস্ত্র দাঁড়িয়ে আছে। রাজদরবারের পরিবেশ এতই গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিল যে, যে কারও গা ভয়ে ছমছম করবে। কুতুবুদ্দিন রহ.-এর সঙ্গে তার নয় বছরের ছেলে নুরুদ্দিন রহ.ও ছিলেন। সে ইতোপূর্বে কখনো রাজদরবার দেখে নি। সে এ ধরনের গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। কুতুব সাহেব রহ.পুত্রের এ অবস্থা দেখে হুঙ্কার ছেড়ে বললেন—

العظمة لله

সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব কেবল আল্লাহর।

নুরুদ্দিন রহ. বলেন, আমার পিতার হুঙ্কারধ্বনি আমার কানে এসে পৌঁছামাত্রই আমি এক অসাধারণ মানসিক ও আত্মিক-শক্তি অনুভব করলাম। নিমেষেই আমার অন্তর থেকে সকল ভয়-ভীতি দূর হয়ে গেল। আর উপস্থিত সকল লোকজনকে ভেড়া-বকরির পালের মতো মনে হচ্ছিল।[১৩৩]

আমেরিকার অপরাধ-জগৎ

আমেরিকার অপরাধ জগতের পরিসংখ্যান আজ আর কারও কাছে অস্পষ্ট নয়। সেখানে দিন-দিন যে হারে অন্যায়-অপরাধ বেড়ে চলছে সে সম্পর্কে করাচির *ডেইলি নিউজ*-এর ১৯৭২ সালের ২৯ আগস্ট সংখ্যার প্রকাশিত

---

[১৩২] তবাকাতে ইবনে সাদ :১/২১৯

[১৩৩] আবুল হাসান আলি নদবি, আল-আরকানুল আরবাআহ : পৃ.৩৭

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—'ওয়াশিংটন হতে ২৯ আগস্ট এফ. বি. আই. আজ যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সে অনুপাতে আমেরিকায় বছরে প্রতি ত্রিশ মিনিটে একটি করে খুনের ঘটনা ঘটে। প্রতি ঊনচল্লিশ সেকেন্ডে কোনো-না-কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়। প্রতি তেরো মিনিট অন্তর একজন নারী ধর্ষণের শিকার হয়। প্রতি আঠারো সেকেন্ডে একটি করে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এবং প্রতি ছিয়াশি সেকেন্ডে একজন আমেরিকান নাগরিক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়।'

রিপোর্টে আরও লেখা হয়—

'এ বছর পুরো দেশের অপরাধের হার সাত শতাংশ বেড়েছে। গুরুতর অপরাধ যেমন—খুন,ধর্ষণ, ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদি এগারো শতাংশ এবং সাধারণ অপরাধ যেমন—চুরি করা, সিঁধ কাটা ইত্যাদি বেড়েছে সাত শতাংশ। নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত বছর সতেরো হাজার ছয়শত ত্রিশটি খুনের ঘটনা ঘটেছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর সতেরোশ' সত্তরটি খুন বেশি হয়েছে। আর বিগত পাঁচ বছরের পরিসংখ্যানের তুলনায় একষট্টি শতাংশ খুন বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে বেয়াল্লিশ হাজার।'

এ রিপোর্ট অনুযায়ী গত বছরের তুলনায় এগারো সতাংশ ও গত পাঁচ বছরের তুলনায় চৌষট্টি শতাংশ অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে। মারামারি, রাহাজানি ও ডাকাতির সংখ্যা ছিল এ বছর তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার নয়শ' দশটি। যা ১৯৭০ সালের চেয়ে এগারো শতাংশ ও ১৯৬৬ সালের চেয়ে একশ' পঁয়তাল্লিশ শতাংশ বেশি।[১৩৪]

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত পরিসংখ্যান হলো, সরকারি দায়িত্বশীলও সাংবাদিকদের জ্ঞাত ঘটনাবলির হিসাব। এ ছাড়া অজ্ঞাত কিংবা অপ্রকাশিত ঘটনাবলি এ পরিসংখ্যানের বাইরে।

পরিবার-পরিকল্পনার নামে অবৈধ গর্ভপাতের সয়লাব

দু-বছর পূর্বে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন জন ডি-রাক ফেলার এর নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। যার লক্ষ্য ছিল আমেরিকার জনসংখ্যা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পেশ করা। সাম্প্রতিক উক্ত কমিশন [Popolation and the

---

[১৩৪] দৈনিক ডেইলি নিউজ করাচি : সংখ্যা : ২৯ আগস্ট ১৯৭২ খ্রি. পৃ.১, কলাম : ৬ দ্রষ্টব্য

American Future] 'আমেরিকার জনসংখ্যা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা' শিরোনামে একটি রিপোর্ট পেশ করে। তাতে বেশ কিছু অবাক করা পরিসংখ্যান ও হাস্যকর মন্তব্য রয়েছে। রিপোর্টটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্বাচিত অংশ 'প্যানোরামা'র [Panaorama] সাম্প্রতিক সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। তাতে জনসংখ্যার ওপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলা হয় যে, এক জরিপ মতে, আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বছরে দুই থেকে ছয় লাখ পর্যন্ত অবৈধ গর্ভপাতের ঘটনা সংঘটিত হয়। কমিশন উক্ত সমাস্যার সমাধানকল্পে যে থিউরি পেশ করেছে, তার প্রতি লক্ষ্য করেন, কমিশনের দৃষ্টিতে গর্ভপাত চিকিৎসা বিজ্ঞানেরই একটি অংশবিশেষ। একে ছোট্ট কুঠরি কিংবা বদ্ধ কামরা হতে বের করে হাসপাতাল বা ক্লিনিকে স্থানান্তর করা উচিত। আমাদের জোর দাবি হলো, কোনো মহিলা গর্ভপাত করাতে চাইলে কেবল অনুমতিই নয়; বরং এর জন্য যথারীতি হাসপাতালগুলোতে সুন্দর ব্যবস্থাপনা থাকা চাই। এতে অবৈধ গর্ভপাতের সংখ্যা কমে যাবে। দুগ্ধপোষ্য ছোট ছোট শিশুদের মৃত্যুর হার কমে আসবে এবং বিবাহ ছাড়া অবৈধ সন্তানের সংখ্যাও হ্রাস পাবে। তাছাড়া মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে। কমিশনের সিংহভাগ সদস্যদের মতে, এ ব্যাপারটি মেয়েদের সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত যে, তারা ক'টি সন্তান নিতে ইচ্ছুক। আর গর্ভপাতের বিষয়টিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে সাব্যস্ত করা উচিত।[১৩৫]

রিপোর্টটিতে যেসব উদ্ভট ও মনগড়া প্রস্তাবনা ও তার সুফল উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে একটি হলে—এতে অবৈধ গর্ভপাতের ঘটনা হ্রাস পাবে। সভ্যসমাজে কোনো অবৈধ কাজ নির্মূল করার জন্য উপরিউক্ত খোঁড়া যুক্তি প্রদান করা সেসব শিক্ষিত শয়তানদের কাজ, যারা অবৈধ কাজের সংখ্যা বেড়ে গেলে সেটাকে বৈধ করা ও অনুমোদন দেওয়ার ঘৃণ্য চেষ্টায় লিপ্ত। তাদের দর্শন মেনে নিলে সমাজে কোনো অবৈধ কাজই বাকি থাকবে না। সব বৈধ হয়ে যাবে; কিন্তু বাস্তবতা যে এর উল্টো তা যেকোনো বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির কাছেই সুস্পষ্ট। কমিশন উক্ত রিপোর্টের শেষাংশে এসে একটি বাক্যের মাধ্যমে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। তা হলো— গর্ভপাতের বিষয়টি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। প্রশ্ন হলো, যেখানে

---

[১৩৫] Panaorama V. XXIV No.9, p.13. Colum-No.2

বৈধ-অবৈধের প্রশ্ন আছে, সেখানে ব্যক্তিগত বিষয় বলতে কিছু বাকি থাকে? বিষয়টি সম্ভবত আমাদের দেশের সেসব লোকদের জন্য শিক্ষণীয় হবে, যারা সভ্য হওয়ার খাহেশে পরিবার-পরিকল্পনার ঠুনকো নিয়মের অন্ধ ভক্ত। তারা বুলি আওড়িয়ে থাকেন—'আমাদের এই কর্মসূচী ও পদক্ষেপের উদ্দেশ্য কোনো শিশু হত্যা নয়। কাজেই তা وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

'তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না।'[১৩৬]—এর আওতাভুক্ত হবে না।

দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ব্যয়ের তালিকা

ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম মাওলানা কারি মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেব রহ. *তারিখে দারুল উলুম দেওবন্দ* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাতে উপমহাদেশের শীর্ষ দ্বীনি বিদ্যাপীঠ সম্পর্কিত জরুরি তথ্যাবলি বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। সে গ্রন্থ হতে নির্বাচিত একটি অংশ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

একশ' বছরে যে সকল শিক্ষার্থী দারুল উলুম থেকে ইলমি ফায়দা অর্জন করেছে এবং দারুল উলুম তাদের খরচাদি বহন করেছে, তাদের সংখ্যা হলো—পঁয়ষট্টি হাজার সাতশ' সাতাইশ। আর দাওরা হাদিস শেষ করে ডিগ্রি অর্জনকারী ছাত্রের সংখ্যা—সাত হাজার চারশ' সতেরো। নির্মাণ সংক্রান্ত ব্যয় বাদে আনুষঙ্গিক সকল ব্যয়ের পরিমাণ, সাতানব্বই লাখ ছেচল্লিশ হাজার পঞ্চাশ রুপি তেরো আনা নয় পয়সা। এখন এ ব্যয়কে যদি পঁয়ষট্টি হাজার সাতশ' সাতাইশ জন শিক্ষার্থীর মাথা পিছু হারে বণ্টন করা হয়, তবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পেছনে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় একশ' ঊনপঞ্চাশ রুপি। আর যদি ব্যয়িত পুরো অর্থকে সাত হাজার চারশ' সতেরোজন সনদপ্রাপ্ত ছাত্রের মাথা পিছু হারে বণ্টন করা হয়, তবে একজন পরিপূর্ণ আলেম তৈরি করতে দারুল উলুমের ব্যয় হয়েছে মাত্র তেরোশ' চৌদ্দ রুপি।[১৩৭]

---

[১৩৬] সূরা আনআম : ১৫১; সূরা ইসরা : ৩১
[১৩৭] তারিখে দারুল উলুম দেওবন্দ : পৃ.৯০

পৃথিবীতে এমন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে কি, যা দারুল উলুমের মতো স্বল্প ব্যয় ও অতি সাদাসিধে বাজেট সত্ত্বেও এত সুন্দর ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারে?

সাহাবায়ে কেরাম রা. কর্তৃক মুক্ত করা দাস-দাসীর সংখ্যা

নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান সাহেব রহ. *আন-নাজমুল ওয়াহহাজ* গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে কোনো কোনো সাহাবি রাজিয়াল্লাহু আনহুর মুক্ত করা দাস-দাসীর যে সংখ্যা উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ :

- আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহু—৬৯ জন।
- আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু—৭০ জন।
- হাকিম ইবনু হিযাম রাজিয়াল্লাহু আনহু—১০০ জন।
- আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু—১০০০ জন।
- উসমান গনি রাজিয়াল্লাহু আনহু—২০ জন।
- যুলকিলা' হিময়ারি রাজিয়াল্লাহু আনহু—৮০০০ জন।
- আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাজিয়াল্লাহু আনহু—৩০,০০০ জন।[১৩৮]

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—কেবলমাত্র সাতজন সাহাবি রাজিয়াল্লাহু আনহু মুক্ত করেছেন উনচল্লিশ হাজার দুইশত উনষাট জন দাস-দাসী। এতে অপরাপর হাজারো সাহাবায়ে কেরামের মুক্ত করা দাস-দাসীর সংখ্যা কত বিশাল হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অভাব দূর হবে যে আমলে

হাফিজ ইবনু কাসির রহ. ইবনু আসাকির রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তখন উসমান ইবনু আফফান রাজিয়াল্লাহু আনহু তাকে দেখতে যান এবং বলেন, ما تشتكي؟

: আপনি কী যন্ত্রণায় ভুগছেন?

---

[১৩৮] ফাতহুল আল্লাম : ২/৩৩২

: ذنوبی'আমার গুনাহসমূহের শাস্তির চিন্তায় ভুগছি।

: فما تشتهی؟'আপনি কী কামনা করেন?

: رحمة ربی'আমার রবের রহমত ও করেনা কামনা করি।

: আপনার জন্য কোনো চিকিৎসক পাঠিয়ে দিই?

: না, চিকিৎসকই আমাকে অসুস্থ করে রেখেছে।

: তাহলে খরচপাতির জন্য কিছু হাদিয়া পাঠিয়ে দিই?

: না, তার আর প্রয়োজন নেই।

: এখন প্রয়োজন না হলেও আপনার অবর্তমানে মেয়েদের কাজে আসবে।

: আপনি আমার মেয়েদের দুরবস্থা ও অভাব-অনটনের কথা ভাবছেন? আমি তাদেরকে প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করার জোর তাগিদ দিয়ে আসছি। কারণ, আমি রাসুলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি'যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করবে, দরিদ্রতা ও অভাব-অনটন তাকে কখনোই স্পর্শ করতে পারবে না!'[১৩৯]

অগ্রগামী কারা?

সুরা ওয়াকিয়াতে সাবেকিন তথা অগ্রগামীদের ভূয়সী প্রশংসা করে তাদের পুরস্কার ও সওয়াবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো—সাবেকিন কারা? কী তাদের পরিচয়?

এর ব্যাখ্যায় রাসুলুল্লাহ সা. বলেন—

> সাবেকিন হলো সে সকল মহৎ লোক, যাদের প্রাপ্য বা অধিকার দেওয়া হলে তা যেভাবে গ্রহণ করে, সেভাবে তাদের কাছে অন্যের প্রাপ্য অধিকার তলব করা হলে তা যথাযথ আদায় করে। আর তারা অন্যদের সে ফয়সালাই করে, যা নিজেদের বেলায় করে থাকে।[১৪০]

---

[১৩৯] ইবনে কাসির : ৪/২৮১

[১৪০] প্রাগুক্ত : ৪/২৮৩

স্ত্রীকে লেখা গাজি আনোয়ার পাশার হৃদয়ছোঁয়া শেষ চিঠি

গাজি আনোয়ার পাশা। তুর্কি বীর মুজাহিদদের একজন। যিনি আজীবন ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে বীরবিক্রম যুদ্ধ করেন। অবশেষে রাশিয়ার বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত জিহাদে প্রাণপণ যুদ্ধ করে শাহাদাতের অমীয় সুধাপান করেন। এই লড়াকু শাহাদাতের মাত্র একদিন পূর্বে প্রিয়তমা স্ত্রী নাজিয়া সুলতানার নামে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। শাহজাদি নাজিয়া পরবর্তী সময়ে সে চিঠি তুরস্কের সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। তারই অনুবাদ ২২ এপ্রিল ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়। পত্রটি এতোটাই আবেদনময়ী, মর্মস্পর্শী ও শিক্ষণীয় যে, প্রত্যেক নওজোয়ানের জন্যই তা পাঠ করা উচিত। এখানে অনুবাদটি পেশ করা হলো :

> আমার জীবনসঙ্গিনী, আমার সুখ ও স্বপ্নের ঠিকানা, প্রিয়তমা নাজিয়া! মহান আল্লাহ তোমার সহায়।
>
> তোমার লেখা সর্বশেষ পত্রটি এ মুহূর্তে আমার চোখের সামনে। বিশ্বাস করো, তোমার এ চিঠি আমার হৃদয়ে মিশে থাকবে আজীবন। তোমার মায়াবী চেহারা আজ আমি দেখতে পাচ্ছি না সত্য, কিন্তু তোমার লেখা চিঠির প্রতিটি ছত্রে-ছত্রে অক্ষরে-অক্ষরে দৃষ্টিপাত করলেই তোমার আঙুলগুলো নড়াচড়ার দৃশ্য আমার দু'নয়নে ভেসে ওঠে। যেগুলো এক সময় আমার এলোকেশ নিয়ে খেলা করত। তাঁবুঘেরা এই অন্ধকার প্রকোষ্ঠেও ক্ষণে ক্ষণে চোখের সামনে ভেসে উঠছে তোমার কান্তিময় মুখ। হায়! তুমি লিখেছ— আমি কি-না তোমায় ভুলে বসে আছি। তোমার ভালোবাসার কোনো মূল্য দিই নি! তুমি বলেছ, আমি তোমার প্রেম-পিয়াসি হৃদয়কে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দূর দেশের এ প্রত্যন্ত অঞ্চলে আগুন আর রক্ত নিয়ে হোলি খেলায় মেতে আছি! আর আমি মোটেও ভাবছি না যে, একজন অবলা নারী নিস্তব্ধ রজনীতে আমার বিরহের বেদনায় অস্থির হয়ে আছে। আর আকাশের তারা গুনছে। তুমি এও বলেছ, আমি নিছক তরবারির প্রতিই আসক্ত ও অনুরক্ত। অথচ এ কথাগুলো লেখার সময় তুমি হয়তো একটুও ভেবে দেখো নি যে, তোমার প্রতিটি শব্দের বাণ—যা তুমি নিঃসন্দেহে নিখাদ ভালোবাসার টানেই লিখেছ—আমার অবুঝ হৃদয়ে কতটা খুন ঝরাবে! আমি তোমাকে কী করে বোঝাবো যে, এ পৃথিবীতে তোমার ভালোবাসাই আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তুমিই আমার সকল

ভালোবাসার শুরু ও শেষ। তুমিই আমার সকল ভালোবাসার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। ইতোপূর্বে আমি কখনো কাউকে ভালোবাসি নি। একমাত্র তুমিই আমার হৃদয় ছিনিয়ে নিয়েছ। তবুও আজ কেন আমি এতো দূরে! কেন তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি! হে প্রিয়তমা, এ প্রশ্ন তুমি অবশ্যই করতে পারো। তাহলে শোনো—আমি কোনো ধন-সম্পদ ও বিত্ত-বৈভবের আশায় এই ভিনদেশে আসি নি। তাছাড়া আমি যে এখানে এসে নিজের জন্য কোনো রাজসিংহাসন নির্মাণ করছি তাও তো নয়! যেমনটি আমার শত্রুরা রটিয়েছে! আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অর্পিত দায়িত্বের টানেই কেবল তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে বড় দায়িত্ব আর কী আছে বলো? আর এটি এমনই মহিমাময় ফরজ, যার প্রতিজ্ঞা করলেই মানুষ 'জান্নাতুল ফেরদাউস'-এর মালিক হতে পারে। আলহামদু লিল্লাহ, আমি কেবল প্রতিজ্ঞাতেই সীমাবদ্ধ থাকি নি; বরং বাস্তবে এই কর্তব্য আদায় করতে যাচ্ছি এখন।

প্রিয়তমা, তোমার বিয়োগ-ব্যথা সদ্য শানিত তরবারি দিয়ে আঘাত করার মতো—যা আমার হৃদয়কে সর্বক্ষণ ক্ষত-বিক্ষত করে; কিন্তু এই বিরহ ব্যথাতেও আমি বেশ আনন্দিত, দারুণ তৃপ্ত। কেননা, শুধু তোমার ভালোবাসাই আমার প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বড় এক চ্যালেঞ্জ। ছিল এক মহা পরীক্ষা। আল্লাহ তাআলার দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া, এই পরীক্ষায় আমি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পেরেছি। এবং আল্লাহ তাআলার মহব্বত ও তাঁর নির্দেশকে নিজের প্রেম ও মনের চাহিদার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার পরীক্ষায় সফল হয়েছি। এজন্য অবশ্য তোমারও আনন্দিত হওয়া উচিত একথা ভেবে যে, তোমার ভালোবাসার মানুষটির ঈমান অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত। যার কারণে তিনি আল্লাহর ভালোবাসাকে রক্ষা করতে গিয়ে তোমার ভালোবাসাকে অবলীলায় বলি দিতে পেরেছেন। ওগো প্রিয়া, তোমার ওপর তরবারির জিহাদ ফরজ নয়। তাই বলে তুমি জিহাদের বিধানের আওতামুক্ত নও। কারণ, নারী কিংবা পুরুষ, কোনো মুসলিমই জিহাদের বিধানের বাইরে নয়। তোমার জিহাদ হলো, তুমিও নিজের চাহিদা ও ভালোবাসার ওপর আল্লাহর ভালোবাসাকে প্রধান্য দেবে। স্বামীর সঙ্গে আন্তরিক ভালোবাসার বন্ধনকে আরও দৃঢ় করবে। মনে রেখো—এই কামনা কখনোই

করবে না, তোমার স্বামী রণাঙ্গন হতে অক্ষতবস্থায় তোমার আদর-সোহাগ ও ভালোবাসার কোলে ফিরে আসুক। কারণ, এই কামনা হবে শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, যা আল্লাহর নিকট ঘৃণিত; বরং সর্বক্ষণ এই দুআ করবে—'আল্লাহ তাআলা যেন তোমার স্বামীর জিহাদ কবুল করেন। তাকে বিজয়বেশে ফিরিয়ে আনেন। নতুবা শাহাদাতের অমীয় সুধা সেই ঠোঁটে পান করান, যে ঠোঁট কখনো নাপাক মদ দ্বারা সিক্ত হয় নি; বরং আল্লাহর জিকির ও কুরআন তিলাওয়াতে সদা সতেজ ছিল।

প্রিয় নাজিয়া, আহ! সে মুহূর্তটি কতইনা বরকতপূর্ণ ও মহিমাময় হবে, যখন আল্লাহর রাস্তায় এ শির, যাকে তুমি অত্যন্ত চমৎকার বলতে, দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিথর পড়ে থাকবে। যে দেহ তোমার ভালোবাসার দৃষ্টিতে কোনো যোদ্ধার দেহ ছিল না; ছিল এক সুঠামদেহী লাবণ্যময় সুপুরুষের দেহ। এ মুহূর্তে আমার সবচে' প্রবল ইচ্ছা ও বাসনা হলো শহিদ হওয়া এবং খালেদ বিন ওয়ালিদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়া। এ দুনিয়ার প্রাপ্তি ও তৃপ্তি যেহেতু ক্ষণস্থায়ী, তাই মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার কী অর্থ? মৃত্যু যখন সুনিশ্চিত, তবে বিছানায় শুয়ে মরবো কেন? শহিদি মরণই কাম্য। কারণ, শহিদি মরণ মরণ নয়; বরং প্রকৃত জীবন। অনন্ত-অসীম জীবন।

নাজিয়া, তোমার প্রতি আমার প্রথম অসিয়ত হলো—আমি শহিদ হয়ে গেলে তোমার দেবর নুরিপাশার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাবে। তোমার পরে আমার নিকট সবচে' প্রিয় পাত্র হলো নুরি। আমি চাই আমার মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে আমরণ সে বিশ্বস্ততার সাথে তোমার সেবা করুক। আমার দ্বিতীয় অসিয়ত হলো—তোমার যত সন্তান হবে তাদের সকলকে আমার জীবন-কাহিনি শুনাবে এবং তাদেরকে ইসলাম ও দেশের জন্য জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায় পাঠিয়ে দেবে। যদি তুমি আমার এ অসিয়ত পূর্ণ না করো, তবে মনে রেখো, জান্নাতে আমার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে না। আমার তৃতীয় অসিয়ত হলো, মোস্তফা কামাল পাশার সঙ্গে সদা সদাচার করবে। যথাসাধ্য তার সাহায্য করবে। কারণ, এ মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা তার ওপরই নির্ভরশীল রেখেছেন।

প্রিয়তমা, এবার তাহলে বিদায় দাও। কেন যেন আমার মন বলছে, এ চিঠিই তোমার প্রতি আমার জীবনের শেষ চিঠি। এরপর আর কখনো কোনো চিঠি লেখার সুযোগ হবে না। কী আশ্চর্য! আগামীকালই হয়তো আমি শহিদ হয়ে যাবো! দেখো, ধৈর্য হারাবে না। আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর রাস্তায় কবুল করেছেন—এটা তোমার জন্য গর্বের বিষয়। অতএব, আমার শাহাদাতের পর ব্যাকুল ও অস্থির না হয়ে খুশি ও আনন্দিত হবে।

নাজিয়া, এখন বিদায় নিচ্ছি। আমার স্বপ্ন ও কল্পনার জগতে তোমাকে আলিঙ্গন করছি। ইন শা আল্লাহ, জান্নাতে দেখা হবে। তারপর আর কখনো বিচ্ছিন্ন হবো না।

—ইতি

তোমার আনোয়ার।[১৪১]

উল্লেখ্য, এ চিঠি লেখার সময় মোস্তফা কামাল পাশা কেবলমাত্র ইসলামের একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তখনো তিনি তুরস্কে ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় সেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি, যেসব পদক্ষেপ তাকে পরবর্তী সময়ে জগদ্বিখ্যাত করেছিল।

দুই ভাইয়ের একরাত

মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির রহ. ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ি ও হাদিস বর্ণনাকারী। তিনি বলেন, একদিন আমি সারা রাত আমার মায়ের পা টিপছিলাম। আর আমার ভাই আবু বকর ইবনুল মুনকাদির রাতভর নামাজ পড়ছিল; কিন্তু কিছুতেই আমি আমার রাতটিকে তার রাতের বিনিময়ে গ্রহণ করতে রাজি নই।[১৪২]

রণাঙ্গনে দুই সাহাবির দুআ

ইমাম বাগাবি রহ. সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাজিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণনা করেন, উহুদযুদ্ধ চলাকালীন আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ রাজিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বললেন, আসেন, আমরা উভয়ে মিলে দুআ করি। অতঃপর আমরা

---

[১৪১] আবদুল মজিদ আতিকি কর্তৃক রচিত কাবুল বুক ডিপো লাহোর থেকে প্রকাশিত 'তুরকানে আহরার' গ্রন্থ হতে সংগৃহীত : পৃ.১২৭-১৩০

[১৪২] শামসুল আইম্মাহ সারাখসি, আল-মাবসুত : ১০/১৪০

ময়দানের এক কোণে চলে যাই। আমি দুআ করলাম—হে আল্লাহ, আগামীকাল যখন যুদ্ধ আরম্ভ হবে, আমার মোকাবেলা যেন কোনো হৃষ্টপুষ্ট তাগড়া নওজোয়ানের সঙ্গে হয়। আমি তার সঙ্গে কেবল আপনার সন্তুষ্টির জন্য লড়বো। আপনি আমাকে উক্ত যুদ্ধে জয়ী করেন!

আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ রাজিয়াল্লাহু আনহু আমার দুআ শুনে আমিন বললেন। তারপর তিনি দুআ করলেন—হে আল্লাহ, আগামীকাল আমাকে কোনো শক্তিশালী কাফেরের মোকাবেলা করার তাওফিক দেন! তার সঙ্গে আমি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য লড়াই করবো। অতঃপর আমার প্রতিপক্ষ কাফের যেন আমাকে পাকড়াও করে আমার নাক, কান ইত্যাদি কেটে দেয়। যাতে কিয়ামতের দিন আপনার সামনে আরজ করতে পারি—হে আল্লাহ, আমি আপনার ও আপনার রাসুলের রাস্তায় এ নির্যাতনের শিকার হয়েছি। সেদিন আপনি আমার কথার সমর্থন জানাবেন।

সাদ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ রাজিয়াল্লাহু আনহুর দুআ আমার দুআর চেয়ে উত্তম ছিল। অতঃপর পরের দিন আমি দেখলাম, যথারীতি তার নাক ও কান কাটা অবস্থায় একটি সুতোয় ঝুলছে![১৪৩]

অকুতোভয় ঈমানদীপ্ত এক সাহাবির কাহিনি

একদা খলিফাতুল মুসলিমিন উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু রোমের উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা রাজিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল পাঠালেন। শত্রুরা তাকেসহ কাফেলার সকলকে বন্দি করে ফেলল। এ মহান ব্যক্তিকে যখন রোম-সম্রাটের দরবারে নিয়ে যাওয়া হলো, সম্রাট তাকে এ মর্মে প্রস্তাব প্রদান করে যে, যদি তুমি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করো তবে তোমাকে আমার সাম্রাজ্যের অংশীদার করবো। হতভাগা সম্রাট ভেবেছিল ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদার মোহ এ মরুচারী যাযাবরকে কাত করে দেবে; কিন্তু তার ধারণা ছিল না যে, তার সামনে দণ্ডায়মান মুহাম্মাদে আরাবির একজন ভক্ত ও আত্মনিবেদিত সাহাবি। যার অভাব-অনটন ও দরিদ্রতার সম্মুখে এক-দুটি নয়—হাজারো সাম্রাজ্য উৎসর্গ হয়ে থাকে।

আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা রাজিয়াল্লাহু আনহু তার প্রস্তাব স্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। এই বিমুখতার দরুন আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা রাজিয়াল্লাহু

[১৪৩] আল-ইসাবাহ : ২/২৭৮

আনহু তা-ই পেয়েছেন, যা এ পৃথিবীতে সত্য পথের পথিকগণ পেয়ে থাকেন। সম্রাট তাকে শূলে চড়িয়ে তির মারতে মারতে হত্যা করার নির্দেশ দিল। সিপাহিরা নির্দেশমতো তাকে শূলে চড়ালো। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন। তাকে ঝাঁজরা করার জন্য কামানগুলো তাক করানো হলো। মৃত্যু তার সম্মুখে অপেক্ষমাণ; কিন্তু সম্রাট এ দৃশ্য দেখে অবাক নয়নে তাকিয়ে রইল যে, এ নির্ভীক খোদাভক্ত প্রেমীর চেহারায় দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা ও ভয়-ভীতির বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। মৃত্যুকে এত সহজে বরণ করার দৃশ্য সম্রাট ইতোপূর্বে কাউকে দেখে নি। তাই সে ভাবলো—তাকে এমন কোনো ভয়ঙ্কর পদ্ধতিতে হত্যা করতে হবে, যেন তার মতো অকুতোভয় সাহসী ব্যক্তিও ঘাবড়াতে বাধ্য হয়। সেজন্য সম্রাট তাকে শূলকাষ্ঠ হতে নামিয়ে আনার নির্দেশ দিল। আর একটি ডেগে পানি ঢেলে তা ফোটানোর হুকুম করল। পানি ভর্তি ডেগটি যখন টগবগ করছিল, ঠিক তখনি আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা রাজিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র কাফেলার এক বন্দি সাহাবিকে এনে তারই সম্মুখে ডেগে ছেড়ে দেওয়া হলো। আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আর দেখলেন, তার সঙ্গী বন্দিকে ডেগে ছাড়ামাত্রই তার হাড্ডি থেকে গোশত খসে পড়ল। আর হাড্ডিগুলো ডেগের মধ্যে বীভৎসরূপে চকচক করতে লাগল। নির্দয় সম্রাট আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বলল, যদি তুই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ না করিস, তবে তোকেও ঠিক এই পরিণতির শিকার হতে হবে; কিন্তু এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহুকে তার সাহসী অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে নি। তার জবানে একটাই কথা ছিল—এ টগবগে ফুটন্ত পানিতে পড়ে ঝলসে যাওয়া সম্ভব, তবুও ঈমান ত্যাগ করা সম্ভব নয়।

অতঃপর সৈন্যরা তাকেও তাতে নিক্ষেপ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু এখানে এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হলো। যেই আবদুল্লাহ ইবনু হুজাফা রাজিয়াল্লাহু আনহু কিছুক্ষণ পূর্বে প্রফুল্লচিত্তে মৃত্যুকে অভিবাদন জানাচ্ছিলেন, তিনিই এখন কড়াইয়ের কাছে যেতেই তার আঁখিযুগল বেয়ে অশ্রু ঝরছিল! তাকে অশ্রুসিক্ত দেখে সম্রাট ভাবল, এটাই আমার বিজয়। তাই সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে ডেকে এনে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে আবদুল্লাহ বললেন, আমি এই আক্ষেপ করে কেঁদেছিলাম, যদি আমার শত প্রাণ থাকত আর সবগুলোকে আজ আল্লাহর রাস্তায় কুরবান করতে পারতাম!

বাদশা এ কথা শুনে বিস্মিত হলো। কারণ, সে লোমহর্ষক ও বিভীষিকাময় মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়ানো ব্যক্তির মুখ থেকে এরূপ উত্তর কখনো আশা করে নি। পরিশেষে বাদশা ভাবলো এমন লোকের শাস্তি হয়তো প্রাণে না মেরে বাঁচিয়ে রাখা। তাই সম্রাট তাকে লক্ষ্য করে বলল, ঠিক আছে, তুই কেবল আমার কপালে চুমু খেলেই তোকে ছেড়ে দেবো। আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এর বিনিময়ে কেবল আমাকে নয়; বরং আমার সকল সঙ্গীকেও মুক্ত করলে আমি তা করতে পারি। বাদশা বলল, আচ্ছা, তা-ই হবে। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনু হুজাফা রাজিয়াল্লাহু আনহু সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার কপালে চুমু খেলেন এবং সকল সঙ্গীদের নিয়ে নিরাপদে ফিরে এলেন।

এই পবিত্র কাফেলা যখন উমার রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এসে পুরো ঘটনা শুনালেন, তখন তিনি স্বস্থান হতে দাঁড়িয়ে গেলেন। এবং আবদুল্লাহ ইবনু হুজাফা রাজিয়াল্লাহু আনহু যে ঈমানি চেতনা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে কাফেলার নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং অলৌকিকভাবে সদলবলে নিরাপদে ফিরে এসেছেন তার স্বীকৃতি ও পুরস্কারস্বরূপ তার কপালে চুম্বন করলেন।[১৪৪]

আল্লাহর নিকট পৌছার পথ

আবু ইয়াজিদ বোস্তামি রহ. বলেন, একবার আমার মহান প্রভুর সঙ্গে আমার স্বপ্নযোগে সাক্ষাৎ হয়। তখন আমি তাঁর সমীপে আরজ করলাম—

'হে আল্লাহ, আপনার নিকট পৌছার পথ কোনটি?' জবাব এলো—

أترُكْ نَفسَكَ وَتَعَالَ

তোমার নফসকে ছেড়ে দাও এবং চলে এসো।[১৪৫]

স্বপ্নের তাৎপর্য

খলিফা মাহদি'র শাসনামলে শরিক ইবনু আবদুল্লাহ রহ. বিচারক ছিলেন। একবার তিনি মাহদি'র নিকট এলে তিনি তাকে হত্যা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আমিরুল মুমিনিন, কী কারণে আমাকে হত্যা করবেন? মাহদি বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম তুমি আমার বিছানা নাড়াচ্ছ এবং আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে আছ। আমি এ স্বপ্নের কথা

---

[১৪৪] প্রাগুক্ত : ২/২৮৮

[১৪৫] আল-ই'তিসাম : ১/৩৫২

একজন ব্যাখ্যাকারের নিকট পেশ করলে তিনি আমাকে বললেন, কাজি শরিক বাহ্যিকভাবে আপনার আনুগত্য প্রকাশ করলেও তলে তলে সে আপনার ঘোর বিরোধী। কাজি শরিক বললেন, খোদার কসম! আমিরুল মুমিনিন, আপনার স্বপ্ন ইবরাহিম আ.-এর স্বপ্ন নয়, আর ব্যাখ্যাদাতাও ইউসুফ আ. নন। তবে কেন খামাখা একটি মিথ্যা ও অবাস্তব স্বপ্নকে ভিত্তি করে মুসলিমদের মস্তক উড়িয়ে দিতে চান! খলিফা এ কথা শুনে চুপসে গেলেন এবং হত্যার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন।[১৪৬]

রাখে আল্লাহ মারে কে!

আমর ইবনু ইয়াহইয়া আলাবি রহ. বলেন, একবার আমরা একটি কাফেলার সঙ্গে কুফা থেকে মক্কায় যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে কাফেলার একজনের পেটের পীড়া দেখা দিল। এ সফরে আমরা মরু দস্যুদের আক্রমণের শিকার হয়েছিলাম। দস্যুরা আমাদের একপাল উট ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ঘটনাক্রমে সে পীড়িত লোকটিকেও তারা নিয়ে গেল। ফলে সে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। দীর্ঘদিন পর যখন আমরা কুফায় ফিরে এলাম, তখন আমি সে লোকটিকে দেখলাম, সে সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি তাকে এর রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, দস্যুরা আমাকে তাদের লোকালয়ে নিয়ে এলো। সেখানে নিয়ে তারা আমাকে তাদের বাড়ির পাশে ফেলে রাখল। তখন আমি আমার এহেন দুর্বিসহ জীবন থেকে মুক্তির জন্য মৃত্যু কামনা করতে লাগলাম। হঠাৎ একদিন দেখলাম, তারা বেশ কিছু অজগর সাপ শিকার করে এনে সেগুলোর মাথা ও লেজ ফেলে দিয়ে ভুনা করছে। আমি ভাবলাম, হয়তো বা এরা সাপ খাওয়ায় অভ্যস্ত; কিন্তু আমি খেলে নির্ঘাত মারা যাবো। আবার মনে হলো, মরে গেলে তো আমি এ দুর্বিসহ জীবন থেকে রেহাই পাবো। তাই আমি তাদের ভুনাকৃত অজগর খেতে চাইলাম। তারা আমার নিকট একটা ছুঁড়ে মারলো। আমি তা খেয়ে ফেললাম। খাওয়া শেষ না হতেই আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। ঘুম হতে উঠেই দেখি ঘামে গোটা শরীর স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। প্রচণ্ড বমির ভাব হচ্ছে। তারপর শতাধিকবার বমি হলো। সকালে উঠে দেখি আমার

---

[১৪৬] প্রাগুক্ত : ১/৩৫৩

পেটের স্ফীতি অনেকটাই কমে গেছে। অতঃপর তাদের কাছে কিছু খাবার চেয়ে খেলাম। এভাবে কয়েকদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলাম।[১৪৭]

উমার ইবনু আবদিল আজিজ রহ.-এর খোলা চিঠি

উমার ইবনু আবদুল আজিজ রহ. তাঁর এক গভর্নরকে পত্র লেখেন—

أَمَّا بَعْدُ! فَقَدْ أَمكَنَتْكَ القُدْرَةُ مِنْ ظُلْمِ الْعِبَادِ، فَإِذَا هَمَمْتَ بِظُلْمِ أَحَدٍ فَاذْكُرْ قُدْرَةَ اللهِ عَلَيْكَ وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَاتَأْتِيْ إِلَى النَّاسِ شَيْئًا إِلَّا كَانَ زَائِلًا عَنْهُمْ بَاقِيًا عَلَيْكَ وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَخَذَ لِلْمَظْلُوْمِيْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ. وَالسَّلَامُ.

হামদ ও সালাতের পর কথা হলো, ক্ষমতা বলে আল্লাহর বান্দাদের ওপর জুলুম করার শক্তি-সামর্থ্য তোমার অর্জিত হয়েছে। তবে যখনই কারও ওপর জুলুম করার ইচ্ছা করবে, তখনই চিন্তা করে দেখবে যে, মহান আল্লাহ তোমার প্রতি কতটা ক্ষমতাবান! মনে রাখবে, তুমি জনসাধারণের ওপর যে বিপদই চাপিয়ে দাও না কেন, তা কোনো একদিন তাদের থেকে সরে যাবে; কিন্তু তোমার আমলনামায় সর্বদা জুড়ে থাকবে। আর স্মরণ রাখবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা জালিমদের থেকে মাজলুমদের হক আদায় করেই ছাড়বেন।[১৪৮]

কুরআনে কারিমের ফজিলত

ইমাম আবু আবদির রহমান সুলামি রহ. বিখ্যাত তাবেয়ি ছিলেন। তিনি যদিও ইলমে হাদিস, তাফসির ও অন্যান্য দীনি শিক্ষায় একজন উঁচুমাপের আলেম ছিলেন। তথাপি সারাটি জীবন কুফার জামে মসজিদে কুরআনে কারিমের শিক্ষাদানে কাটিয়েছেন। চল্লিশ বছর পর্যন্ত মানুষকে কুরআনে কারিম [হিফজ, নাজেরা, তাজবিদ ও কিরাত] শিক্ষা দিয়েছেন। কেউ এর

[১৪৭] হায়াতুল হায়াওয়ান : ১/৩১
[১৪৮] ইয়াহইয়াউল উলুম : ৪/৫০

কারণ জানতে চাইলে তিনি বলতেন—উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহু আমাকে নবীজির হাদিস শুনিয়েছেন—

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম, যে কুরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়।[১৪৯]

অতঃপর বলেন, এ হাদিসটিই মূলত আমাকে এ মহৎকাজে নিয়োজিত থাকতে বাধ্য করেছে। [১৫০]

আল্লামা শাতিবি রহ. ও রাজা ইজজুদ্দিন

ইজজুদ্দিন মুসিক হলো সে রাজা, যার চৌকিদারি করে আল্লামা ইবনু হাজেব রহ. [বিখ্যাত আরবি ব্যাকরণগ্রন্থ *কাফিয়ার* প্রণেতা] এর পিতা 'হাজেব' উপাধিতে ভূষিত হন। একবার তিনি কিরাতশ্রাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা শাতিবি রহ.-কে নিজের দরবারে ডেকে পাঠালেন। আল্লামা শাতিবি রহ. তখন ছাত্রদের মাঝে তাশরিফ এনেছিলেন। তিনি এক ছাত্রকে বললেন, রাজা ইজজুদ্দিনকে আমার পক্ষ হতে জবাব লিখে পাঠাও—

قُلْ لِلْأَمِيْرِ مَقَالَةً مِنْ نَا صِحٍ فَطِنٍ نَبِيْهِ

إِنَّ الْفَقِيْهَ إِذَا أَتَى أَبْوَابَكُمْ، لَا خَيْرَ فِيْهِ.

> রাজাকে তার এক সচেতন ও বুদ্ধিমান হিতাকাঙ্খীর পক্ষ থেকে জানিয়ে দাও, কোনো ফকিহ তোমাদের দুয়ারে ধন্না দিলে তাতে কোনো কল্যাণ নেই।[১৫১]

অন্তরের ঔষধ

ইবরাহিম খাওয়াস রহ. ছিলেন একজন উঁচুমাপের সুফিসাধক। তিনি বলেন, অন্তরের ঔষধ হলো পাঁচটি :

- চিন্তা ও গবেষণাসহ কুরআন শরিফ তিলাওয়াত করা
- খালি পেটে থাকা

---

[১৪৯] বুখারি : ৫০২৭
[১৫০] আল্লামা ইবনুল জাযারি, আন-নাশরু ফিল কিরাআতিল আশার : ১/৩
[১৫১] মরহুম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান, আততাজুল মুকাল্লাল : পৃ.৯৮

- রাতে তাহাজ্জুদ পড়া
- শেষরাতে তাহাজ্জুদের সময় আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করা
- আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত গ্রহণ করা।[১৫২]

জীবন সন্ধিক্ষণে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.

ইবরাহিম ইবনুল জাররাহ রহ. বলেন, আমি ইমাম আবু ইউসুফ রহ.'র মৃত্যুশয্যায় তার শুশ্রূষার জন্য গিয়ে দেখলাম তিনি বেহুঁশ। কিছুক্ষণ পর তাঁর হুঁশ ফিরল। চোখ মেলেই তিনি আমাকে পাশে বসা পেলেন। আমাকে দেখেই বললেন, ইবরাহিম, বলো তো দেখি, হাজিদের জন্য পায়ে হেঁটে কঙ্কর নিক্ষেপ করা উত্তম, নাকি আরোহী অবস্থায়? আমি বললাম, পায়ে হেঁটে নিক্ষেপ করা উত্তম। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বললেন, তোমার কথা ঠিক না। আমি বললাম, তাহলে আরোহী অবস্থায় উত্তম। তিনি বললেন, এও ঠিক না। অতঃপর তিনি নিজেই বললেন, প্রথম দু'বার পায়ে হেঁটে উত্তম। আর তৃতীয়বার আরোহী অবস্থায় উত্তম।

ইবরাহিম রহ. বলেন, মাসআলাটি জেনে আমি যতটুকু না আশ্চর্য ও অভিভূত হয়েছি তারচে' বেশি আশ্চর্য হয়েছি মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গনরত অবস্থায়ও ইলমি পর্যালোচনার প্রতি তাঁর অগাধ উদ্দীপনা দেখে! অতঃপর বিদায় নিয়ে কিছুদূর না যেতেই ভেতর থেকে কর্ণকুহরে ভেসে এলো মেয়েদের কান্নার আওয়াজ। তখন বুঝতে পারলাম—তিনি পরম মাওলার সান্নিধ্যে চলে গেছেন।[১৫৩]

কাব ইবনু জুহাইর রাজিয়াল্লাহু আনহুর চাদর

মক্কা বিজয়ের পরে যে সকল সাহাবি রাজিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কাব ইবনু জুহাইর রাজিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাদেরই একজন। ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মুসলিমদের নিদারুণ কষ্ট দিয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় ইসলামের সৌন্দর্য তাঁর হৃদয়াকাশে ফুটে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু রাসুলুল্লাহর সম্মুখে যেতে তিনি সঙ্কোচবোধ করতেন। সকলে তাকে সান্ত্বনা দিল যে, তুমি রাসুলুল্লাহর দরবারে গিয়ে ক্ষমা চাইলে তিনি অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন। তাদের কথা মতো তিনি নবীজির দরবারে হাজির হওয়ার

---

[১৫২] কামালুদ্দিন আদহামি, তাহবিবুল মুসলিমিন : পৃ.১৪

[১৫৩] মাআরিফুস সুনান : ৬/৪৭৪-৪৭৫

ইচ্ছা করলেন। এবং প্রিয় নবিজির প্রশংসায় যে ঐতিহাসিক কবিতাগুচ্ছ তৈরি করেছিলেন তার প্রথম পঙক্তি হলো—

بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِيْ الْيَوْمَ مَتْبُوْلٌ

مُتَيَّمٌ إِثْرَهَا، لَمْ يُفْدَ مَكْبُوْلٌ.

এ কবিতাগুচ্ছ তিনি স্বয়ং নবীজিকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। নবিজি এতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তার সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিলেন। উপরন্তু পুরস্কারস্বরূপ তাকে নিজের একটি চাদরও দান করলেন। এ কারণেই এ কবিতামালাকে 'কসিদায়ে বুরদাহ বা চাদরের কবিতা' বলে অভিহিত করা হয়। [আল্লামা বুসিরি রহ.ও কসিদায়ে বুরদাহ নামে প্রিয় নবীজির শানে প্রশংসা-মূলক কিছু কবিতা রচনা করেন। তার নাম করণের কারণ অবশ্য ভিন্ন।] যা-হোক, কাব রাজিয়াল্লাহু আনহু নবীজির থেকে পাওয়া সেই চাদরটি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত স্মৃতিচারণ ও বরকত হাসিলের জন্য নিজের কাছে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহু তার শাসনামলে একবার দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে উক্ত চাদরটি বিক্রি করার জন্য প্রস্তাব করলেন; কিন্তু কাব রাজিয়াল্লাহু আনহু স্পষ্ট ভাষায় বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র কাপড়ের বিনিময়ে দুনিয়ার কোনো মূল্যই গ্রহণ করতে পারি না। পরবর্তী সময়ে কাব রাজিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তিকালের পর মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহু তার ওয়ারিসদের কাছ থেকে চল্লিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে চাদরটি খরিদ করে নেন। মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তিকালের পর এ চাদর বংশ পরম্পরায় বনু উমাইয়ার খলিফাদের নিকট পালাক্রমে হস্তান্তর হতে থাকে। পরে আব্বাসি খেলাফতের প্রথম খলিফা সাফফাহ এ চাদরটি বনু উমাইয়্যা থেকে তিনশ' দিনারের বিনিময়ে খরিদ করে নেন এবং তা দীর্ঘদিন যাবৎ আব্বাসি খলিফাদের নিকট সংরক্ষিত ছিল। অবশেষে তাতারিরা যখন বাগদাদ দখল করে নেয়, চাদরটিও তারা সেখান থেকে লুট করে নেয়।[১৫৪]

স্বপ্নযোগে কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাখ্যা

আল্লামা কামালুদ্দিন আদহামি রহ. লেখেন—

---

[১৫৪] প্রাগুক্ত : ৬/৫১৩

➲ যদি কেউ কুরআনে কারিম দেখে দেখে পড়া স্বপ্ন দেখে, তবে তার ব্যাখ্যা হলো—সে ব্যক্তির ইজ্জত-সম্মান, বিজয় ও খুশির উপকরণ অর্জন হবে।

➲ যদি কেউ মুখস্থ কুরআনে কারিম তিলাওয়াত করা স্বপ্নে দেখে, তবে এর অর্থ হলো—সে কারও সঙ্গে মামলা-মোকাদ্দমায় জড়িয়ে পড়বে এবং এতে সে বিজয়ী হবে। এর আরও ব্যাখ্যা হলো লোকটি আমানতদার হবে। কোমল হৃদয়ের মুমিন হবে। মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বাধা প্রদান করবে।

➲ যদি কেউ স্বপ্ন দেখে—সে অর্থ বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করছে, তবে এর অর্থ হলো, সে সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী।

➲ যদি কেউ স্বপ্নে কুরআনে কারিম খতম করতে দেখে, তবে এর ব্যাখ্যা হলো—তার কোনো মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে বিরাট প্রতিদান মিলবে।

➲ যদি কেউ কুরআন শরিফ হিফজ করতে স্বপ্ন দেখে [অথচ সে হাফিজ নয়], তবে তার ব্যাখ্যা হলো, নিজের অবস্থান অনুপাতে তার কোনো দায়িত্ব ও পদমর্যাদা অর্জিত হবে।

➲ যদি কেউ স্বপ্নে নিজেকে কুরআন শরিফ তিলাওয়াত করতে দেখে, কিন্তু কোন সূরা বা কোন আয়াত তিলাওয়াত করছে—তা জানা নেই, তবে তার ব্যাখ্যা হলো, স্বপ্নদ্রষ্টা অসুস্থ হলে অতি শীঘ্রই, ইন শা আল্লাহ, আরোগ্য লাভ করবে আর ব্যবসায়ী হলে ব্যবসায় লাভবান হবে।

➲ যদি কেউ অন্য কারও তিলাওয়াত শ্রবণ করা স্বপ্নে দেখে, তবে তার ব্যাখ্যা হলো, তার পদমর্যাদা [যার যার অবস্থা ভেদে] মজবুত ও সুদৃঢ় হবে। পরিণাম শুভ হবে এবং চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত হতে নিরাপদে থাকবে।

➲ যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, সে কুরআন তিলাওয়াত করছে আর লোকজন তা শ্রবণ করছে, তবে তার ব্যাখ্যা হলোড়সে এমন কোনো পদ লাভ করবে যেখানে সকলে তার হুকুম তামিল করবে।

➲ যদি কেউ স্বপ্নে কুরআন শরিফ বিকৃত কিংবা উল্টো করে তিলাওয়াত করতে দেখে, তবে এটা তার দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। [১৫৫]

কাশ্মিরি রহ.-এর কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনা

এক.

মাওলানা আনওয়ারি লায়েলপুরি রহ. ছিলেন আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ.-এর বিশিষ্ট শাগরেদ। তিনি বলেন, ভাওয়ালপুরের আদালতে আল্লামা কাশ্মিরি রহ. ও কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে ঐতিহাসিক বিতর্ক হয়েছিল, সেখানে কাদিয়ানি পক্ষের সাক্ষী শাহ সাহেব রহ.-কে প্রশ্ন করল—আপনি বলেছেন যে, আমাদের ধর্ম মুতাওয়াতির বা ক্রমাগত। আর তাওয়াতুর বা ক্রমাগমনের কোনো এক প্রকারকে অস্বীকার করলে সে কাফের। অতএব, আপনার দাবি অনুযায়ী ইমাম রাযি রহ.-কে কাফের বলতে হয়। কারণ, *ফাওয়াতিহুর রাহমুত শরহে মুসাল্লামুস-সুবুত* গ্রন্থে আল্লামা বাহরুল উলুম রহ. লিখেছেন—ইমাম রাযি রহ. তাওয়াতুরে মা'নবি বা অর্থগত ক্রমাগমনকে অস্বীকার করেছেন। মাওলানা আনওয়ারি রহ. বলেন, [এ চ্যালেঞ্জের জবাবে শাহ সাহেব রহ. উক্ত কিতাবটি তলব করলেন।] ঘটনাক্রমে কিতাবটি আমাদের নিকট ছিল না; কিন্তু শাহ সাহেব রহ. তৎক্ষণাৎ কোনো চিন্তা-ফিকির ছাড়াই বললেন, মাননীয় আদালত, যে কিতাবটির উদ্ধৃতি আমার প্রতিপক্ষ উল্লেখ করেছেন, সেটি এ মুহূর্তে আমার নিকট নেই। তবে আমি বত্রিশ বছর পূর্বে কিতাবটি দেখেছি। তাতে ইমাম রাযি রহ.বলেন—

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِيْ عَلَى الضَّلَالَةِ.

এ হাদিসটি তাওয়াতুরে মা'নবির পর্যায়ভুক্ত নয়। তিনি এ হাদিসটি মুতাওয়াতিরে মা'নবি হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। মুতাওয়াতিরে মা'নবির প্রামাণ্য হওয়াকে অস্বীকার করেন নি। সে উদ্ধৃতি পেশ করতে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। আপনি তাকে বলেন, হয়তো সে মূল ইবারত পড়ুক, নতুবা আমি তার কাছ থেকে কিতাব নিয়ে কিতাবের মূল পাঠ আপনাকে পড়ে শোনাবো। কাদিয়ানি পক্ষের সাক্ষী ইবারত পড়ার পর তা-ই পাওয়া গেল, যা শাহ সাহেব রহ. ইতোপূর্বে মুখস্থ শুনিয়েছিলেন!

---

[১৫৫] তাহবিবুল মুসলিমিন : পৃ.২৭-২৮

জজ সাহেব এতে যারপরনাই আনন্দিত হলেন। শাহ সাহেব রহ. বললেন, মাননীয় জজ সাহেব! প্রতিপক্ষ লোকটি আমাকে নিরুত্তর করতে চেয়েছিল; কিন্তু আমি যেহেতু একজন জ্ঞান-পিপাসু ছাত্র, তাই দু'চারটি কিতাব আগেই অধ্যয়ন করে রেখেছি। কাজেই আমি নিরুত্তর হবার পাত্র নই ইন শা আল্লাহ![১৫৬]

দুই.

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. বলেন, দু'বছর বয়স থেকেই আমি আমার বাবার সঙ্গে মসজিদে যাওয়া-আসা করতাম। একদিন দেখতে পেলাম দু'জন নিরক্ষর মুসল্লি মসজিদে বিতর্কে লিপ্ত। তাদের একজনের বক্তব্য—পরকালে দেহ ও আত্মা, উভয়কেই শাস্তি দেওয়া হবে। অন্যজনের দাবি হলো, আত্মাকেই কেবল শাস্তি ভোগ করতে হবে।

প্রথমজন তথা উভয়টির শাস্তির দাবিদার তার কথার সমর্থনে উপমা পেশ করলড়একজন অন্ধ ও একজন লেংড়া লোক একটি বাগানে চুরি করার জন্য প্রবেশ করল। লেংড়া বলল, আমি পায়ে হাঁটতে পারি না। অন্ধ লোকটি বলল, আমি ফল দেখতে পাই না। পরিশেষে সমঝোতা হলো, লেংড়া লোকটি অন্ধ লোকটির কাঁধে চড়ে ফল ছিঁড়বে। রীতিমতো তাই করা হলো। ইতোমধ্যে বাগানের মালিক এসে হাজির হলে যেমন উভয়কে গ্রেফতার করবে, ঠিক তেমনি পরকালেও দেহ-আত্মা, উভয়টিকে শাস্তি দেওয়া হবে। শাহ সাহেব রহ. বলেন, আমি দীর্ঘদিন পর *তাজকিরাতুল কুরতুবি* নামক কিতাব অধ্যয়ন করছিলাম। হঠাৎ তাতে উল্লিখিত উপমাটিই হুবহু আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদিসে পেয়ে নিরক্ষর লোকটির মেধা ও স্বভাবজাত অন্তর্দৃষ্টি দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে, লোকটি কী করে এ জবাব দিল![১৫৭]

তিন.

শাহ সাহেব রহ. একবার কাশ্মিরে যাচ্ছিলেন। পথে শিয়ালকোর্ট টারমিনালে বাসের অপেক্ষায় বসেছিলেন। ইতোমধ্যে জনৈক পাদ্রি এসে বলল, তোমাকে দেখে মুসলিমদের একজন বড় পণ্ডিত বলে মনে হচ্ছে। শাহ সাহেব রহ.

---

[১৫৬] আনোয়ারে আনোয়ারি : পৃ.৩১-৩২

[১৫৭] প্রাগুক্ত: পৃ.৩৪

বললেন, না, আমি একজন সাধারণ তালিবে ইলম। পাদ্রি জিজ্ঞেস করল—ইসলাম সম্পর্কে তোমার কিছু জানা আছে? তিনি বললেন, যৎসামান্য। তবে ক্রুশ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা সঠিক নয়।

অতঃপর তিনি নবীজির নবুওতের সত্যতা প্রমাণে চল্লিশটি দলিল পেশ করেন। দশটি কুরআন থেকে, দশটি তাওরাত থেকে, দশটি ইঞ্জিল থেকে এবং দশটি যুক্তির আলোকে।[১৫৮]

চার.

আল্লামা কাশ্মিরি রহ. একবার আল্লামা ইবনু জারির তবারি রহ.-এর ঘটনা শোনাচ্ছিলেন। ইবনু জারির তবারি রহ. একবার হাদিসের দরস দিচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে একজন ধনী লোক এসে তাঁর খেদমতে স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি একটি থলে পেশ করল। এসবের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পেরে ব্যর্থ মনোরথে লোকটি থলে রেখেই নিজ পথ ধরল। ইবনু জারির রহ. থলেটি ছুঁড়ে মারলেন। ফলে তা ছিঁড়ে স্বর্ণমুদ্রাগুলো এদিক-সেদিক পড়ে থাকল। ইহা দেখে লোকটি পেছন দিকে দৌড়ে এসে সেগুলো কুড়াতে লাগল। ইবনু জারির রহ. বললেন, এ মুদ্রাগুলো যখন তুমি আমাকে দিয়েই দিয়েছ, তবে আবার কেন সেগুলো কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে? এখন তো এগুলোর মালিক তুমি নও।[১৫৯]

জনৈক বুজুর্গের অব্যর্থ দুআ

বাকি ইবনু মুখাল্লাদ রহ. [মৃত্যু: ২৭৬ হি.] ছিলেন উন্দুলুস শহরের একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। ইলমে হাদিসের জগতে তাঁর সুনাম সর্বজন বিদিত। তিনি একাধারে উঁচু মাপের হাদিসবেত্তা, যুগশ্রেষ্ঠ আবেদ, খোদাভীরু ও মুস্তাজাবুদ্দাওয়াত [যার দুআ বিফলে যায় না] এমন বুজুর্গ ছিলেন। একবার এক মহিলা এসে তাকে বলল, আমার ছেলেকে ইংরেজরা বন্দি করে রেখেছে। তার চিন্তায় আমার রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। আমার ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর আছে। আমি মুক্তিপণ বাবদ ঘরটি বিক্রি করে ছেলেকে মুক্ত করতে চাই। আপনি একজন গ্রাহক যোগাড় করে দেন। আমি তার চিন্তায় নিতান্ত অস্থির হয়ে পড়েছি।

---

[১৫৮] প্রাগুক্ত : পৃ.৩৬
[১৫৯] প্রাগুক্ত : পৃ.৬১

বাকি ইবনু মুখাল্লাদ রহ. এক সন্তান হারা অভাগী মায়ের করুণ আর্তনাদ শুনে তাকে বললেন, 'তুমি এখন যাও, আমি তোমার বিষয়টি ভেবে দেখছি।' এ কথা বলেই তিনি মাথা নোয়ালেন এবং ছেলের মুক্তির জন্য দুআ করতে লাগলেন।

এ ঘটনার কিছুদিন না যেতেই সেই মহিলা ফিরে এলো। এবার সঙ্গে ছিল তার সদ্য কারামুক্ত ছেলে। মা বলল, এর কাছে শোনেন—এর সাথে কী অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে। বাকি ইবনু মুখাল্লাদ রহ. তাকে জিজ্ঞেস করতেই সে বলতে লাগল, আমাকে ইংরেজসম্রাট সেসব কয়েদির অন্তর্ভুক্ত করল যারা শৃঙ্খলিতবস্থায় সম্রাটের সেবা দানে নিয়োজিত থাকে। একদিন আমি আমার অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ চলার মাঝেই আমার পা হতে শিকল খুলে মাটিতে পড়ে গেল। আমার পাহারায় নিয়োজিত সিপাহি অকথ্য ভাষায় বলল, পায়ের শিকল খুলেছিস কেন? আমি বললাম, খোদার কসম! আমি একটুও টের পাইনি, কখন কীভাবে আমার পা হতে শিকলটি খুলে পড়ে গেছে! অতঃপর সে একজন কর্মকারকে ডেকে এনে পুনরায় আমার পায়ে শিকলটি পরিয়ে দিল। এবার খুব মজবুত পেরেক এঁটে দেওয়া হলো আমার শিকলে; কিন্তু পরক্ষণে উঠে হাঁটতে শুরু করলাম, অমনি আমার পা হতে পুনরায় শিকল খুলে পড়ে গেল। সিপাহি পুনরায় সেটাকে পরিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর আবারো শিকল পড়ে গেল। সকল সিপাহি এতে বেশ অবাক হলো। কৌতূহলী মনে তাদের পাদ্রিদের নিকট এর রহস্য জানতে চাইলে তারা জিজ্ঞেস করলেন ছেলেটির মা কি জীবিত আছে? আমিই জবাব দিয়ে বললাম, হ্যাঁ! পাদ্রিরা বললেন, মনে হয় তার মা তার জন্য দুআ করেছেন আর অমনি তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেছে। অতঃপর পাদ্রিরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাকে ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিলে পরামর্শ অনুযায়ী তারা আমাকে মুক্ত করে দিল। আর আমি অনতিবিলম্বে মুসলিম নগরীতে চলে আসলাম।

ঘটনা শুনে বাকি ইবনু মুখাল্লাদ রহ. শিকল খুলে পড়ে যাওয়ার সময়টা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। দেখা গেল সময়টা ঠিক তখন ছিল যখন বাকি ইবনু মুখাল্লাদ রহ. তার জন্য দুআ করেছিলেন![১৬০]

---

[১৬০] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/৫৭

বায়েজিদ বোস্তামি রহ.-এর একটি মূল্যবান উক্তি

বায়েজিদ বোস্তামি রহ. [মৃত্যু : ২৬১ হি.] ছিলেন একজন বিখ্যাত সুফি-সাধক। তাঁর উক্তি—

> যদি তোমরা কাউকে দেখো যে, সে বড় বড় কারামত ও অলৌকিক কোনো কিছু প্রদর্শন করছে, তবুও তার ফাঁদে পা দেবে না। যতক্ষণ না জানতে পারবে সে শরিয়তের বিধি-বিধানের প্রতি কতটুকু যত্নশীল।[১৬১]

জনৈক খ্রিস্টানের জ্ঞানগর্ভ কথা

আল্লামা সাইয়িদ রশিদ রেজা মিশরি লেখেন, সিরিয়ার ত্রিপোলিতে ইস্কান্দার নামক একজন উঁচুমাপের খ্রিস্টান ধর্মযাজক ছিলেন। রুশ এবং জার্মানির মাঝে তিনি কাউন্সিল হিসেবে কাজ করতেন। আমি তখনো অধ্যয়নরত ছিলাম। একবার পিতা মহোদয়ের কোনো এক কাজে তার কাছে গিয়েছিলাম। তখন তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার ফাঁকে প্রসঙ্গত ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে এমন একটি কথা বলেছেন, যা আজীবন আমার হৃদয়ে গাঁথা থাকবে। তিনি বলছিলেন—

> ইসলামের সৌন্দর্য পাহাড়ের ন্যায় সুউচ্চ ও সুদৃঢ়; কিন্তু তোমরা এর সকল সৌন্দর্য এমনভাবে সমাধিস্থ করে রেখেছ যে, তা আজ মানুষের দৃষ্টির বাইরে। এর বিন্দুমাত্র বাস্তব রূপরেখা কোথাও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। পক্ষান্তরে আমাদের খ্রিস্টধর্মের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য নেহাত কম। তাও আবার ঠুনকো-ঠানকা। তথাপি আমরা সেগুলোকে 'খ্রিস্টধর্মের ফজিলত' বলে বিশ্বব্যাপী প্রচারণা চালাই![১৬২]

হাসান-হুসাইনের তাবলিগি কৌশল

আল্লামা কিরদারি রহ. বলেন, নবীজির প্রিয় দৌহিত্র হাসান ও হুসাইন রাজিয়াল্লাহু আনহু একবার ফোরাত নদীর তীরে জনৈক বৃদ্ধকে তড়িঘড়ি অজু করতে দেখলেন। অতঃপর সে নামাজও অনুরূপ তড়িঘড়ি করে আদায়

---

[১৬১] প্রাগুক্ত : ১১/৩৫
[১৬২] আল-ওহয়ুল মুহাম্মাদি : পৃ.১৭০

করল। ফলে এতে অজু ও নামাজের সুন্নতসমূহে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। হাসান ও হুসাইন রাজিয়াল্লাহু আনহু তাকে বোঝানোর ইচ্ছা করছিলেন; কিন্তু বেচারা বৃদ্ধ মানুষ নিজের ভুল ধরার কথা শুনে পাছে ক্ষিপ্ত না হয়ে পড়েন—এই ভয়ে দুই ভাই বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বললেন, আমরা উভয়ে আনাড়ি যুবক। আপনি অভিজ্ঞ ও অশীতিপর বৃদ্ধ। আপনি অজু-নামাজের নিয়ম-কানুন আমাদের চেয়ে ভালো জেনে থাকবেন। অতএব, আপনার সমীপে আমাদের নিবেদন—আমরা আপনাকে অজু ও নামাজ আদায় করে দেখাচ্ছি। এতে কোনো ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে শুধরে দেবেন। তারপর তারা উভয়ে সুন্নত মোতাবেক অজু ও নামাজ আদায় করে দেখালেন। বৃদ্ধলোকটি তা দেখে নিজের ভুলের জন্য তওবা করলেন এবং ভবিষ্যতে ভুল-পদ্ধতি পরিহারে প্রতিজ্ঞা করলেন।[১৬৩]

খলিফা মনসুরের আকাঙ্ক্ষা

মনসুর ছিলেন আব্বাসি খলিফাদের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ। তার রাজত্বের পরিধি ও সাম্রাজ্যের সীমানা ছিল সুবিস্তীর্ণ। তার যুগে সর্বস্তরের জনগণ আরাম-আয়েশে দিন কাটাত। হাফিজ ইবনু আসাকির মুহাম্মদ ইবনু সালাম আজামি রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, একদিন কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল—আমিরুল মুমিনিন, পৃথিবীতে এমন কোনো স্বাদ আছে কি, যা আপনি উপভোগ করেন নি? খলিফা মনসুর খুব ভেবে চিন্তে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ! এখনো কোনো কোনো বিষয়ের স্বাদ আমি উপভোগ করতে পারি নি। তার অন্যতম হলো, আমি কোনো বড় কামরায় বসা থাকবো। আর আমার চতুর্পার্শ্বে ইলমে হাদিসের ছাত্ররা ঘিরে বসে থাকবে। তারা আমার থেকে হাদিস শুনে শুনে তৎক্ষণাৎ তা লিখে রাখবে। কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, এক্ষণে আাপনি কোন রাবির হাদিস বর্ণনা করছিলেন? আমি উত্তরে বলবো—

حدثنا فلان قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

---

১৬৩ আল্লামা কিরদারি, মানাকিবুল ইমাম আযম : ১/৩৯

এ ছিল একজন খলিফা ও রাষ্ট্রের সবচে' উচ্চপদস্থ ব্যক্তির মনের বাসনা ও খায়েশ! যা এমন কোনো আহামরি বিষয় ছিল না যে, তার চোখের ইশারায় পূরণ হওয়া কঠিন।

পরেরদিন সকালে খলিফার সহচর, মন্ত্রী, মন্ত্রীপুত্র ও দরবারের অন্যান্য লোক কলম-দোয়াত ও কাগজ নিয়ে খলিফার দরবারে হাজির। সকলে খলিফার নিকট হাদিস শোনানোর আবেদন করল। ইলমে হাদিস সম্পর্কে খলিফা এতটা অযোগ্য ছিলেন না যে, সনদসহ কয়েকটি হাদিস লেখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তথাপি মন্ত্রী ও সভাসদসহ অন্যান্যদের হাতে কাগজ-কলম দেখে ঈষৎ হেসে বললেন, তোমরা কোথায় আর ইলমে হাদিসের তালিবে ইলমরা কোথায়! আরে! ইলমে হাদিসের প্রকৃত তালিবে ইলম তো তারাই, যাদের একান্ত নিমগ্নতা ও মনোযোগিতার দরুন কাপড়-চোপড় জীর্ণ-শীর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন থাকে। হাদিসের খোঁজে হাঁটতে হাঁটতে যাদের পা ফেটে যায়। সময় অভাবে যাদের চুল লম্বা ও আলুথালু থাকে। যারা মূল্যবান মণি-মুক্তা ও জহরতের তালাশে দিগ-দিগন্তে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়![১৬৪]

ইলমের সম্মান দানে আখেরাতে মুক্তি লাভ

হাফিজ শামসুদ্দিন সাখাবি রহ. লেখেন—প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আবু আইয়ুব সুলাইমান ইবনু দাউদ শাজকুনি রহ.-কে [মৃত্যু: ২৩৪ হি.] কেউ মৃত্যুর পরে স্বপ্ন-সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করল—

: আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন?

: আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন!'

: কোন আমলের বিনিময়ে?

: একদিন আমি ইস্পাহানে যাচ্ছিলাম। পথে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হলো। আমি বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম—আমার সঙ্গে যেসব কিতাব রয়েছে, সেগুলো ভিজে গেলে আমার সব পুঁজি ভেস্তে যাবে। আশপাশে আশ্রয় নেওয়ার মতো তেমন কোনো ছাদ বা ছাউনিও ছিল না। অগত্যা আমি আমার শরীরকে দু'ভাঁজ করে কিতাবগুলোকে ঢেকে রাখলাম। যাতে কিছুটা হলেও বৃষ্টি থেকে রক্ষা পায়। সারা রাত বৃষ্টি চলছিল। আর আমিও রাতভর ওই অবস্থায়

---

[১৬৪] আল্লামা সুয়ূতি, তারিখুল খুলাফা : পৃ.১৭৭

কাটিয়েছি। সকালে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার পর আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে এ আমলের উসিলায় মাফ করে দিয়েছেন![১৬৫]

সিন্ধু'র এক প্রবীণ আলেমের মহামূল্যবান উক্তি

ইমাম আবু নসর ফাতাহ ইবনু আবদুল্লাহ সিন্ধি রহ. ছিলেন সিন্ধু বংশোদ্ভূত দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত আলেম। মুসলিমদের সিন্ধু বিজয়ের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তাফসির, হাদিস, ফিকাহ ও আকায়েদ শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। আল্লামা সামআনি রহ. তার নিম্নোক্ত ঘটনা সনদসহ বর্ণনা করেন :

আবদুল্লাহ ইবনু হুসাইন বলেন, 'একবার আমি আবু নসর সিন্ধির সঙ্গে কাদাটে পথ ধরে চলছিলাম। সাথে ছিল তার অসংখ্য ভক্তবৃন্দ। হঠাৎ দেখতে পেলাম—সাইয়িদ বংশীয় এক আরবি রাজপুত্র মাতাল অবস্থায় কাদামাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। সে আমাদের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই আবু নসর তার কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তার মুখ থেকে মদের দুর্গন্ধ আসছে। রাজপুত্র আবু নসরকে লক্ষ্য করে বলল, হে গোলাম, আমার কঠিন বেহাল দশা দেখেও তুমি নিশ্চিন্ত মনে চলে যাচ্ছ? আর তোমার পেছনে পেছনে এতগুলো মানুষ তারাও তোমার মতোই নির্দ্বিধায় চলে যাচ্ছে?

আবু নসর নির্ভয়ে শাহজাদাকে জবাব দিলেন, শাহজাদা, তুমি জানো, আমি কেন এমনটি করেছি? আসলে কথা হলো, আমরা তোমাদের পূর্বপুরুষ সাহবা ও তাবিয়িন রহ.-এর অনুকরণ করতে শুরু করেছি। আর তোমরা কিনা আমাদের পূর্বপুরুষ কাফের-মুশরিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছ![১৬৬]

রাজা দাহিরের দরবারে মাওলায়ে ইসলামের ইসলামগ্রহণ

মুহাম্মদ বিন কাসেম রহ. সিন্ধু প্রদেশে এসেছিলেন ৯৩ হিজরিতে। তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই যারা ইসলাম গ্রহণ করেন তাদেরই একজন মাওলায়ে ইসলাম। যিনি 'মাওলায়ে ইসলাম দেবলি' নামে পরিচিত। তিনি মুহাম্মদ বিন কাসেমে রহ.-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। মেধা ও উপস্থিত বুদ্ধিতে ছিলেন অতুলনীয়। ধারণা করা হয় যে, তিনি পূর্ব থেকেই শিক্ষিত ছিলেন

---

[১৬৫] আল্লামা সাখাবি, ফাতহুল মুগিস : পৃ.১৫৭
[১৬৬] আল্লামা সামআনি, আল-আনসাব : পৃ.৩১৩

এবং রাজা দাহিরের রাজদরবারে তাঁর বেশ সুখ্যাতি ছিল। ইসলামগ্রহণের পর তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির জ্ঞান অর্জন করে ফেলেন। ফলে তিনি মুহাম্মদ বিন কাসেম রহ.-এর কাছেও সময়ের ক্ষুদ্র পরিসরে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা ও আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আরবি ভাষাতেও তিনি অতি অল্প সময়ে বেশ দক্ষতা অর্জন করেন। ঐতিহাসিক বর্ণনানুসারে মুহাম্মদ বিন কাসেম রহ. যখন সিন্ধু প্রদেশে পা রাখেন এবং সেখানকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেন, তখন তিনি রাজা দাহিরের কাছে একজন সিরীয় উপদেষ্টাকে দূত হিসাবে পাঠালেন। আর দোভাষী হিসাবে মাওলায়ে ইসলামকেও সঙ্গে দিলেন। রাজদরবারে পৌছে দরবারের রেওয়াজ পালন ও কুর্নিশ করা ব্যতীত দুজনেই সোজা গিয়ে বসে পড়লেন।

রাজা দাহির মাওলায়ে ইসলামকে ভালো করেই চিনতেন। তবে তার ইসলামগ্রহণের খবর জানতেন না বিধায় রাজা তার প্রচলিত নিয়মে সম্মান প্রদর্শন ও কুর্নিশ না করার রহস্য জানার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি দরবারের নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতি কেন লঙ্ঘন করলে? মনে হচ্ছে, কেউ তোমাকে আড়াল হতে জোরপূর্বক বাধা দিয়েছে? জবাবে মাওলায়ে ইসলাম বললেন, আমি ইতোপূর্বে তোমাদের ধর্মে ছিলাম। তখন আমার ওপর তোমাদের রীতি-নীতি পালন করা জরুরি ছিল; কিন্তু এখন আমি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি। ইসলামি নেতৃবৃন্দের সাথে আমার এখন সম্পর্ক। এখন কোনো কাফেরের সম্মুখে মাথা নত করা আমার ওপর জরুরি নয়।

রাজা দাহির তার থেকে এ ধরনের জবাব কল্পনাও করে নি। সে রাগান্বিত হয়ে বলল, যদি তুমি দূত না হতে, তবে আমি তোমাকে এমন শাস্তি দিতাম যাতে মৃত্যু যন্ত্রণা কত কঠিন তা বুঝতে পারতে।

মাওলায়ে ইসলাম স্থিরকণ্ঠে জবাব দিলেন, যদি আপনি আমাকে হত্যা করেও ফেলেন, তবে এতে আরবদের কোনো ক্ষতি হবে না। আমার রক্তের বদলা

নেওয়ার মতো অনেক মানুষ আছে। যে কোনো সময় তাদের হাত আপনার গর্দানে আঘাত হানবে।[১৬৭]

ভারতবর্ষে আগমনকারী সাহাবিগণের তালিকা

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ হতে জানা যায়, ভারতবর্ষে নবীজির পঁচিশজন সাহাবির আগমন ঘটে। বারোজন উমার রাজিয়াল্লাহু আনহুর যুগে, পাঁচজন উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত কালে, তিনজন আলি রাজিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে, চারজন মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর যুগে ও একজন ইয়াযিদ ইবনু মুআবিয়া রাজিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে।

তাদের মধ্যে মুখাজরিমিন ও মুদরিকিন—উভয় শ্রেণির লোকই ছিলেন। মুখাজরিমিন হলো ওই সকল ব্যক্তিবর্গ, যারা ইসলাম ও জাহিলি—উভয় যুগ পেয়েছেন; কিন্তু তারা নবীজির যুগ পেয়েও তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেন নি।

আর মুদরিকিন হলো—যারা কেবল নবীজির যুগ পেয়েছেন। তবে যে কোনো কারণে তাঁর সাক্ষাৎ মেলে নি। [তাদেরকে সাহাবিদের দলভুক্ত করা হয়েছে রূপকার্থে।][১৬৮]

সত্যের সন্ধানে হিন্দু রাজা

আবু মুহাম্মদ নজিদি বলেন, আমি ২৮৮ হিজরিতে সিন্ধু প্রদেশের প্রসিদ্ধ নগরী মানসুরায় বসবাস করতাম। সেখানকার কয়েকজন নির্ভরযোগ্য লোক আমাকে বললেন যে, ২৭০ হিজরিতে আবদুল্লাহ ইবনু উমার হুবারি সিন্ধুর গভর্নর নিযুক্ত হন। তার প্রধান কার্যালয় ছিল মানসুরাতে। একই সাথে সিন্ধুর আরুর নামক শহরের [সম্ভবত এটি রোহাড়ির প্রাচীন নাম] হিন্দু রাজা মাহরুক ইবনু রাতেক মানসুরার শাসকের নিকট এ মর্মে নিবেদন করলেন, দয়া করে সিন্ধি ভাষায় ইসলাম ধর্মের বুনিয়াদি বিষয়াদি লিখে পাঠাবেন।

মানসুরার শাসক আবদুল্লাহ ইবনু উমার হুবারি জনৈক ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন। যার বংশমূল ইরাকে হলেও লালিত-পালিত হয়েছিলেন মানসুরায়। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। বেশ কয়েকটি

---

[১৬৭] ফুকাহায়ে হিন্দ : ১/ ৬৩-৬৫

[১৬৮] প্রাগুক্ত : ১/১০-১১

ভাষা তার আয়ত্তে ছিল। আবদুল্লাহ হুবারি তাকে রাজার আবেদনের বিষয়টি খুলে বললে বিজ্ঞ লোকটি ইসলামের সকল মৌলিক বিষয়াদিকে একগুচ্ছ কবিতার মালায় গেঁথে ফেললেন। তাতে ইসলামের যাবতীয় মৌলিক বিষয়সহ প্রাসঙ্গিক শিক্ষা-দীক্ষাও সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেন। শাসক আবদুল্লাহ কবিতাগুচ্ছটি রাজা মাহরুকের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। রাজা কবিতাগুলো শুনে বেশ আনন্দিত হলেন এবং আবদুল্লাহর নিকট কবিতার রচয়িতাকে রাজদরবারে পাঠানোর আবেদন করলেন। আবদুল্লাহ তাকে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি সেখানে তিন বছর অবস্থান করেন। রাজাও তার প্রতি বেশ সন্তুষ্ট ছিলেন।

অতঃপর ২৭৩ হিজরিতে সিন্ধুর গভর্নর আবদুল্লার সঙ্গে উক্ত আলেমের সাক্ষাৎ হয়। আবদুল্লাহ তার নিকট রাজার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তিনি উত্তরে বললেন, আমি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছি, তখনই তিনি খাঁটি অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু রাজত্ব হারানোর ভয়ে তিনি তা প্রকাশ করেন নি। পাশাপাশি তিনি রাজার বিভিন্ন গুণ-গরিমার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, রাজা তাকে সিন্ধু ভাষায় কুরআনে কারিমের তাফসির লেখার জন্য আরজি জানালে তিনি প্রতিদিন কয়েক আয়াতের তাফসির করে রাজাকে শোনাতেন। একপর্যায়ে যখন সূরা ইয়াসিনের—

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.

> কাফের বলে, মাটিতে মিশে পচে-গলে যাওয়া হাড়সমূহকে পুনরায় কে জীবিত করবে?[১৬৯]

এ আয়াতে এসে পৌঁছলেন এবং এর তরজমা ও তাফসির রাজাকে শোনালেন, তখন তিনি পুনরায় উক্ত আয়াতের তাফসির শুনতে চাইলেন। দ্বিতীয়বার যখন উক্ত আয়াতের তরজমা ও তাফসির শুনলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি মণি-মুক্তা খচিত সোনার আসন থেকে নেমে পড়লেন এবং কয়েক পা অগ্রসর হয়ে মাটিতে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। অথচ তখন মাটি ছিল বেশ ভেজা। রাজা সেজদারত অবস্থায় এত অধিক কান্নাকাটি করেন যে, চোখের পানিতে কাদা সৃষ্টি হয়ে তা মুখমণ্ডলে লেগে একাকার হয়ে গেল। খানিকপর

---

[১৬৯] সূরা ইয়াসিন : ৭৮

মাথা উঁচিয়ে বললেন, নিঃসন্দেহে তিনিই চিরন্তন ও শাশ্বত প্রতিপালক। এরপর তিনি একটি কামরা নির্মাণ করলেন। সেখানে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে একাকী আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। আর সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন; কিন্তু সকলে জানত, রাজা সেখানে বসে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা-ফিকির করে থাকেন।[১৭০]

সুলতান মাহমুদ গজনবি ও আবুল হাসান খেরকানি রহ.

সুলতান মাহমুদ গজনবি রহ. একবার খোরাসান গমন করেন। অতঃপর সেখানকার বিখ্যাত বুজুর্গ শাইখ আবুল হাসান খেরকানি রহ.-এর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ জাগল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো, আমি এখানে শাইখ খেরকানির সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসি নি। অতএব, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাটা বেয়াদবি হবে। এ ভেবেই তিনি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত মুলতবি করেন। দীর্ঘদিন পর তিনি পুনরায় গজনি থেকে স্রেফ শাইখ আবুল হাসান খেরকানি'র সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে খেরকান গমন করেন। সাথে সাথে এক লোককে বলে পাঠালেন, সুলতান মাহমুদ গজনি থেকে এসেছেন। অতএব, সৌজন্য ও ভদ্রতার খাতিরে আপনি খানকা হতে বেরিয়ে আসুন সুলতানকে সাক্ষাৎ করার সুযোগ দেন। বার্তাবাহককে সুলতান এ-ও বলেছিলেন, যদি শাইখ খেরকানি বাইরে আসতে অস্বীকৃতি জানান, তবে তাঁকে আল্লাহ পাকের এই মহান বিধানের কথাও স্মরণ করিয়ে দেবে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, নির্দেশ মান্য করো রাসুলের এবং তোমাদের মধ্য হতে যারা দায়িত্বশীল তাদের।[১৭১]

বার্তাবাহক শায়খের নিকট সুলতানের পয়গাম পৌঁছল; কিন্তু শাইখ খানকা হতে বের হতে অসম্মতি জানালেন এবং সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। বার্তাবাহক সুলতানের নির্দেশনা মোতাবেক আয়াতটি শোনালো। জবাবে শাইখ বললেন, আমাকে অপারগ মনে করো। সুলতান মাহমুদকে বলবে—আমি এখনো أطيعوا الله-এর আমলে এতই

---

[১৭০] ফুকাহায়ে হিন্দ : পৃ.৮৯-৯১

[১৭১] সূরা নিসা : ৫৯

নিমগ্ন যে, রাসুলের আনুগত্যের হক পর্যন্ত আদায় করতে পারছি না; বরং এ ব্যাপারে আমি খুবই লজ্জিত। অতএব, اولى الأمر-এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করার সুযোগ কোথায়?

বার্তাবাহক এ সংবাদ গিয়ে সুলতান মাহমুদকে শুনালে তিনি কাঁদতে লাগলেন। কান্নাভেজা কণ্ঠে তিনি বললেন, চলো, তাকে আমরা যা ভেবেছি, তিনি তা নন। তিনি আমদের ধারণার অনেক ঊর্ধ্বে।

এরপর সুলতান মাহমুদ গজনবি রহ. আজব বেশ-ভূষায় খেরকানির দরবারে প্রবেশ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। নিজে পরলেন স্বীয় চাকর আয়াজের পোশাক। আর আয়াজকে পরালেন নিজের শাহি পোশাক। দশজন চাকরানীকে পরালেন চাকর-বাকরদের পোশাক। অতঃপর সদলবলে যখন সুলতান দরবারে প্রবেশ করে সমস্বরে সালাম দিলেন। শাইখ খেরকানি রহ. সালামের জবাব দিলেন ঠিকই; কিন্তু বাদশার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন না। আর আয়াজের পোশাক পরিহিত সুলতানের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপও করলেন না; বরং সুলতানের পোশাক পরিহিত আয়াযের দিকেই তাকিয়ে রইলেন। এ অবস্থা দেখে আয়াযের পোশাক পরিহিত সুলতান শাইখকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কী ব্যাপার! আপনি সুলতানের সম্মানার্থে একটু দাঁড়ালেনও না, তাঁর প্রতি একটু ভ্রুক্ষেপ করেও দেখলেন না? ফকিরি ও দরবেশি জগতের তেলেসমাতি কি এমনই যে, এখানে বাদশাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়?

শাইখ বললেন, হ্যাঁ! বিষয়টি এমনই। তবে তুমি যাকে এ ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিলে সে মূলত ফাঁদে পড়ে নি; তুমিই বরং এ ফাঁদের বড় শিকার। সুলতান যখন বুঝতে পারলেন যে, শাইখ ব্যাপারটি আঁচ করে ফেলেছেন, তখন তিনি অত্যন্ত আদবের সাথে সামনে অগ্রসর হয়ে আরজ করলেন— অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে কিছু নসিহত করেন!

শাইখ বললেন, চাকরের পোশাকে সজ্জিত এ বেগানা চাকরানীগুলোকে দরবার থেকে বের করে দাও। সুলতান তাদের বের হবার নির্দেশ দিলে তারা বের হয়ে গেল। অতঃপর সুলতান আরজ করলেন, হজরত, দয়া করে যদি বায়েজিদ বোস্তামি রহ.-এর কোনো ঘটনা আমাকে শোনাতেন!

শাইখ বললেন, বায়েজিদ বোস্তামি রহ.-এর উক্তি হলো—যে আমাকে দেখতে পেরেছে, সে সকল প্রকার জুলুম-নির্যাতনের বদ অভ্যাস থেকে রেহাই পেল।

সুলতান বললেন, কথাটি ঠিক বুঝলাম না! বায়েজিদ বোস্তামির মর্যাদা কি নবীজির চেয়েও বেশি? নবিজিকে যারা দেখেছেন তাদের সকলেই শত ভাগ ভালো ছিলেন না। আবু জাহল ও আবু লাহাবও তাঁকে দেখেছে; কিন্তু তারা কাফেরই ছিল। তাহলে বায়েজিদের দর্শনকারী সকল জালেম কীভাবে ভালো মানুষে পরিণত হবে?

শাইখ সুলতানের এ কথা শুনে বললেন, মাহমুদ, নিজের অবস্থানানুপাতে কথা বলো। আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখো। একথা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নাও যে, নবীজিকে সাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া কেউ দেখে নি। কেন তুমি কুরআনে কারিমের এ আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য করো নি—

وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ.

> আর আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা আপনার প্রতি তাকিয়ে আছে, বস্তুত তারা কিছুই দেখছে না।[১৭২]

সুলতান মাহমুদ শায়খের এ কথাটি বেশ পছন্দ করলেন এবং আরজি পেশ করলেন—আমাকে কিছু নসিহত করেন!

শাইখ বললেন, তুমি চারটি কাজকে আঁকড়ে ধরবে—

- ✓ ১.গুনাহ পরিহার
- ✓ ২. জামাতে নামাজ
- ✓ ৩. দান-দক্ষিণা
- ✓ ৪. দয়া-মায়া।

অতঃপর সুলতান দুআর আবেদন জানালে শাইখ বললেন, আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর দুআ করি—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

---

[১৭২] সূরা আরাফ : ১৯৮

হে আল্লাহ, আপনি মুমিন নারী ও পুরুষ—সকলকে মাফ করে দেন।

সুলতান বললেন, এটা তো ঢালাও দুআ। আপনি আমার জন্য বিশেষভাবে দুআ করবেন!

শাইখ বললেন, মাহমুদ, তুমি যাও। তোমার পরিণামও তোমার নামের মতো মাহমুদ [প্রশংসিত] হোক!

ফেরার মুহূর্তে সুলতান একটি স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি থলে শায়খের খেদমতে পেশ করলেন। শাইখ সুলতানের সামনে জবের রুটি পেশ করে তাকে খেতে বললেন। সুলতান রুটির একাংশ ছিঁড়ে মুখে দিয়ে বুঝলেন যে, রুটিটা অত্যন্ত শক্ত। দীর্ঘক্ষণ চিবানোর পরও রুটি না বিন্দুমাত্র নরম হয়েছে আর না গলধঃকরণ সম্ভব হয়েছে!

শাইখ জিজ্ঞাসা করলেন—রুটিটা তোমার কণ্ঠনালিতে আটকে যাচ্ছে, তাই না? সুলতান হ্যাঁ সূচক জবাব দিলেন। শাইখ বললেন, আমার এ জবের শুকনো রুটি যেমন তোমার কণ্ঠনালিতে পৌঁছতে কষ্ট হচ্ছে, অনুরূপ তোমার স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি এ থলেটিও আমার কণ্ঠনালি ভেদ করতে কষ্ট হচ্ছে। এটা আমার সামনে থেকে সরাও। আমি অনেক আগেই এসবকে পরিহার করেছি।

সুলতান মাহমুদ শায়খের স্মৃতিস্বরূপ কোনো কিছু চাইলেন। শাইখ তাকে নিজের ছেঁড়া-ফাঁড়া দরবেশি জামা দান করলেন। সুলতান শায়খের মজলিস হতে বিদায়ের জন্য দাঁড়ালে শাইখও তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন।

সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন—হজরত, আমি যখন আপনার দরবারে এসেছি তখন আপনি আমার প্রতি একটুও ভ্রুক্ষেপ করেন নি। আর এখন কিনা আমার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন!

শাইখ আবুল হাসান খেরকানি রহ. বললেন, যখন তুমি আমার দরবারে প্রবেশ করেছ, তোমার সঙ্গে ছিল চাকর-বাকর। তুমি বাদশাহি অহঙ্কারে মত্ত ছিলে। তখন এসেছিলে পরীক্ষা করার জন্য। আর এখন তুমি বিদায় নিচ্ছ নিজেকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে।[১৭৩]

---

[১৭৩] ফুকাহায়ে হিন্দ : পৃ.১০৯-১১৩

মুসলিম উম্মাহে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী ফিতনা

আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু ওই সকল মনীষীদের একজন, যারা ফিতনা-ফাসাদ ও দলাদলির সময় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতেন। উসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত বরণের পর লোকেরা তার নিকট আবেদন করল—আপনি মাঠে নামেন! আমরা আপনার হাতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য বাইআত নেবো; কিন্তু তিনি মুসলিমদের মাঝে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার আশঙ্কায় এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এতে তাকে নানাভাবে হুমকি-ধমকি ও হয়রানি পর্যন্ত করা হয়েছে। তবুও তিনি নিজ অবস্থানে অনড় ছিলেন।

একবার গণ্ডগোলের সময় লোকজন এসে তাকে বলল, আপনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন! সকলেই আপনার খেলাফতে সন্তুষ্ট থাকবে। উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যদি প্রাচ্যের কেউ বিরোধিতা করে? সকলে একবাক্যে বলে উঠল—তবে তাকে হত্যা করা হবে। কারণ, সমগ্র মুসলিম জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার খাতিরে একজনকে হত্যা করা হলে তাতে কী ক্ষতি হবে? উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম! যদি বিশ্বের সকল মুসলমানের হাতে বর্ষার হাতল থাকে আর আমার হাতে থাকে ধারালো অংশ, তবুও আমি পুরো পৃথিবীর সব কিছুর বিনিময়ে কোনো মুসলিম হত্যা করা পছন্দ করবো না।[১৭৪]

সাহাবাযুগে কঠিন দলাদলির সময় ইবনু উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু দুই দলের সঙ্গে পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করে চলতেন। কোনো পক্ষের সঙ্গেই তিনি গভীরভাবে মেশেন নি। আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রাজিয়াল্লাহু আনহুর যুগে ইবনু উমার ইবনু জুবায়ের ও তার প্রতিপক্ষ উভয়ের পেছনে নামাজ পড়তেন। এ প্রসঙ্গে কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল—আপনি উভয় দলের পেছনে নামাজ পড়ছেন, অথচ এরা একে অপরকে হত্যা করছে? এর উত্তর তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে দিয়েছেন। তিনি বলেন, যখন কেউ حَيَّ عَلَى الصَّلَاة [নামাজের দিকে আসো] বলে আহ্বান করে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। আর যদি কেউ حَيَّ عَلَى الْفَلَاح [সফলতার দিকে আসো] বলে আহ্বান

---

[১৭৪] তবাকাতে ইবনে সাদ : ৪/১৫১

করে, তবে আমি তার আহ্বানেও সাড়া দিই; কিন্তু কেউ حَيَّ عَلٰى قَتْلِ أَخِيْكُمُ الْمُسْلِمِ [এসো, তোমাদের মুসলিম ভাইয়ের রক্ত ঝরাতে]—বলে ডাক দিলে আমি তার ডাকে সাড়া দিই না।[১৭৫]

একবার জনৈক ব্যক্তি তাকে এসব দলাদলির সময় কোনো এক পক্ষ অবলম্বন করতে বলল এবং কুরআনে কারিমে বর্ণিত জিহাদের বিধানের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। উত্তরে তিনি বললেন—

> إنا قتلنا حتّٰى كان الدين لله ولم تكن فتنة، وإنكم قاتلتم حتّٰى كان الدين لغير الله، وحتّٰى كانت فتنة.
>
> আমরা জিহাদ করেছি ফিতনা খতম করে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। আর তোমরা জিহাদ করছ ফিতনা সৃষ্টি করে অন্য ধর্ম বিজয় লাভ করার উদ্দেশ্যে।[১৭৬]

একটি চমৎকার উপমা

নবীজির ইন্তেকাল পরবর্তী দাঙ্গা-হাঙ্গামার যুগে আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু তার অবস্থানের যথার্থতা একটি চমৎকার উপমার মাধ্যমে প্রমাণিত করেছেন। তিনি বলেন—

> إنما كان مثلنا فى هٰذه الفتنة كمثل قوم كانوا يسيرون على جادة يعرفونها، فبينماهم كذٰلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة، فأخذ بعضنا يمينا وبعضنا شمالا، فأخطأناالطريق وأقمناحيث أدركنا ذٰلك حتّٰى تجلّٰى عنّا ذلك حتى أبصرنا الطريق الأوّل فعرفناه فأخذنا فيه إنّما هٰؤلآء فتيان قريش يتقاتلون علٰى هٰذا السلطان وعلٰى هٰذا لدنيا، والله ما أبالى ألّا يكون لى ما يقتل فيه بعضهم بعضا بنعلى.
>
> এই ফিতনার যুগে আমার অবস্থানের উপমা হলো এমন কিছু লোকের মতো, যারা একটি চেনা-জানা পথ ধরে চলছে। হঠাৎ তারা ঘুটঘুটে অন্ধকার ও প্রচণ্ড ঝড়ের সম্মুখীন হলো। এতে

---

[১৭৫] প্রাগুক্ত : পৃ.১৬৯-১৭০

[১৭৬] প্রাগুক্ত : পৃ.১৫১

> সকলেই ঘাবড়ে গিয়ে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগল; কিন্তু আমি আপন স্থানে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। খানিকক্ষণ পর ঝড় থেমে গিয়ে আলো প্রস্ফুটিত হলো। পথ-ঘাট স্পষ্ট হয়ে উঠল। যে স্থানে আমাদের চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে আবার পূর্বের পথ ধরে আমি চলতে শুরু করলাম। যে পার্থিব পদমর্যাদার লোভে কুরাইশ যুবকরা খুনোখুনিতে লিপ্ত হয়েছে, খোদার কসম! আমি তা আমার একটি জুতার বিনিময়েও গ্রহণ করতে রাজি নই!

ইজহারুল হক গ্রন্থ সম্পর্কে জনৈক বিধর্মীর মূল্যায়ন

মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানুবি রহ.-এর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ *ইজহারুল হক*-এর উর্দু অনুবাদ *বাইবেল সে কুরআন* তক (বাইবেল হতে কুরআন পর্যন্ত) অধমের টীকাসহ ইতোপূর্বে জনগণের খেদমতে প্রকাশিত হয়ে এসেছে। গ্রন্থটি সম্পর্কে জনৈক ইংরেজি সাংবাদিকের একটি মন্তব্য সকলের মুখে ঝঙ্কার তুলেছে। মন্তব্যটি হলো—

> যদি এ গ্রন্থটি ক্রমশ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে, তবে খ্রিস্টধর্মের উন্নতি-অগ্রগতির চাকা অচল হয়ে যাবে।

আমি এ মন্তব্যের উদ্ধৃতি খোঁজ করতে লাগলাম; কিন্তু অনেক খোজাখুঁজির পরও কোনো উদ্ধৃতি পেলাম না। আমি উক্ত মন্তব্যটি মাদরাসায়ে সাওলাতিয়া'র মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মদ সালিম সাহেব কর্তৃক রচিত *এক মুজাহিদ মি'মার* গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছি। তিনি তাঁর কিতাবে উল্লিখিত উক্তিটিকে লন্ডনের *টাইমস* পত্রিকার বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন—

> আলিগড় জেলার প্রধান প্রশাসক মরহুম হাজি নওয়াব ইসমাইল খান সাহেব মক্কা শরিফে মাওলানা রহমাতুল্লাহ সাহেবকে *টাইমস* পত্রিকার উল্লিখিত মন্তব্যের কাটিংটা বিশেষভাবে দিয়েছিলেন।[১৭৭]

---

১৭৭ এক মুজাহিদ মি'মার : পৃ.২৬

এ সূত্রের বরাত দিয়েই মন্তব্যটি আমি আমার বিভিন্ন লিখনীতে উল্লেখ করতাম; কিন্তু কিছুদিন পূর্বে জনাব ডাক্তার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ সাহেব মন্তব্যটি সম্পর্কে আরও নির্ভরযোগ্য সূত্র খুঁজে বের করার জন্য *টাইমস* পত্রিকার অডিটর সাহেবের নিকট জিজ্ঞাসা করেন। অডিটর সাহেব কেবল নিজের অজ্ঞতাই প্রকাশ করেন নি; বরং এ-ও বলেছেন যে, এখানে সব প্রবন্ধের সূচি দেওয়া আছে। অতএব, উক্ত মন্তব্যটি এখানে প্রকাশিত হলে অবশ্যই সূচিতে উল্লেখ থাকত।

এ ঘটনার পর থেকে আমি মন্তব্যটি বর্ণনা করা পরিহার করেছি। গত মাসে আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষী মুহতারাম জনাব মুহাম্মদ হাসান আসকরি সাহেব আমাকে একটি সংকলন প্রদান করেছেন। যা দেখে আমার প্রবল ধারণা হলো—এটা সেই মন্তব্য প্রতিবেদন, যা এতদিন *টাইমস* পত্রিকার উদ্ধৃতিতে লোকমুখে প্রচার হয়ে আসছে। বইটি মূলত বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ 'গারসিন দেতাসি'র কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। তাতে তিনি লিখেছেন—

> ক্যামব্রিজের ধর্মবিভাগের শিক্ষক পাদ্রি উইলিয়াম সাহেব বলেছেন, প্রাচ্যে ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার হচ্ছে। কনস্টান্টিনোপলে যে ধর্মীয় বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে মুসলিমরা এমন যোগ্যতা প্রদর্শন করেছে, যা দেখে তৎক্ষণাৎ অসংখ্য খ্রিস্টান নিজ ধর্ম ত্যাগে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল!
>
> এই অনুষ্ঠানে একপর্যায়ে মুসলিম কর্তৃক রচিত সদ্য প্রকাশিত একটি আরবি অনবদ্য গ্রন্থের আলোচনা উঠল। যার জবাব আজ পর্যন্ত কোনো খ্রিস্টান দিতে পাওেরনি। যদি এ অবস্থা চলতে থাকে তাহলে মুসলিমদের উন্নতি-অগ্রগতির ধারা রোখা যাবে না।[১৭৮]

স্মর্তব্য—উক্ত প্রবন্ধ আর *ইজহারুল হক* গ্রন্থের প্রকাশকাল একই সময়। অতএব, প্রবন্ধে উল্লিখিত আরবি কিতাব বলতে *ইজহারুল হক*-কেই বোঝানো হয়েছে—তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

---

[১৭৮] মাকালাতে গারসিন দেতাসি : প্রকাশকাল : ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ

এক অমুসলিমের দৃষ্টিতে ইসলামের-প্রসারের মূল কারণ

জর্জ সেলে'র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদের শুরুতে এডওয়ার্ড উইনসন রস একটি ভূমিকা লিখেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

> কয়েক শতাব্দীকাল ধরে ইউরোপের লোকজন ইসলাম সম্পর্কে যে সকল তথ্য পেয়েছে, তার অধিকাংশই মূলত কট্টরপন্থী খ্রিস্টানদের মনগড়া ও বানোয়াট। এগুলো জনসাধারণের মাঝে যথেষ্ট ভ্রান্তি ও সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। তাতে ইসলামের যাবতীয় সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যাবলিকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। আর ইসলামের যেসব বিষয় ইউরোপিয়ানদের নিকট অপছন্দনীয়, সেগুলোকে আরও রং মেখে অপব্যাখ্যার সাথে জনসাধারণের মাঝে পেশ করা হয়েছে। তথাপি এ বাস্তবতাকে ভুলে গেলে চলবে না যে, নবীজি যে বুনিয়াদি আকিদা প্রচার করেছেন, চাই তা আরবের তারকাপূজারিদের নিকট হোক কিংবা ইয়াজদা ও আহরামানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ইরানিদের নিকট হোক। চাই তা হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকদের নিকট হোক কিংবা ইবাদত বিমুখ তুর্কিদের নিকট হোক—সর্বাবস্থায়ই তা আল্লাহর একাত্মবাদের প্রচার।
>
> পাশাপাশি একথাও মনে রাখতে হবে—এই স্বচ্ছ আকিদা ইসলামের প্রচার-প্রসারে মুসলিম যোদ্ধাদের তরবারির চেয়েও কয়েক গুণ বেশি গতি সৃষ্টি করেছে।[১৭৯]

মরা লাশের অসিয়ত

সাবেত ইবনু কায়েস রাজিয়াল্লাহু আনহু খাজরাজ গোত্রের একজন বিখ্যাত আনসারি সাহাবি। বক্তা হিসেবে তার খ্যাতি ছিল দেশজোড়া। প্রিয় নবীজি সা.-এর ওহি লেখার কাজেও নিয়োজিত ছিলেন তিনি। *সুনানে তিরমিজিতে* বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সা. তার সম্পর্কে ইরশাদ করেন—

نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ.

---

[১৭৯] Roos Edword Denison: Introduction to the Translation of the Quran by Goorge Sale Fredrich Warneind Co London, p.7

সাবেত ইবনু কায়েস ইবনু সাম্মাস অত্যন্ত ভালো মানুষ।[১৮০]

আতা খোরাসানি রহ. বলেন—আমি মদিনা শরিফে এসে এমন কাউকে খুঁজছিলাম, যিনি আমাকে সাবেত ইবনু কায়েসের জীবনাদর্শ শোনাতে পারেন। লোকজন আমাকে এ ব্যাপারে তার মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলল। আমি তার কাছে গিয়ে সাবেত সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। তার একটি হলো—তিনি বলেন, আমি আমার বাবার কাছে শুনেছি—যখন নবীজির ওপর কুরআনে কারিমের এ আয়াত নাজিল হলো—

إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।[১৮১]

তখন সাবেত রাজিয়াল্লাহু আনহুর মনে ভীতি সঞ্চার হলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘরের এক কোণে গিয়ে বসে পড়লেন। অমনি তার অজান্তে দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। নবীজি বিষয়টি জানতে পেরে তাকে ডেকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সাবেত রাজিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি সৌন্দর্য ও চাকচিক্য অত্যন্ত পছন্দ করি। আবার আমি কওমের সরদারও। (তাই আমার আশঙ্কা হয় যে, আমি উক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই কি না?) এ কথা শুনে নবীজি বললেন—

إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ،بَلْ تَعِيْشُ بِخَيْرٍ وَتَمُوتُ بِخَيْرٍ وَيُدْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ.

নিশ্চয়ই তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। বরং আল্লাহ তাআলা তোমাকে উত্তম জীবন ও উত্তম মরণ দান করবেন। অধিকন্তু জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[১৮২]

নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার সময়ও হুবহু একই ঘটনার অবতারণা হয়—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ

---

[১৮০] তিরমিজি : ৩৮০৪

[১৮১] সূরা লুকমান : ১৮

[১৮২] তবরানি : ১৩২০; মুস্তাদরাকে হাকেম : ৫০৩৬

> হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর আওয়াজের ওপর নিজেদের আওয়াজকে উঁচু করো না আর তাঁর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলো না।[১৮৩]

এ ক্ষেত্রেও সাবেত ইবনু কায়েস রাজিয়াল্লাহু আনহু বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। প্রিয় নবীজি তাকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার স্বর কিছুটা উঁচু। এজন্য আমি শঙ্কিত। আমার উচ্চস্বরের দরুন না জানি সকল আমল বরবাদ হয়ে যায়।

সাবেত রাজিয়াল্লাহু আনহুর কথা শুনে নবীজি ইরশাদ করেন—

إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ، بَلْ تَعِيْشُ حَمِيْدًا وَتُقْتَلُ شَهِيْدًا وَيُدْخِلَكَ اللهُ الْجَنَّةَ.

> নিঃসন্দেহে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। বরং তুমি প্রশংসিত জীবন-যাপন করবে, শহিদি মৃত্যু লাভ করবে এবং আল্লাহ তাআলা তোমাকে জান্নাত দান করবেন।

নবীজির তিরোধানের পর আবু বকর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে মুসাইলামা কাজজাবের ফিতনার আবির্ভাব ঘটল। মুসলিমদের একটি লশকর ইয়ামাহ নামক স্থানে তার বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সাবেত ইবনু কায়েস রাজিয়াল্লাহু আনহু ও এ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে শত্রু বাহিনীর অপ্রতিরুদ্ধ হামলা মোকাবেলা করতে না পেরে মুসলিম সেনাদল তিন তিন বার পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলেন। সাবেত ও তার সঙ্গী সালেম রাজিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধের এ ভয়াবহ দৃশ্য দেখে একে অপরকে বলতে লাগলেন—আমরা তো নবীজির সঙ্গে এরূপ যুদ্ধ কখনো করি নি। অতঃপর তারা উভয়ে একটি গর্ত খনন করে তাতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। যাতে পেছনে হটার কোনো সুযোগ না থাকে। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস বাকি থাকা পর্যন্ত তারা সে গর্তে দৃঢ় পদ থেকে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। একপর্যায়ে দুজনেই জীবনদাতার সমীপে জীবন সঁপে দিয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

সাবেত রাজিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা ঘটনা বর্ণনা করার পর বললেন, সাবেত রাজিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পরদিন এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখেন।

---

[১৮৩] সূরা হুজুরাত : ২

তিনি স্বপ্নদ্রষ্টাকে বলছেন, গতকাল শহিদ হওয়ার পর আমার লাশের পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি হেঁটে যাচ্ছিল। আমার বুকে ছিল একটি মূল্যবান বর্ম। লোকটি সেটি খুলে নিয়ে গেছে। সে বর্তমানে সৈন্যবাহিনীর তাঁবুর শেষ প্রান্তে অমুক স্থানে রয়েছে। তার সামনে বাঁধা আছে একটি মোটা তাগড়া ঘোড়া। সে আমার বর্মটিকে হাঁড়ি দিয়ে ঢেকে রেখেছে। আর হাঁড়ির ওপর রেখেছে উটের হাওদা। তুমি খালেদ বিন ওয়ালিদকে গিয়ে বলো সে যেন আমার বর্মটি উদ্ধার করে।

অতঃপর আবু বকর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গিয়ে বলবে, আমার নিকট অমুক অমুক ব্যক্তি এত টাকা ঋণ পাবে। আমি এত টাকা রেখে যাচ্ছি। আমার অমুক অমুক গোলাম মুক্ত। সাবেত রাজিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নদ্রষ্টাকে এ-ও বলে দিলেন যে, তুমি আমার কথাগুলোকে নিছক স্বপ্নের কথা ভেবে অবহেলা করবে না। প্রতিটি কথাকে যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করবে। লোকটি খালেদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গিয়ে সব খুলে বললে তিনি লোক মারফত বর্মের বিষয়টিকে অনুসন্ধান করেন এবং যথারীতি তা উদ্ধারও করেন। অতঃপর লোকটি আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গিয়ে পুরো ঘটনা শুনালেন। তিনি সাবেত ইবনু কায়েস রাজিয়াল্লাহু আনহুর অসিয়তকে পূর্ণ করার সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এবং তা যথাযথ বাস্তবায়ন করেন।

সাবেত রাজিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত কেউ মৃত্যুর পরে অসিয়ত করেছেন আর তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে আমার জানামতে এমন ঘটনা নেই। হাফিজ ইবনু কাসির রহ. বলেন, এ ঘটনা ইমাম তবরানি রহ. বর্ণনা করেন। এর সমার্থবোধক আরও কয়েকটি হাদিস রয়েছে।[১৮৪]

কামনা এমনই হওয়া চাই

নবীজির মৃত্যুর পর সকল সাহাবায়ে কেরামের ওপর ব্যথা-বেদনার এক বিশাল পাহাড় ভেঙে পড়েছিল। সকলেই প্রিয় নবীজিকে হারানোর শোকে কাতর ছিলেন। তখন অধিকাংশ সাহাবি দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন—

---

[১৮৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৩২৫

> হায়! যদি প্রিয় নবিজির ইন্তেকালের পূর্বে আমরা মারা যেতাম! কারণ, তার মৃত্যুর পর আমরা না জানি কোনো ফিতনায় জড়িয়ে যাই।

এহেন পরিস্থিতিতে মাআন ইবনু আদি রাজিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন—

لَكِنِّي وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنْ أَمُوْتَ قَبْلَهُ لِأُصَدِّقَهُ مَيِّتًا كَمَا صَدَّقْتُهُ حَيًّا.

> তবে আমি নবিজির মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুবরণ করার কামনা করি না। কেননা, কামনা ছিল আমি জীবদ্দশায় নবীজির ওপর যেমন ঈমান এনেছি, তার মৃত্যুর পরও অনুরূপ ঈমান রাখবো।

পরবর্তী সময়ে মাআন ইবনু আদি রাজিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামার-যুদ্ধ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। নবীজি জায়েদ ইবনু খাত্তাব রাজিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন। অবশেষে তারা উভয়ে ইয়ামার-যুদ্ধে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে পরপারে পাড়ি জমান।[১৮৫]

বিস্ময়কর ইঙ্গিত

আলি ইবনু ইয়াহইয়া মুনাজ্জাম বলেন—আব্বাসি খলিফা মুনতাসির বিল্লাহ একবার একটি সভা আহ্বান করেন। সভাকক্ষে সোনালি সুতোর রেশমি গালিচা বিছানোর জন্য সংশ্লিষ্ট লোকজনকে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ-মতো গালিচা বিছানো হলো। একটি গালিচার মাঝখানে ছিল বিশাল বৃত্ত। বৃত্তের ওপর অঙ্কিত ছিল একজন মুকুট পরিহিত অশ্বারোহীর ছবি। আর তার চতুর্পাশে ফারসি ভাষায় অস্পষ্টাক্ষরে কিছু লেখা ছিল। সভাকক্ষে ঢুকেই বৃত্ত ও বৃত্তের পার্শ্বের লেখাগুলোর প্রতি খলিফার দৃষ্টি পড়ল। কাছে গিয়ে এক লোককে বললেন—এখানে কী লেখা আছে?

লোকটি কিছুতেই পড়তে পারল না। মুনতাসির বিল্লাহ একেক করে দরবারের উপস্থিত সকলকে লেখাটির মর্ম উদঘাটন করতে বললেন; কিন্তু সকলের অবস্থা একই। কেউ-ই তা ভালোভাবে পড়তে পারল না। তারপর খলিফা মুনতাসির একটি গোলামকে বলল—ফারসিভাষী কাউকে ডেকে এ লেখাটি পড়তে বলো।

---

[১৮৫] প্রাগুক্ত : ৬/৩৩৯

কিছুক্ষণ পর একজন লোক এসে লেখাটি পড়ল; কিন্তু পড়া শেষে সে কোনো প্রকার মর্ম বিশ্লেষণ না করে চুপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকল।

: কী লেখা এখানে?

: কিছু না, আমিরুল মুমিনিন; এটা ইরানিদের নির্বুদ্ধিতা।

: লেখাটির রহস্য তুমি আমাকে খুলে বলো।

: আমিরুল মুমিনিন, এ লেখার কোনোই অর্থ নেই।

মুনতাসির এবার চরম রেগে গিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, এ লেখাটির অর্থ শোনাও। লোকটি বলল, এতে লেখা আছে—

> আমি শিরবিয়া ইবনু কিসরা ইবনু হুরমুজ। আমি আমার পিতাকে হত্যা করেছি। পরবর্তী সময়ে আমার রাজত্ব ছয় মাসেরও অধিক স্থায়ী হয় নি।

কথাটি শুনেই মুসতাসিরের চেহারার রং পাল্টে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সভাকক্ষ ছেড়ে অন্দর মহলে চলে গেলেন। পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে তার রাজত্বও ছয় মাসের বেশি টেকে নি।[১৮৬]

মনোবাঞ্ছা পূরণ

আব্বাসি খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ একবার একটি জমিন ওয়াকফ করতে চাইলেন; কিন্তু তার একান্ত ইচ্ছা ছিল ওয়াকফনামার শর্তাবলী এমনভাবে তৈরি করাবেন, যেন সকল ফকিহদের নিকটই ওয়াকফটি বিশুদ্ধ হয়। কোনো ফকিহ'র বিরুদ্ধে না হয়।

সকলেই খলিফাকে বলল—

> এ কাজ কেবল আল্লামা ইবনু জারির তাবারির দ্বারাই সম্ভব। কারণ, তিনিই কেবল সকল মাজহাবের ইমামগণের মতামত সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন।

খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ হাফিজ ইবনু জারির তাবারিকে কাজটি আঞ্জাম দেওয়ার অনুরোধ করেন। ইবনু জারির রহ. ওয়াকফনামা তৈরি করে দিলেন। এতে খলিফা ইবনু জারিরের উঁচু মাকাম সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ

---

[১৮৬] তারিখে বাগদাদ : ২/১২০-১২১

করলেন। পরবর্তী সময়ে তাকে দরবারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেন এবং তার সোহবতে থেকে উপকৃত হতে লাগলেন। খলিফা আল্লামা তাবারি রহ.-কে বার বার বলতেন—

আপনার যেকোনো প্রয়োজনের কথা আমাকে বলবেন।

আল্লামা ইবনু জারির তাবারি রহ. বারবার খলিফার পীড়াপীড়ি দেখে বললেন—

> আপনার কাছে বলার মতো আমার কেবল একটি প্রয়োজনই আছে। তা হলো—শুক্রবারে মসজিদে ভিক্ষুক এসে প্রচুর ভিড় জমায়। এতে মুসল্লিদের বেশ কষ্ট হয়। আপনি দয়া করে আপনার পুলিশবাহিনীকে বলে দেন, তারা যেন ভিক্ষুকদের মসজিদের ভেতর ঢুকতে না দেয়।

খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ ফরমান জারি করে ইবনু জারির রহ.-এর একমাত্র মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন।[১৮৭]

পাঁচ দিরহামে এক গ্লাস পানি

ইয়াহইয়া ইবনু জাফর রহ. বলেন, একবার ইমাম আবু হানিফা রহ. তার নিজের ঘটনা শোনাতে গিয়ে বলেন, আমি একবার মরুভূমিতে মহা পানি সংকটে পড়লাম। হঠাৎ পানির মশক হাতে এক গ্রাম্যলোককে দেখলাম। আমি তার কাছে পানি চাইলে সে অপারগতা প্রকাশ করে বলল, পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে দিতে পারি। আমি পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে মশকটি নিয়ে নিলাম। অতঃপর তাকে বললাম, ছাতু খেতে পছন্দ করেন? সে বলল, নিয়ে এসো। আমি তাকে ছাতু দিলাম। ছাতুগুলো ছিল যায়তুন তেল দ্বারা চর্বিযুক্ত। লোকটি পেট পুরে ছাতু খেলো। এবার শুরু হলো প্রচণ্ড তৃষ্ণা। সে আমাকে বলল, এক গ্লাস পানি দাও! আমি বললাম, পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে হতে পারে। এর কমে নয়। অগত্যা সে আমার কাছ থেকে এক গ্লাস পানি পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে নিয়েছে।[১৮৮]

---

[১৮৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/১৪৬

[১৮৮] আল্লামা ইবনুল জাওযি, কিতাবুল আযকিয়া : পৃ.১১০

মুহাম্মদ নামি চারজন মুহাদ্দিস

তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে মিশরে চারজন কালজয়ী মুহাদ্দিসের আবির্ভাব হয়েছিল। ঘটনাক্রমে চারজনেরই নাম ছিল মুহাম্মদ। সকলেই হাদিসশাস্ত্রে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তারা হলেন—মুহাম্মদ ইবনু নসর মারওয়াজি রহ., মুহাম্মদ ইবনু জারির তাবারি রহ., মুহাম্মদ ইবনুল মুনজির রহ. ও মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুজায়মা রহ.। তাদের একটি বিরল ও আশ্চর্য ঘটনা হাফিজ ইবনু কাসির রহ. উল্লেখ করেছেন। তারা সকলেই ইলমে হাদিসের বিভিন্ন শাখায় খেদমত করেছেন। ইলমি খেদমতে গভীর নিমগ্নতার দরুন অনেক সময় তারা অভাব-অনটন ও ভয়াবহ দরিদ্রতার শিকার হতেন। কখনো কখনো অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতেন। একদিন সকলে মিলে হাদিস সংকলনে ব্যস্ত ছিলেন। সেদিন কারও কাছে খাওয়ার মতো কিছুই ছিল না। পরিশেষে সিদ্ধান্ত হলো—চারজনের মধ্যে একজন জীবিকার জন্য বের হবেন। বাকিরা ইলমি কাজে থাকবেন। সেমতে লটারি করা হলো। নাম উঠল মুহাম্মদ ইবনু নসর মারওয়াজির। তিনি জীবিকা উপার্জনের জন্য বের হওয়ার পূর্বে নামাজ পড়ে দুআ করতে লাগলেন। সময়টা ছিল ঠিক দুপুর। মিশরের শাসনকর্তা আহমদ ইবনু তুলুন তখন প্রাসাদে বিশ্রাম করছিলেন। ঘুমে দু'জাহানের বাদশা প্রিয় নবীজির সঙ্গে তার জিয়ারত নসিব হয়।

স্বপ্নে নবীজি তাকে বললেন, মুহাদ্দিসদের খবর নাও। তাদের খাওয়ার মতো কিছু নেই। ঘুম ভাঙার পর ইবনু তুলুন খোঁজ নিলেন—এ শহরের মুহাদ্দিস কে কে? লোকেরা তাঁর নিকট তাদের একটি তালিকা পেশ করল। আহমদ ইবনু তুলুন তৎক্ষণাৎ একহাজার দিনার পাঠালেন। অধিকন্তু যে ঘরে তারা হাদিস চর্চা করতেন সে ঘরটিকে খরিদ করে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দিলেন। এবং সেখানকার একটি জমিন ওয়াকফ করে তথায় ইলমে হাদিস চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করেন।[১৮৯]

যার পাপ তার গর্দান

খলিফা মু'তাজ বিল্লাহ'র যুগে মিশরের শাসনকর্তা ছিলেন আহমদ ইবনু তুলুন। এর আগে তিনি বিখ্যাত তুর্কি বাদশা তুলুনের নিকট ছিলেন। তুলুন

---

[১৮৯] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/১০৩

তাকে নিজের পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। একবার তিনি আহমদকে বিশেষ কাজে রাজদরবারে পাঠালেন। আহমদ সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন—রাজদরবারে এক চাকরানী অপর এক চাকরের সঙ্গে বেহায়াপনায় লিপ্ত।

আহমদ ইবনু তুলুন সেখানকার কাজ সেরে বাদশার নিকট ফিরে এলেন; কিন্তু এদের কুকর্ম সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। এদিকে চাকরানী ভেবেছিল ইবনু তুলুন নিঃসন্দেহে আমার বিরুদ্ধে বাদশার কাছে নালিশ করেছে। তাই সে উল্টো বাদশার নিকট এসে অভিযোগ করে বলল, জাঁহাপনা! আহমদ ইবনু তুলুন আমাকে কুপ্রস্তাব দিয়েছিল। চাকরানী এমন ভঙ্গিতে বাদশার নিকট অভিযোগ করেছিল যে, বাদশা এতে বেশ প্রভাবিত হলেন। তাই জরুরি ভিত্তিতে তাকে ডেকে পাঠালেন। এবং চাকরানীর অভিযোগের ব্যাপারে মৌখিক কোনো কিছু না বলে কেবল সীলযুক্ত একটি চিরকুট হাতে দিয়ে বললেন, এটা অমুক আমিরের নিকট দেবে। তাতে লেখা ছিল—

> পত্রবাহক তোমার নিকট পৌঁছামাত্র তাকে হত্যা করে তার ছিন্নশির আমার নিকট পাঠিয়ে দেবে।

আহমদ ইবনু তুলুন কল্পনাও করতে পারেন নি যে, তার বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্ত চলছে। তিনি নিশ্চিন্তে পত্রটি নিয়ে রওনা হলেন। পথে দাঁড়িয়ে ছিল চাকরানী। তার বিশ্বাস ছিল বাদশা ইবনু তুলুনকে তার সঙ্গে কথা বলতে দেখলে আরও নিশ্চিত হবেন যে, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য ছিল। এই ভেবে সে ইবনু তুলুনের সঙ্গে কথা বলার ফন্দি খুঁজতে লাগল। এবং এ সম্পর্কে বলল, আমার একটি জরুরি চিঠি লেখা প্রয়োজন। আপনি দয়া করে লিখে দেন! আমি এ পত্রটি অন্য কারও মাধ্যমে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চাকরানী পত্রটি ওই চাকরের হাতে দিল, যার সঙ্গে সে কুকর্মে লিপ্ত হয়েছিল। চাকর পত্রটি প্রাপকের নিকট হস্তান্তর করার সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে হত্যা করে মুণ্ড বাদশার নিকট পাঠিয়ে দিল। বাদশা মুণ্ড দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। এবং ইবনু তুলুনকে ডাকালেন। তিনি বাদশাকে পুরো ঘটনা শোনালেন। এদিকে চাকরানীও নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করল। সেদিন থেকে আহমদ ইবনু তুলুনের প্রতি বাদশার আস্থা কয়েকগুণ বেড়ে গেল। একপর্যায়ে বাদশা অসিয়ত করলেন—

আমার অবর্তমানে ইবনু তুলুনই আমার স্থলাভিষিক্ত হবে।[১৯০]

অমুসলিমদের প্রতি মুসলিমদের উদারনীতি

আহমদ ইবনু ইয়াহইয়া বালাজুরি রহ. *ফুতুহুল বুলদান* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—ইয়ারমুক-যুদ্ধের ঠিক পূর্বে আবু উবাইদা রাজিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে দায়িত্বরত মুসলিম সৈন্যদের যার যার ক্যাম্প ত্যাগ করে ইয়ারমুকে একত্র হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। হিমস শহরেও মুসলিম সৈন্যরা নিয়োজিত ছিল। তাদের জিম্মাদারি ছিল শহর হেফাজত করা। ইয়ারমুক-যুদ্ধে অংশ গ্রহণের নির্দেশ পাওয়ার পর তারা সকলে চিন্তা করলেন, আমরা এখানকার অমুসলিম জিম্মিদের কাছ থেকে তাদের জান-মাল হেফাজত করার শর্তে ট্যাক্স আদায় করে থাকি। এখন আমরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান হবে কীভাবে? এই ভেবে মুসলিম সেনাপতি সকল অমুসলিমদের একত্রিত করে বললেন—

> আমরা আপনাদের জান-মাল নিরাপত্তার ভিত্তিতে ট্যাক্স উসুল করেছিলাম। এখন যুদ্ধের খাতিরে এটা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং এখন আপনাদের থেকে নেয়া ট্যাক্স ফেরত দেওয়া হচ্ছে।

অতঃপর সকলের ট্যাক্স ফেরত দেওয়া হয়েছে। হিমসের অধিবাসীরা পৃথিবীর বুকে এমন কোনো দখলদার বাহিনী দেখে নি—যারা শত্রুপক্ষের সঙ্গে এত অধিক উদারনীতি প্রদর্শন করে। তারা সকলেই মুসলিমদের এই আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে দুআ করল—হে আল্লাহ, মুসলিমদেরকে রোমানদের বিরুদ্ধে জয়ী করেন![১৯১]

আল্লাহর রাস্তায় প্রতারণা

কুরআনে কারিমে ইরশাদ হচ্ছে—

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

---

[১৯০] প্রাগুক্ত : ১১/৪৬

[১৯১] সাইয়েদ রশিদ রেজা, আল-ওয়াহয়ুল মুহাম্মদি : পৃ.২৭৯

> কস্মিনকালেও পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যাবৎ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তুকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে।[১৯২]

আল্লাহ তাআলার এ অনাবিল বাণীকে বাস্তবায়ন করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু আনহু নিজেদের প্রিয়তম বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করার যেসব নজির স্থাপন করেছিলেন—তা আজ মুসলিম ইতিহাসের এক অনন্য গৌরবময় অধ্যায়।

উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে মুফাসিসরগণ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে একটি হলো—

আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু নিজের কাছে ব্যক্তিগত কোনো কিছু পছন্দ হলেই তিনি তা আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দেওয়াকে রীতিমতো অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন। এজন্য তিনি যে কোনো গোলামকে আল্লাহর ইবাদতে বেশি মগ্ন দেখতেন, তাকেই আল্লাহর জন্য মুক্ত করে দিতেন।

গোলামরা যখন ওমরের এ রীতি পছন্দের ব্যাপারটি বুঝতে পারল, কেউ কেউ কোমর বেঁধে মসজিদে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে নামাজে দাঁড়িয়ে থাকত। আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু এ নিমগ্নতা দেখে তাকে আজাদ করে দিতেন। একবার কেউ উমার রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বলল, হজরত, এরা তো আপনার সঙ্গে প্রতারণা করছে। প্রকৃতপক্ষে তারা ইবাদতের প্রতি ততটা আসক্ত নয়। ইবনু উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন—

مَنْ خَدَعَنَا بِاللّٰهِ إِنْخَدَعْنَا لَهُ.

> যে আমাদেরকে আল্লাহর পথে ধোঁকা দেয়, আমরা তার ধোঁকা খেতে রাজি।[১৯৩]

নজিরবিহীন দান

আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্র নাফে' রহ. বলেন, একবার উমার রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বিশ হাজার রৌপ্যমুদ্রার বেশি অর্থ এলো; কিন্তু যে মজলিসে উক্ত অর্থ এসেছিল সে মজলিসেই তিনি সকল অর্থ বিতরণ করে তবেই ক্ষান্ত হয়েছেন। কিছুক্ষণ পর

---

[১৯২] সূরা আলে ইমরান : ৯২

[১৯৩] তবাকাতে ইবনে সাদ : ৪/১৬৭

একজন ভিক্ষুক এলো। তখন তার হাতে দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না। তাই কিছুক্ষণ পূর্বে যাদেরকে দান করেছিলেন, তাদের থেকে ঋণ করে ভিক্ষুককে দান করলেন।

একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পরিবারের লোকজন কোথাও থেকে কিছু আঙুর জোগাড় করল। ঘটনাক্রমে এক ভিখারি এসে হাজির। সে আঙুরগুলো দেখে তা-ই চেয়ে বসল। ইবনু উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু আঙুরগুলো তাকেই দিয়ে দিতে বললেন। পরিবারের লোকেরা অনেক করে বলল, এগুলো আপনি খান। আমরা ভিখারির জন্য অন্য কিছুর ব্যবস্থা করছি; কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু কিছুতেই মানলেন না। তিনি তাঁর কথায় অনড়। শেষ পর্যন্ত তারা আঙুরগুলো ভিক্ষুককে দিতে বাধ্য হলো। পরে আবার তার কাছ থেকেই কিনে নিয়ে ইবনু উমারের কাছে পেশ করল। [১৯৪]

ইবনু উমার রাজিয়াল্লাহু আনহুর আজীবনের অভ্যাস ছিল—তিনি কখনো একাকী খানা খেতেন না। সবসময় তার দস্তরখানে গরিব-মিসকিনদের ভিড় থাকত। একবার বাড়ির লোকজন ফন্দি করে আশপাশের গরিবদেরকে আগে থেকেই খানা খাইয়ে দিয়ে বলল—তোমাদেরকে ইবনু উমার খানা খেতে ডাকলে তোমরা অপারগতা প্রকাশ করবে। যথারীতি তিনি তাদের খানা খেতে ডাকলে তারা অক্ষমতা প্রকাশ করল। আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু সেদিন কোনো খাওয়া-দাওয়া করেন নি। সারাটি রাত না খেয়েই কাটিয়ে দিলেন![১৯৫]

আরেকবার ইবনু উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু -কে জনৈক ব্যক্তি হজমি ঔষধ দিয়ে বলল—

> হুজুর, এটি হজম শক্তি বৃদ্ধির জন্য বেশ উপকারী ঔষধ। এতে খাদ্যচাহিদা বাড়বে।

তিনি তাকে বললেন—

---

[১৯৪] প্রাগুক্ত : ৪/১৫৮

[১৯৫] প্রাগুক্ত : ৪/১৬৬

আমার কোনো কোনো সময় সারা মাসেও একবার পেট পুরে খাওয়া হয় না। হজমি ঔষধ দিয়ে কী করবো?![১৯৬]

ইসলামের সৌন্দর্য

এক মুসলিমছাত্র উচ্চ শিক্ষার জন্য লন্ডনে পাড়ি জমিয়েছিল। সেখানে তার হোস্টেলে থাকত এক ইংরেজ মহিলা। বিভিন্ন দেশের ছাত্ররাও সে হোস্টেলে থাকত। ইংরেজ মহিলাটি সকলের কাপড় চোপড় ধুয়ে দিত। একবার সে মুসলিম-ছাত্রটিকে প্রশ্ন করল—

: আপনি কি আমার কাপড় ধোয়ার প্রতি আস্থাশীল নন?

: কেন হবো না? আপনি অতি যত্ন ও দায়িত্ববোধ নিয়ে কাপড় ধুয়ে থাকেন—সেটা আমি ভালোভাবেই জানি।

: তাহলে আপনি তা নিজে ধোয়ার পর আমাকে কেন ধুতে দেন?

: আমি এমনটি কেন করবো? আমি নিজে ধুতে পারলে কি আর আপনাকে দিতাম?

: তাহলে অন্যান্যদের মতো আপনার প্যান্টে কেন দাগ ও দুর্গন্ধ থাকে না?

: ম্যাডাম, আমি একজন মুসলিম। আমার ধর্ম আমাকে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দেয়। যদি আমার পায়জামা কিংবা প্যান্টে কোনোভাবে এক ফোঁটা পেশাবও লেগে যায়, তবে আমি সেটাকে না ধুয়ে নামাজ আদায় করতে পারি না। এজন্য আমার জামা কাপড়ও অপবিত্র থাকে না। যখন আপনাকে ধোয়ার জন্য দিই, তখনো পাকসাফ থাকে।

: আপনাদের ইসলাম এত মামুলি বিষয়েও শিক্ষা দেয়?!

: শুধু তাই নয়। আমাদের প্রিয় নবী সা. আমাদেরকে সর্বদা আল্লাহর স্মরণে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তাইতো আমরা টয়লেটে ঢুকতে একটি বিশেষ দুআ ও বেরুতে আরেকটি দুআ পড়ে থাকি। এমনিভাবে কাপড় পরিধান করা, খানা খাওয়া, ঘরে ঢোকা, ঘর থেকে বের হওয়াসহ যাপিত জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমরা নবীজির শেখানো দুআ পড়ে থাকি। যাতে আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদের সুদৃঢ় ও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যার

---

[১৯৬] প্রাগুক্ত : ৪/১৫০

বদৌলতে তিনি আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেবেন এবং ভ্রান্ত পথ থেকে বিরত রাখবেন।

ইংরেজ মহিলার নিকট যুবক ছাত্রটির কথাগুলো রূপকথার মতো মনে হলেও এতে সে বেশ মুগ্ধ হলো। এরপর থেকে মহিলাটি মুসলিম যুবকের উঠা-বসা, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করত। তার কৃষ্টি-কালচার, শুচিতা, ভদ্রতা, নিষ্কলুষতা ও অমায়িক আচরণের বিভিন্ন দৃশ্য মহিলার হৃদয়মাঝে ইসলামের প্রতি বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি করল। সে ধীরে ধীরে মুসলিম ছাত্রটির কাছ থেকে ইসলামের যাবতীয় বুনিয়াদি ও প্রাথমিক বিষয়াদি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে লাগল।

এভাবে এক পর্যায়ে ইসলাম ধর্মের সত্যতা তার মইবনু জায়গা করে নিল। হকের পিদিম তার অন্তরকেও উদ্ভাসিত করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে কেবল সে-ই নয়; বরং তার পরিবার-পরিজনসহ বংশের অনেকেই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।[১৯৭]

ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মূল্যবান উক্তি

আল্লামা ইবনু সালাহ রহ. ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর একটি অতি মূল্যবান ও স্মরণীয় উক্তি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—

ألإنقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والإنبساط مجلبة لقرناء السوء،

فكن بين المنقبض والمنبسط.

> মানুষের সঙ্গে মুখ মলিন করে উঠা-বসা করলে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। আর অতিরিক্ত হাসি-খুশির সঙ্গে উঠা-বসা করলে অসৎবন্ধুরা সুযোগ পেয়ে বসে। অতএব, তুমি এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করো।[১৯৮]

ইমাম আবু জুরআর কোমলতা

ইমাম আব জুরআ রহ. হলেন হাদিসশাস্ত্রে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি তৃতীয় হিজরি শতকে যথাক্রমে সিরিয়া ও মিশরের বিচারকও ছিলেন। কথিত আছে—তিনিই একমাত্র শাফেয়ি মাজহাবালম্বি আলেম, যিনি প্রথম কোনো

---

[১৯৭] মাজাল্লাতুত তাযামুনিল ইসলামি : ১৪০৪হি. সংখ্যা, পৃ.৬৬-৬৭

[১৯৮] ফাতাওয়া ইবনে সালাহ : ৪/৩১

বিচারক পদে নিযুক্ত হয়েছেন। সিরিয়াতে তার মাধ্যমেই শাফেয়ি মাজহাবের প্রচার-প্রসার ঘটেছে।

তিনি এত অধিক বিনম্র ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন যে, একবার জনৈক ব্যক্তি অন্য আরেক ব্যক্তির থেকে টাকা পাওয়ার দাবি করল। কাজি সাহেব বিবাদীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে সে স্বীকার করল। তিনি বাদীর পক্ষে রায় প্রদান করত বিবাদীকে বললেন—তুমি তার ঋণ পরিশোধ করে দাও। এ কথা শোনার পর বিবাদীর চোখে পানি চলে এলো। কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল—

আমি তো মিথ্যা বলতে পারি না। তাই বাধ্য হয়ে সত্য কথাটি স্বীকার করলাম; কিন্তু আমার কাছে ঋণ পরিশোধ করার মতো এত অর্থকড়ি নেই। অতএব, আপনি আমাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেন। এ কথা শুনে ইমাম আবু জুরআ' রহ. বাদীকে ডেকে তার ঋণের অর্থ নিজের পক্ষ থেকে শোধ করে দিলেন। আর বিবাদীকে ছেড়ে দিলেন।

এ ঘটনা যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তারপর থেকে সুবিধাবাদী লোকেরা এ কৌশল অবলম্বন করতে লাগল যে, নিজের বিরুদ্ধে কোনো ঋণের অভিযোগ থাকলে তা অকপটে স্বীকার করে দৈন্যদশার অজুহাতে অপারগতা প্রকাশ করে কেঁদে ফেলত আর বন্দিশালায় যেতে চাইত; কিন্তু ইমাম আবু জুরআ' রহ. তার সাবেক নীতি অপরিবর্তন রেখে যথারীতি অন্যদের ঋণ নিজেই শোধ করে দিতেন।[১৯৯]

আত্মহত্যার প্রতিযোগিতা

একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে—

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ত্রিশমিনিটে একটি করে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। এর অর্থ হচ্ছে—প্রতি বছর আঠারো হাজার মানুষ আত্মহত্যার শিকার হয়। এ পরিসংখ্যান কেবল আত্মহত্যার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা অনুসারে। যারা আত্মহত্যা করতে গিয়েও ব্যর্থ হয়, তাদের সংখ্যা আনুমানিক দশ লাখ। জনৈক অভিজ্ঞ ডাক্তারের অভিমত হলো—উপরিউক্ত পরিসংখ্যানের বাহিরেও সমাজের বড় একটা অংশ থেকে যায়, যাদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত করা। তারা হলো—অনিয়ন্ত্রিত ও বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর কারণে আকস্মিক

---

[১৯৯] আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল-কিনদি, কিতাবুল কুযাত : পৃ.৫২২

মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। অনুরূপভাবে যারা অতিরিক্ত মাদক সেবনে মত্ত হয়ে নানা ধরনের অপকর্মে জড়িয়ে আত্মাহুতির পথ বেছে নেয়।[২০০]

চুরি শেখার স্কুল

লন্ডনের একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের এক গবেষক কর্মচারী মিস্টার বাথ জানিয়েছেন—

বৃটেনে শিশুদেরকে চুরির প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি স্কুল রয়েছে। সেখানে দেশের সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীদের চুরি বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াগুলো, যেমন—সিধকাটা,দোকান-পাটের মালপত্র চুরি করা, লোহার তালা ও তরবারি ভাঙার ওপর উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। তাদের ভাষ্য হলো—অর্থনৈতিক উন্নতির এ যুগে যেখানে মানবজীবনের প্রতিটি অঙ্গনে উন্নতি-অগ্রগতির জোয়ার বইছে, সেখানে চোরের সংখ্যাও বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মিস্টার বাথ এ-ও জানান—

আমি যে স্টোরে চাকরি করি, সেখানে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি পনেরো ঘণ্টায় ন্যূনতম একটি চুরির ঘটনা ঘটত। আর এখন প্রতি এগারো ঘণ্টায় এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। যে সকল স্টোরে পাহারাদারি কিছুটা দুর্বল ও শিথিল, সেখানে প্রতি পাঁচ ঘণ্টায় একটি করে চুরি হয়ে থাকে।

তিনি আরও বলেছেন—

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে আমাদের দোকান থেকে দুই হাজার তিনশত তেষট্টিটি চোর হাতে নাতে ধরা পড়েছে। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ধরা পড়েছে প্রায় ১৯৫৬ থেকে দ্বিগুণ। আর আমরা প্রায় পঁচিশ হাজার টাকার চুরি হওয়া মালামাল উদ্ধার করেছি। গ্রেফতারকৃতদের মাঝে নারীদের গড় সংখ্যা হলোড়৭৬ শতাংশ। আর পুরুষের গড় সংখ্যা হলোড়২৪ শতাংশ। এর মধ্যে ৪৭ শতাংশ হলো উঠতি বয়সের যুবক-যুবতি। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে শতকরা ছেষট্টিজনকে স্টোরমালিক রাগ-ধমক দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। স্রেফ চৌত্রিশ শতাংশকে আদালতে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। শাস্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা হলো শতকরা দশভাগ।[২০১]

---

[২০০] দৈনিক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস : ২১শে জানুয়ারি-১৯৬৭ খ্রি.

[২০১] দৈনিক মাশরিক : ১৯ এপ্রিল, ১৯৬৭ খ্রি., পৃ.২

মুফতি মুহাম্মাদ আলী জাওহার

(জন্ম : জুন ১৯৮৬; শরিয়তপুর, বাংলাদেশ)

একজন হাস্যোজ্জ্বল মেধাবী তরুণ আলিম মুহাম্মাদ আলী জাওহার। পবিত্র কুরআন মাজিদ হিফজের পর রাজধানীর জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ থেকে তিনি দাওরায়ে হাদিস সমাপন করেন। পড়েছেন ফাতওয়া বিভাগেও। রপ্ত করেছেন বাংলাভাষার পাশাপাশি আরবি, উরদু, ফারসি ও ইংরেজি ভাষাজ্ঞানও। সৃজনশীল লেখালেখিতে শক্তিমান এ তরুণ পৃথিবী বিখ্যাত লেখকদের পুস্তকও করেছেন অনুবাদ। পেশায় তিনি একজন হাদিসের উসতাজ। পড়াশোনা ও গবেষণায় দিন দিন সমকালীন অনেককেই ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টায় নিয়োজিত।

ইতোমধ্যেই বাজার আলাকিত করেছে তার লেখা একাধিক পুস্তক। পাঠক-সমাদৃত হয়েছে বেশ কয়েকটি বই। বিভিন্নমুখী লেখা অনুবাদ করলেও তিনি গদ্যকেই বানিয়েছেন নিজের সিঁড়ি। পদ্যে-ছন্দে দখল থাকলেও গদ্য ছাড়া মানুষ তার মূল ভাবনা সহজে বোঝাতে পারে না। তাই গদ্যকে আপন করার চেষ্টায় তিনি শুরু করেছেন মসৃণ ও সুখদ গদ্যের খোঁজে অবিরাম পথচলা।

মুহাম্মাদ আলী জাওহার আমার দেখা সরলপ্রাণ মেধাবী গদ্যলেখক। আমি বিশ্বাস করি, তার হৃদয়ের সারল্য একদিন পৃথিবী আলোকিত করবে।

–মাসউদুল কাদির
সহকারী সম্পাদক, দৈনিক আমার বার্তা
প্রেসিডেন্ট, শীলন বাংলাদেশ

আমরা ভুলোমনা বলে প্রায়-ই হারিয়ে ফেলি পথ। আমরা অচেতন বলে প্রায়ই ছুড়ে ফেলি গাইরত। আমরা অবুঝ বলে আদর্শ ও শিক্ষা খুঁজি বিজাতীয় সংস্কৃতিতে। আমরা বোকা বলে সুখ খুঁজি অসুখে। অথচ আমাদের আছে বিশাল আকাশ, যেখানে হাত পাতলে ফিরতে হয় না খালি হাতে। আমাদের আছে বিশাল বটবৃক্ষ, যেখানে ছায়া পায় তাবৎ বিশ্বের অস্থির সমাজ। এই আকাশ আমাদের মালিকের আরশ। আর বটছায়া—সে তো সৌরভে ভরা আমাদের আকাবির-জীবন।

এই বইয়ে বেশ কিছু গল্প আছে। গল্পগুলো নিছক কোনো গল্প না। এগুলো গল্পের আড়ালে থাকা আমাদেরই জীবন—সংকট, সমাধান ও আলোকিত পথ। গল্পগুলো আকাবির-আসলাফগণের বিভিন্ন কিতাবে ছড়িয়ে থাকা মুক্তা। সেগুলো সযতনে কুড়িয়ে এনেছেন আলোকের মশালধারী আলোকপুরুষ—আমাদেরই লোক—শাইখুল ইসলাম বিচারপতি মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি। 'আকাশের ঝিকিমিকি তারা' আমাদের অন্ধকারে আলোর মশাল হোক।